দু-ভাই

সামাজিক ও নৈতিক উপন্যাস।

সচিত্র।

"স্বাস্থ্য" এবং "সৎপ্রসঙ্গ" প্রণেতা

শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক।

কলিকাতা,

৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২৮ সন।

[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

উৎসর্গ।

বঙ্গ সাহিত্য-সেবক মণ্ডলীর

কর-কমলে।

লেখক।

১লা আশ্বিন, ১৩২৮ সাল।

কলিকাতা ইউনিভারসিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার B. L., M. R. A. S. মহাশয় নিম্নলিখিত মুখবন্ধ লিখিয়া আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

১ অগ্রহায়ণ
১৩২৮ সাল। } গ্রন্থকার।

মুখবন্ধ।

গ্রন্থকার, বহুদিন সরকারী বিচার বিভাগের উচ্চপদে ছিলেন; অবসর লইবার পর, সমাজ সেবা ও সাহিত্য সেবা করিতেছেন। ইঁহার মত জ্ঞান-বৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধেরাই সমাজের অলঙ্কার; কারণ দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া যাঁহারা যুবকের মত উৎসাহে সমাজ সেবায় প্রবৃত্ত, তাঁহারাই সমাজকে যথার্থ উন্নতির পথ দেখাইতে পারেন।

দেশের লোককে ধর্ম্মপ্রাণ করিবার জন্য, সকলের মনে হিতৈষণা জাগাইবার জন্য ও দেশের অস্বাস্থ্য দূর করিবার জন্য মল্লিক মহাশয় সর্ব্বদাই চিন্তা করেন, তাঁহার রচিত "স্বাস্থ্য" পুস্তিকা ও "সৎপ্রসঙ্গ" পুস্তক এই ভাবের পরিচায়ক। এবার তিনি একটু নূতন ধরণে এই গল্পের বইখানি লিখিয়াছেন। সকল দেশেই গল্প-সাহিত্যের আদর বেশী। এদেশে ঐ সাহিত্য খুব

বাড়িয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা গল্পের অনুরাগী, তাঁহারা যাহাতে কথার ছলে সুশিক্ষা পান, পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারেন, সামাজিক দোষ দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হন, সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। সুশিক্ষা দেওয়াই লক্ষ্য হইলে, গল্প জমাইয়া তোলা যে খুব সহজ হয় না, গ্রন্থকার নিজেই তাহা বুঝিয়াছেন। তবে কল্পনার খেলা অপেক্ষা, সাধুতার দিকে মানুষকে টানিতে তিনি অধিক ভাল বাসেন। একথা গ্রন্থকার নিজেই ভূমিকায় লিখিয়াছেন। গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়া আমি কেবল এইটুকুই লিখিতে পারি যে, যে সকল অনুষ্ঠানে সমাজ অপবিত্র হয় এবং যে পথে চলিলে পবিত্রতা বাড়িয়া সামাজিক উন্নতি হয়, এ গ্রন্থে সে গুলির বিশেষ আলোচনা আছে। এদেশের পাঠক-পাঠিকারা এ সকল কথা শুনিতে ও শিখিতে উৎসাহী হইবেন, আশা করি।

২৮ কার্ত্তিক
১৩৬৮ সন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

গ্রন্থপ্রাপ্তির স্থান।

৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গলপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কলিকাতা।

২ নং চক্রবেড়ে লেন, এল্‌গিন রোড পোঃ আঃ, কলিকাতা।

৭১ নং পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।

সেন ব্রাদর্স এণ্ড কোং, ৮৯ কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

এই উপন্যাসে কোনও অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই। কোনও যোগী বা সাধু সন্ন্যাসীর যৌগিক ক্রিয়া নাই। আমাদের দেশে ও সমাজে যাহা ঘটিয়াছে বা যাহা ঘটিতেছে বা যাহা ঘটিতে পারে, তাহারই চিত্র এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে কয়েকটী প্রকৃত ঘটনাও আছে। ইহাকে সমাজ-দর্পণ বলিলেও চলে। গল্পচ্ছলে নীতি-শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আশা করি, পাঠক-পাঠিকাগণ দু-ভাই পাঠে উপকৃত হইবেন আজকাল উপন্যাসের আদর ও মূল্য যেরূপ হইয়াছে, সে হিসাবে, ইহার মূল্য খুব কমই করা হইল।

২নং চক্রবেড় লেন,
এল্‌গিন্‌ রোড পোষ্ট আফিস।
১লা আশ্বিন, ১৩২৮ সাল।

লেখক।

চিত্র সূচী।

	বিষয়			পত্রাঙ্ক।
১।	হরেন্দ্রের অন্তঃপুর	...	...	৬
২।	মড়া বিভ্রাট	...	...	২৩
৩।	গলায় দড়ী	...	...	৪০
৪।	ছেলে খুন	...	...	৬৯

শুদ্ধি পত্র।

আছে।	হইবে।	ছত্র।	পৃষ্ঠা
স্থানাভাবে	স্থানান্তরে	১৬	৩
জিনিসপত্র	জিনিষ		৫
কম কথায়	কথকথায়	১৪	৪৬
কচাপরা	কাচপরা	১৭	৪৮
(সেন্‌স)	সেনসস্‌	৪	৯৬
দেশ ভ্রমনে	দেশ ভ্রমণে	২১	৯৬
জিনিস	জিনিষ	৪	১০১
টিকী	(টিকী)	১০	১০১
(অতি সস্তার পূর্ব্বে)	নারিকেল তৈল	১০	১০১
হাদের	উহা যেন	১৩	১০১

সূচী পত্র।

বিষয়		পত্রাঙ্ক।
প্রথম পরিচ্ছেদ, প্রথম দৃশ্য—বসন্ত সমাগম	...	১
,, ,, দ্বিতীয় দৃশ্য—জমিদার বাটী	...	৩
,, ,, তৃতীয় দৃশ্য—অন্তঃপুর	...	৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, প্রথম দৃশ্য—হরেন্দ্র বাবু ইস্কুলে	...	৮
,, ,, দ্বিতীয় দৃশ্য—বিবাহ ...	...	১১
,, ,, তৃতীয় দৃশ্য—বলিদান ...	...	১৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ, প্রথম দৃশ্য—ভূতনাথ ...	...	১৬
,, ,, দ্বিতীয় দৃশ্য—অমৃত ও অমিয়	...	১৯
,, ,, তৃতীয় দৃশ্য—অমৃতের মহত্ত্ব	...	২৩
,, ,, ,, ,, যুদ্ধক্ষেত্র ...	...	২৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ, প্রথম দৃশ্য—নিত্যানন্দ ...	...	২৭
,, ,, দ্বিতীয় দৃশ্য—নিত্যানন্দের বিষয় রক্ষা		২৯
,, ,, তৃতীয় দৃশ্য—অমৃতের হাঁসপাতাল পরিদর্শন		৩১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ, প্রথম দৃশ্য—অমিয় ঋণজালে	...	৩৪
,, ,, দ্বিতীয় দৃশ্য—অমৃত জমিদারীতে	...	৩৫
,, ,, তৃতীয় দৃশ্য—অমিয় দুরভিসন্ধিতে	...	৪০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, প্রথম দৃশ্য—অমৃত বীরভূমে	...	৪৩
,, ,, দ্বিতীয় দৃশ্য—অমিয় অর্থানুসন্ধানে	...	৫০
,, ,, তৃতীয় দৃশ্য—অমিয় রোগ শয্যায়	...	৫৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ, প্রথম দৃশ্য—নিত্যানন্দের কালীপূজা ৫৯
,, ,, দ্বিতীয় দৃশ্য—সমাজব্যাধি ... ৬৫
,, ,, তৃতীয় দৃশ্য—পরিমল ৭১
অষ্টম পরিচ্ছেদ, প্রথম দৃশ্য—অমিয় মৃত্যুশয্যায় ... ৭৫
,, ,, দ্বিতীয় দৃশ্য—অমৃত বায়ুপরিবর্ত্তনে ৭৯
,, ,, তৃতীয় দৃশ্য—প্রতিমা ৮৪
নবম পরিচ্ছেদ, প্রথম দৃশ্য—শরৎশশী ৮৭
,, ,, দ্বিতীয় দৃশ্য—পিতা কন্যায় ... ৯২
,, ,, তৃতীয় দৃশ্য—অমৃত সমুদ্র-পথে ... ৯৫
দশম পরিচ্ছেদ, প্রথম দৃশ্য—মান্দ্রাজ সহরের আচার ৯৯
একাদশ পরিচ্ছেদ, প্রথম দৃশ্য—বর কর্ত্তাদের অত্যাচার ১১৪
,, ,, দ্বিতীয় দৃশ্য—অমৃত তীর্থ-দর্শনে ... ১১৮
,, ,, তৃতীয় দৃশ্য—অমৃত জীবন-সন্ধ্যায় ১১৯
উপসংহার ১১৯

দু-ভাই।

—∞∗∞—

প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রথম দৃশ্য।

বসন্ত সমাগম।

নদীয়া জেলায় মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত রামগড় একটী পুরাতন গণ্ড গ্রাম। তার দুক্রোশ পশ্চিমে, হরিরামপুর নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে, নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্যের বাস। ফাল্গুনের মাঝামাঝিতে, নিশি পোহাইলে, শুভ্র-বসনা উষা, কপালে একটী রত্ন পোরে দেখা দিল। অমনি পাখীর কলরবে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। সমস্ত রাত বিশ্রামের পর পৃথিবী নবজীবন পেয়ে, জাগরিত হ'লো। এমন সময় নিত্যানন্দ বাড়ী থেকে রামগড়ের দিকে এক পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বসন্ত-প্রভাতে প্রভাতের শীতল বাতাস ঝির্‌ঝির্ ক'রে বইচে। সব বৃক্ষলতা নূতন পত্রে, ফুলে, মুকুলে সুসজ্জিত। মধুপায়ী বহুতর পতঙ্গ,তাদের উপর বসচে ও উড়্‌চে। পাতার সর সর শব্দের সহিত পাখীরা মনের আনন্দে, নানা স্বরে গান গাচ্চে। কোন গাছে কোকিলের কুহু-কুহু রব। ডাকের উপর ডাক—ক্রমে জোর ডাক। কোন শাখায় "বউ কথা কঃ" ব'লে একটা ডা'কচে। আর

এক গাছে "গৃহস্থের খোকা হোক্" একটা পাখী বল'চে। দূরে, এক গাছে, পাপিয়া আগে সা রে গা মা ভেঁজে, তার পর "চোক গেল চোক গেল" ক'রচে। আবার, বকুল গাছে এক ঝাঁক দয়েল পাখী মধুর স্বরে আলাপ ক'রচে। মন্দগতি বাতাস, ফুল ও মুকুলের সঙ্গে মেশামিশি ক'রে, তাদের গন্ধ নিজের গায়ে মে'খে, ধনীর প্রাসাদে, গৃহস্থের উঠানে এবং গরিবের কুঁড়েয় আনন্দ বিলাচ্চে। ইতিমধ্যে সূর্য্যদেব উদয়-গিরিতে। অমনি বৃক্ষগুলি সোণার টোপর মাথায় দিয়ে সাজিল। ছেঁড়া ছেঁড়া পাতলা মেঘ, নিজ গায়ে সিদূঁর মেখে হাসচে ও পূর্ব্ব গগনের শোভা আরও বর্দ্ধন করচে। প্রকৃতির এই মনোহর বেশ, সকলের চোখ কি এক রকমে দেখ'চে? সৃষ্টির সবই বিচিত্র। কা'রও সঙ্গে ক'রও মিলে না। প্রত্যেক নরনারীর মনের ভাব বিচিত্র। এই কারণে বসন্ত সমাগমের মনোমোহন রূপ, বিলাসীকে ভোগ সুখের দিকে আকর্ষণ ক'রল। শোকসন্তপ্ত মনে ক'রল তার প্রিয়জন, পুরাতন দেহ পরিত্যাগ ক'রে, এই প্রকার নবীনবেশে হয়ত ফিরে আ'সবে। ভক্ত আপন অন্তরাত্মাকে ভগবৎ প্রেমে নব পরিচ্ছদে বিভুষিত ও বিরহজ্বালা নিবারণ ক'রতে অভিলাষী।

নিত্যানন্দ দেখিল দুটী বালক ঐ পথ দিয়া চলেচে। ছেলে দুটী দেখ্‌তে অতি সুন্দর। গৌরবর্ণ ও মুখশ্রী মনোহর। একটীর বয়স দশ, অপরটীর সাত বৎসর। ছেলেদের দেখে, নিত্যানন্দ মুগ্ধচিত্তে, পরিচয় নিতে, তাদের কাছে গেল। বড়টী

বল্লে তার নাম অমৃত ও ছোটর নাম অমিয়। তারা ঐ গ্রামের হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র।

নিত্যানন্দ। তোমরা হরেন্দ্র বাবুর ছেলে? দুভাইয়ে বাড়ী থেকে প্রায় আধক্রোশ এসেচ, সঙ্গে কেউ নেই, তোমরা ফিরে যেতে পারবে ত?

অমৃত। আমরা রোজ এমনি সময় এমনি ক'রে বেড়াই। ভয় কিসের? গ্রামের সবাই আমাদের চেনে।

নিত্যানন্দ। তোমরা জমিদারের ছেলে, সঙ্গে একজন দরোয়ান থাকা ভাল।

অমৃত। আমাদের কেউ শত্রু নেই।

প্রথম পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় দৃশ্য।

জমিদার বাটী।

আজকালের জমিদার ও ধনীদের মতো, হরেন্দ্র বাবু স্বগ্রাম ছেড়ে কল্‌কাতায় বাস করেন নাই। স্বগ্রাম ত্যাগের ফলে বাড়ী ঘর ভূতের বাসা হয়েচে, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতিপন্ন লোক স্থানাভাবে চলে গেচে এবং পল্লী বাসের অনুপযুক্ত হ'য়ে পড়েছে। কিসে গ্রামের ভাল হয়, হরেন্দ্রবাবুর সতত সেই চেষ্টা। পৈত্রিক ভদ্রাসন প্রায় তিন শত বিঘা। উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে গড়। দক্ষিণদিকে চওড়া, পরিস্কার

বাঁধা রাস্তা। তার ধারে লোহার রেল। রেলের মাঝখানে সুদৃশ্য ফটক। তার মাথায় একটী অপূর্ব্ব পরিমূর্ত্তি। তথা হ'তে দুশ হাত দূরে, দক্ষিণমুখো পাকা বাড়ী। রাজপ্রাসাদ বল্লেও বাড়িয়ে বলা হয় না। ফটক ও বাড়ীর মাঝে, অতি রমণীয় বাগান। তাতে নানা রকমের ফুল গাছ। নানা বিচিত্র রংয়ের ফুল ফুটে রয়েচে। বাগানের দুপাশে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, দুটা বড় বড় পুকুর। তাদের চারিদিকে চারটা করে বাঁধা ঘাট। চাতালের দুধারে সাদা পাথরের বসবার আসন। বাগানের ভিতর স্থানে স্থানে দেবদেবীর পাথরের মূর্ত্তি।

গ্রামের রাস্তাগুলি ও দুধারের নরদামা পাকা। রাস্তায় জল ও ঝাট দেওয়া হয়। কাজেই, সেগুলি নিয়ত পরিচ্ছন্ন। গ্রামের মাঝখানে একটী ছেলেদের ইংরাজী ও একটী বালিকাদের বাংলা বিদ্যালয়। ছেলে মেয়েদের খেলিবার প্রশস্ত স্থান, দুই বাড়ীতেই আছে। গ্রামের একধারে দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল। তাদের জন্য একজন ভাল বিচক্ষণ ডাক্তার, ঐ হাঁসপাতালের হাতায় পৃথক বাড়ীতে থাকেন। হাঁসপাতালে মেয়ে ও পুরুষ রোগী থাকবার পৃথক পৃথক খণ্ড। তদ্ভিন্ন সেবাশুশ্রূষাকারীদের আলাদা বাড়ী। যে সময়ের কথা বলা হচ্চে, তখন প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইংরাজী স্কুলে পড়া হতো। তাহাতে প্রায় সাড়ে তিনশ' ছেলে ও মেয়ে স্কুলে প্রায় দু'শ ছাত্রী। তাদের খেলার ও নীতিশিক্ষার সুব্যবস্থা আছে। লেখাপড়া

ছাড়া মেয়েদের সেলাই, বুনা, রান্না, পূজা ও স্তোত্রপাঠ, শিশু-পালন ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম ইত্যাদি শিখান হয়।

রামগড়, হরিরামপুর ও নিকটের গ্রামসমূহে তিন শতাধিক ঘর ভদ্র ও চারি শ ঘর চাষা, মজুর, ছুতার, কামার, কুমার, মালী ও গোয়ালা ইত্যাদি শ্রমজীবীদের বাস। এত লোকের নিত্য দরকারী জিনিস পত্র বিক্রয়ের একটা বাজার দুবেলা বসে। তাহার এবং থানা ও পোষ্ট আপিসের পাকা ঘর। সকলই এই জমিদার বাবুর নিজ ব্যয়ে করা। মিউনিসিপ্যালিটি নাই। সুতরাং টেক্সোর বালাই নাই। হরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়।

অমৃত ও অমিয় গ্রামের ইস্কুলেই পড়ে। বাড়ীতে পড়াবার জন্য মাষ্টার পণ্ডিত আছেন। লেখা পড়ায় অমৃতের খুব মন। সে শান্ত, শিষ্ট ও বিনয়ী। অমিয়ের মনোযোগ বড় কম। সে দুরন্ত। কুসংসর্গ ও কুকর্ম্ম-প্রিয়। তার ধরণ ধারণ অমৃতের ঠিক বিপরীত। অমৃতের সঙ্গীরা তারই মতো। সে দিন দিন শিক্ষিত হ'তে লাগল। অমিয় ইস্কুলের দুষ্ট ও খারাপ ছেলেদের সঙ্গে খেলা ক'রতে ভালবাসে। বাড়ীতেও উৎপাত ক'রে। এটা ভাংয়ে ওটা ফেলে দেয়। একদিন সরকারের হুঁকাটা গড়াইয়া ফেলে দিয়ে, হিঃ হিঃ ক'রে হেসে বল্‌চে যে "সরকার মশাই! তোমার হুঁকাটা পেচ্ছাব কর্‌চে।" সরকার আর কি বল্‌বে, ছেলে মানুষের ছেলেমি দেখে সবাই হাস্‌তে লাগল। একদিন গোয়াল বাড়ীতে গিয়ে, বাঁধা বাছুর খুলে

দিয়ে, গাই পিইয়ে দিল। কোন দিন বা দা দিয়ে বাগানের ভাল ফুলের গাছ কেটে ফেল্‌ল। হরেন বাবু মাষ্টার পণ্ডিতদের বলেন। তাঁদের চেষ্টার ত্রুটী নাই। তবুও ছেলের স্বভাব বদলায় না। হরেন বাবু দুঃখ ক'রে বলেন "মাষ্টার মশাই। অমিয় কেন এমন হচ্চে?" তাঁরা বল্লেন "এই বার তের বছরের বইত নয়, ক্রমে জ্ঞান হয়ে দোরস্ত হ'বে।"

হরেন্দ্র। এখন থেকে ভালর দিকে না গেলে আরও মন্দ হয়ে পড়বে। আপনারা ওর দিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ—তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

একদা বাড়ীর ভিতর হরেন বাবু ও তাঁর স্ত্রী, এক ঘরে ব'সে আছেন, ছেলে দুটীও কাছে।

অমৃত ১৬ বৎসরের ও অমিয় ১৩ বছরের।

হরেন্দ্র। অমৃত। তোমার পরীক্ষার আর দেরী কত?

অমৃত। আজ্ঞে! আর দুমাস আছে।

হরেন্দ্র। পড়া শুনা কেমন হচ্চে?

অমৃত। আজ্ঞে! ভালই।

হরেন্দ্র। পাস কর্‌তে পারবে ত?

অমৃত। আশা ত করি।
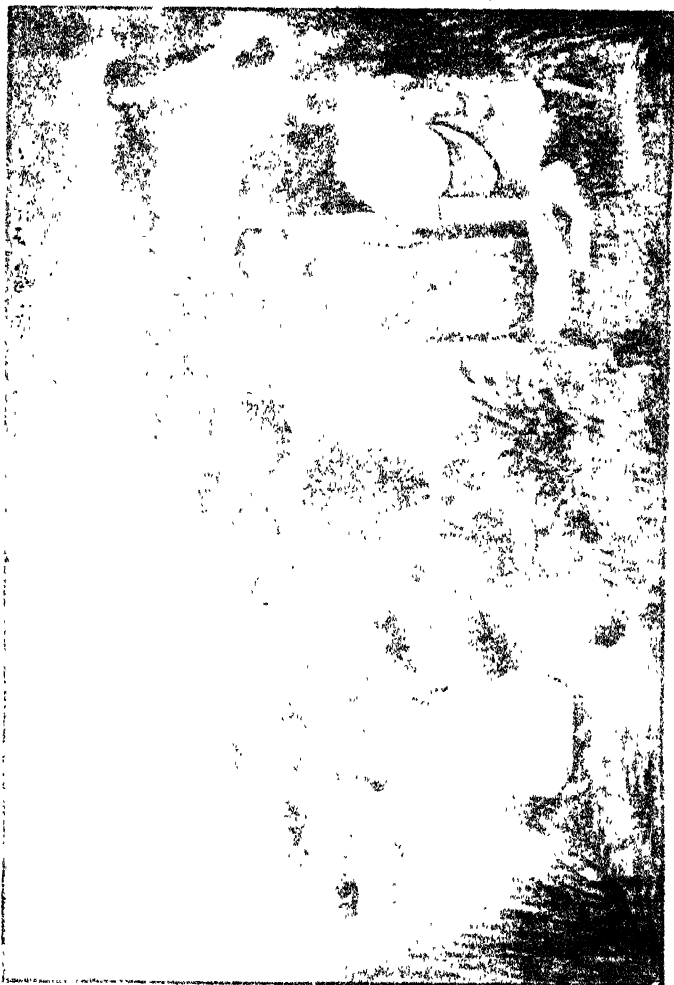
হরেন্দ্র। ভাল ক'রে পাস করতে হবে।

অমৃত। সে আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

হরেন্দ্র। অমিয়! মাষ্টার পণ্ডিত মশায়েরা বলেন, তোমার পড়া শুনায় মনোযোগ নাই। কেন বল দেখি মন দাও না ?

অমিয় মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইল। হরেন্দ্র বাবু পুনবায জিজ্ঞাসা করলেন।

অমিয়। আমি কি করব। খেলা ভাল লাগে, লেখা পড়ায় মন ব'সে না।

হরেন্দ্র বাবু স্ত্রীকে বল্লেন, দেখ্‌চ, এখন থেকেই দুছেলের দুরকম ভাব।

স্ত্রী। অমিয়! কেন বল্‌ দেখি, তুই এমন হচ্চিস্‌ ? তোর দাদা ত ভাল।

হরেন্দ্র। আজ থেকে দুবেলা তুই আমার কাছে খানিক খানিক বসিস্‌। আমি তোকে পড়াব ও বুঝাব।

স্ত্রী। তুমি একটু একটু দেখ্‌লেই বেশ হয়।

হরেন। আমার নানা কাজ, অবকাশ কম।

স্ত্রী। তা বল্লে কি হয়। ছেলেটাকে না দেখ্‌লে যে গোল্লায় গেল।

হরেন্দ্র বাবু সকালে ও সন্ধ্যায় একঘণ্টা করে অমিয়কে পড়ান, ও নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কন। বুঝিলেন সে বোকা নয়। দুষ্ট সরস্বতী তার ঘাড়ে চেপে আছে। তাই ভালর দিকে না গিয়ে, কুপথে চলেচে। বাড়ীর মাষ্টার পণ্ডিতকে ও

ইস্কুলের মাষ্টার পণ্ডিতদের তার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তে ব'লে দিলেন। তার মনটাকে স্থির কর্‌বার জন্যে একটা, ভাল ফুল গাছ কিনে তাকে দিলেন। ব'লে দিলেন যে এই গাছটা সে স্বহস্তে পুঁতিবে ও গোড়ায় জল ও সার দিবে। তদ্দারা তাহাতে পাতা গজাবে ও ফুল ফুটিবে। তার নিজের জীবনটার গঠন ঐ প্রকার তাঁহারা দেখ্‌তে অভিলাষী। সে ক'রে কি, রোজ গাছটাকে তুলিয়া, কেমন শিকড় গজাচ্চে দেখে এবং পুনরায় পুঁতিয়া দেয়। ক্রমে গাছটা ম'রে গেল। হরেন্দ্র দেখে, জিজ্ঞাসা ক'রে, কারণ শুনে অবাক্।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—প্রথম দৃশ্য।

হরেন্দ্র বাবু ইস্কুলে।

একদিন হরেন্দ্র বাবু গ্রামের ইস্কুল দেখ্‌তে গেলেন। অমিয় যে কেলাসে পড়ে সেই কেলাসে উপস্থিত। কেলাসে ৪৫ জন ছেলে। অমিয় পাঁচ জনের উপর রয়েচে। মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন ও এরকমই প্রায় থাকে, পড়া, ভাল বল্‌তে পারে না। শুনে মনে কষ্ট হলো। কি বল-বেন, কেলাস পরীক্ষা করতে প্রবৃত্ত হলেন। প্রথম ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন :—

চাঁদটা কি জান?

ছাত্র। ওটা পৃথিবীর মতো একটা বৃহৎ মণ্ডল।

হরেন্দ্র। ওতে কি আছে ?

ছাত্র। মাষ্টার মশাইদের মুখে শুনেছি, উহাতে নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, গাছ পালা আছে।

হরেন্দ্র। ওতে কোন জীব জন্তু আছে ?

ছাত্র। তা আজও ঠিক জানা যায় নাই। অনুমান যে, ভগবানের অমন একটা সৃষ্টি কি মিছা পড়ে আছে ? দেখবার ও ভোগ করবার কেহ নাই, এমন কি হতে পারে ?

হরেন্দ্র। শুধু দেখবার ও ভোগ করবার জীব জন্তু থাক্‌লে হয় না। জ্ঞানবান জীব না থাক্‌লে, তাঁকে জেনে বুঝবে কে ? তাঁর অকাতর দান পেয়ে, তাঁকে প্রেম ও সরল কৃতজ্ঞতা প্রত্যর্পণ ক'রবে কে ?

দ্বিতীয় ছাত্র। মশাই ! তবে কি যত গ্রহ নক্ষত্র দেখা যায়, সকলেতেই ঐ প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন জীব আছে ?

হরেন্দ্র। থাকাই সম্ভব। হয় ত মানুষ পৃথিবী হ'তে গিয়ে ঐ সব মণ্ডলে যায়। বোধ হয় উন্নত হ'তে উন্নততর জীব ঐ সকল লোকে যায়। কে বুঝিবে বিধির লীলা !

তৃতীয় ছাত্র। আচ্ছা মশাই ! জীব জন্তু, পাহাড় পর্ব্বত, বাড়ী ঘর চাঁদে রয়েচে, কি ক'রে ? পৃথিবীতে পড়ে যায় না কেন ?

হরেন্দ্র। (একটু মুচ্‌কি হেসে) পৃথিবীর সব যেমন ভাবে রয়েচে, চাঁদেও সেই মতো রয়েচে। আমাদের মাথার উপর

আকাশ, পায়ের নীচে মাটি। ওখানেও ঐ রকম। পৃথিবী ত গোলার মতো গোল। গ্লোবে দেখ ত ভারতবর্ষের নীচের দিকে আমেরিকা। সেখানকার সব কি পড়ে যাচ্চে ?

প্রথম ছাত্র। পড়ে না কেন ? অনুগ্রহ ক'রে বুঝিয়ে দিন।

হরেন্দ্র। চাঁদ প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ বহুদূরে আছে ব'লে উহাদের ছোট দেখায়। উহারাও কোনটা পৃথিবীর মতো বড়, কোনটা বা পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। সবগুলিই আকাশে ভ্রমণ করচে। সকলেরই চারিদিকে মাথার উপর আকাশ ও পায়ের নীচে মাটি ; পৃথিবী, ঐ গ্লোবের মতো একেবারেই গোল হয় নাই, ক্রমশঃ গোল হয়েচে। এত অল্পে অল্পে গোল হয়েচে যে গোলাকারটা আমরা বু'ঝতে পারি না। তা ছাড়া, সকল মণ্ডলের মাধ্যাকর্ষণ আছে। তাহাতে সব জিনিসকে টেনে রেখেচে, উঠে যেতে কি পড়্‌তে দেয় না। তাদের ওখান থেকেও পৃথিবীকে চাঁদের মতো ছোট দেখা যাচ্চে। বিধির সৃষ্টিই অদ্ভুত।

সব ছেলেরা বল্লে, ভাল বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

হরেন্দ্র। আরও পড়াশুনা কর। জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান যখন শিখবে তখন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

অমিয় একটা কথাও কহিল না। চুপ করে রইল। যেন কিছুই বুঝিল না।

অমৃত প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ হলো।

অমিয় ক্লাশ উঠিতেও পারিল না। অমৃত কৃষ্ণনগর কলেজে এম, এ, পর্য্যন্ত পাশ করিল, অমিয় ঠেলে ঠুলে প্রথম শ্রেণীতে গেল। এই পর্য্যন্ত—পাশ করতে পারল না। অমৃতের বাইশ ও অমিয়ের উনিশ বৎসর বয়স হয়ে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিবাহ।

অমৃত বিবাহযোগ্য হয়েচে। বাপমার বিয়ে দেওয়ার সম্পূর্ণ ইচ্ছা। মেয়ে খুঁজতে চারিদিকে ঘটক যাচ্চে। বীরভূম জেলার বড়াইগ্রামে যুগলকিশোর চক্রবর্ত্তীর বাস। ইনি একজন তালুকদার, বনিয়াদি ও জাত্যংশে হরেন্দ্রবাবুর সমতুল্য ঘর। তাঁর একটী মেয়ে ও তিন পুত্র। বড় ছেলের নাম শরৎশশী। বড় মেয়ের বয়স চৌদ্দ। দেখতে ভাল। নাম লক্ষ্মী। লেখাপড়া শিখ্‌চে। ঘটকের মুখে শুনে হরেন্দ্রবাবু স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বিবাহের প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন। যুগল সম্মতি দিলে মেয়ে দেখা হ'ল। তিনি আর অমৃতকে দেখতে চাইলেন না, সব জানা ছিল। আশীর্ব্বাদের সময় একেবারে দেখা হ'বে, ব'লে পাঠালেন। দেনাপাওনার কথা যুগলবাবু তুলিলে, হরেন্দ্রবাবু বলে পাঠালেন উভয় পক্ষের যখন ঘর, বর, কন্যা পচন্দ হয়েচে, ও সম্বন্ধে কোন কথা কহিবেন না, যাঁর যা ইচ্ছা

তাই দিবেন। ভাল দিন দেখে উভয় পক্ষে আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল। বিবাহের শুভদিন স্থির হ'লো। যুগলবাবু নিজ বাটীর আধ ক্রোশ দূরে, বরযাত্রীদের বাসা দিলেন। তাঁর জিজ্ঞাসা মতো হরেন্দ্রবাবু ব'লে পাঠালেন যে বাদ্য ভাণ্ড ও রোসনাই সহ শোভাযাত্রা তিনি পছন্দ করেন না। অপব্যয় মনে করেন। কেবল শ দুই আন্দাজ ভদ্রলোক, পুরোহিত নাপিত যাবে। বিয়ে শুভ লগ্নে হ'য়ে গেল। বর যাত্রীরা যুগলবাবুর আদর অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হ'লেন। হরেন্দ্রবাবু পরদিন প্রাতে দু দশটী বন্ধুসহ কন্যাকর্ত্তার বাড়ী উপস্থিত। গ্রামের লোক গ্রামভাটি বারওয়ারি ইত্যাদির কথা তুলিলে, হরেন্দ্রবাবু বিনীতভাবে বল্লেন, টাকার সদব্যবহার আছে। গ্রামের ইস্কুল পাঠশালায় পাঁচশ, পুস্তকাগারে দু'শ ও কাঙ্গালী বিদায়ের জন্য দু'শ টাকা দিলেন। সকলে হৃষ্টমনে চ'লে গেলেন। মধ্যাহ্ন ভোজন অন্তে, বরকনে লয়ে, হরেন্দ্রবাবু বাড়ী যাত্রা কল্লেন। পরদিন বেলা ১১টার সময় গৃহে পৌঁছিলে, গ্রামের মেয়ে পুরুষ আনন্দমনে যথাযোগ্য আদর ক'রে, বরকনে ঘরে তুলিলেন।

অমিয়ের মুখ ভার। বিয়ে দিতে না গেলে ভাল দেখায় না, তাই গিয়েছিল। বিবাহের আনন্দ উৎসবে যোগ দেয় নাই। আরও দুবছর কেটে গেল। একুশ বৎসর বয়সে তার স্বভাব-চরিত্র মন্দ হ'তে মন্দের দিকে যেতে লাগ্‌ল। মা বাপ দেখে-শুনে মর্ম্মাহত। অনেক যুক্তি পরামর্শ ক'রে, ছেলের বিয়ে দেওয়াই স্থির হলো। ভাবলেন বিয়ে দিলে স্বভাব পরিবর্ত্তন

হ'তে পারে। স্ত্রী বল্লেন ঠিকুজিকোষ্ঠি দেখে, একটী সুলক্ষণা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে হ'বে। স্ত্রীর বরাতে অমিয়ের স্বভাব ভাল হ'বে। হরেন্দ্রবাবু বল্লেন তা দেখা যাবে। কিন্তু সুন্দরী কনে চাই। কনে খুঁজতে ঘটক ঘটকী নিযুক্ত কল্লেন। বড় লোকের ছেলে, দেখ্‌তেও বেশ। কনের অভাব কি! অনেক সম্বন্ধ আস্‌তে আরম্ভ হলো। মনোমত একটাও হয় না। মেয়ে ভাল হয় ত, ঘর ভাল নয়, বংশ ভাল হয় ত, ধনবান হয় না। তাও যদি হয়, ঠিকুজিকোষ্ঠির ফল ভাল নহে। অবশেষে হরিহরপুরের নিত্যানন্দের মেয়ের কথা উপস্থিত। মেয়েটী রূপে গুণে খুব ভাল। তের পূর্ণ হ'য়ে চৌদ্দয় পড়েচে। নাম প্রতিমা। পাল্‌টি ঘরও বটে। কিন্তু সামান্য গৃহস্থ মাত্র। এখন ঠিকুজ্জি-কোষ্ঠির ফলাফল ভাল হ'লেই হয়। প্রস্তাব করা মাত্র নিত্যা-নন্দ অমত কল্লেন না। নিকটেই তার বাস। ছেলের কথা কিছু জান্‌তে বাকী নাই। তথাপি মত দিলেন, হরেন্দ্রবাবু অতি সরল। মন অতি পবিত্র। ছেলের স্বভাব চরিত্রের বিষয় জানেন কি না জিজ্ঞাসা করায়, নিত্যানন্দ বল্লেন, "এখন বয়স কাঁচা, বুদ্ধিও কাঁচা, বড় মানুষের ঘরে অমন হয়, আরও একটু বয়স হ'লে শুধ্‌রে যাবে।" হরেন্দ্রবাবু মেয়ের ঠিকুজিকোষ্ঠি চেয়ে পাঠালেন। তা পে'য়ে, খ্যাতনামা বড় বড় জ্যোতিষী দুই তিনজন আনালেন। তাঁরা ঠাকুর দালানে, বিবিধ উপকরণে পূজা ও চণ্ডী-পাঠ করতে বোসে গণনা আরম্ভ কল্লেন। পূজা শেষ হলো, গণনাও হ'য়ে গেল। তাঁরা গণনা ক'রে দেখলেন যে মেয়েটী বড়

ভাগ্যবতী, বড় সুখী হ'বে। স্ত্রী শুনিয়া বড় খুসি হ'লেন। স্বামীর কথামতো ছেলের মন বুঝ্‌তে গেলেন। সে মায়ের কথার কোনও উত্তর দিল না। বার বার জিজ্ঞাসাতেও হাঁ না কিছুই বলিল না। ওঁরা সম্মতির লক্ষণ বুঝে, উভয়পক্ষে কন্যা পাত্রকে আশীর্ব্বাদ কল্লেন ও শুভদিন শুভলগ্ন স্থির হ'ল। তখনকার কালে, বিশেষ পাড়াগাঁয়ে, বিবাহের সভায়, বর বসিলেই, গ্রামের ছেলেরা বরকে ঘিরে ব'সে, লেখা পড়ার পরীক্ষা করত। একজন জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম কি ?" আর এক জন বল্লে "তুমি কোন্ ইস্কুলে পড় ?"

বর। কালেজ আউট (out)।

তৃতীয়। কি পড়ন্তে ?

বর। প্রাণকৃষ্ণ যা পড়ত।

সকল ছেলে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—তৃতীয় দৃশ্য।

বলিদান।

হরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে দুর্গোৎসব হয়। একে জমিদার, তায় শাক্তবংশে জন্ম। বলিদানের খুব ধুম ! ছাগ, মেষ ও মহিষের অভাব নাই। জমিদারী হতে, নায়েব গোমস্তারা সমস্ত বৎসর ধরে যোগাড় ক'রে রাখে। সপ্তমী পূজায় একটা, মহাষ্টমীতে

দুটা, সন্ধিপূজায় একটা ও নবমীর দিন বিস্তর বলি হয়। আহা! পাঁটা, ভেড়া ও মোষ বেচারিদের দুঃখ কষ্ট কে ভাবে বা সহানুভূতি দেখায়! নবমীর দিন অবোলা জীবগুলিকে স্নান করাইয়া উৎসর্গের পর, বলিদানের স্থানে বাঁধা হয়। এক একটাকে ধর্‌চে ও কাট্‌চে। বেচারীদের ভ্যা ভ্যা চীৎকাররূপ কান্না শুনে কে? ঢাক ঢোলের এবং "জয় মা" শব্দে সব চাপা পড়ে যায়। রক্তগঙ্গা ও সকলের রক্তাক্ত দেহে নৃত্য। যেন সব নররাক্ষস। এবার সন্ধিপূজায় এক অভিনব ঘটনা ঘট্‌ল। পূজা আরম্ভ হয়েচে। মিশ কালো নির্দ্দিষ্ট ছাগলটাকে বাইরে আনবার হুকুম হলো। ছাগলটাকে পাওয়া যায় না। কোথা গেল। "খোঁজ খোঁজ" রব। বলিদানের ক্ষণ নিকটবর্ত্তী। পাঁটা পাওয়া যায় না। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখা গেল, বাবুর বৈঠকখানায় একখানা কোচের নীচে গুটিমেরে শুয়ে রয়েচে। সকলে আশ্চর্য্য। একি ব্যাপার? কেহ বল্লে "বাবুর আশ্রয় নিয়েচে, ওকে কাটা হবে না!" আর একজন বলিল "হ্যাঁ, রেখে দাও। মায়ের নামে আনা হয়েচে, ঐটাকেই বলি দিতে হবে।" অমৃত বাপের পা জড়াইয়া ধ'রে বল্লে "বাবা! এ ছাগলটাকে ত নয়ই, কোন ছাগ বলি দিবেন না।" গ্রামের একজন প্রবীন ব্রাহ্মণ বল্লেন "অমৃত মাছ মাংস খায় না, তাই ওর জীবে এত দয়া। ঐ ছেলে মানুষের কথা শুনে কি কৌলিক আচার বন্ধ করতে আছে?" গুরু পুরোহিতেরা বল্লেন "অমৃত নেহাৎ ছেলে মানুষটি নয়, ত্রিশ বৎসর বয়স হয়েচে। তার লেখাপড়ায়

পণ্ডিত। ওঁর কথা অগ্রাহ্য করবার নহে। আমরা বুঝ্‌চি মায়ের এ বাড়ীতে বলি গ্রহণ কর্‌তে ইচ্ছা নয়। সেজন্য এপ্রকারে বলে দিচ্চেন।" এদিকে সন্ধির ক্ষণ বয়ে যায়। কাজেই একটা বাতাবি নেবু বলি দিয়া পূজা শেষ করা হলো। নবমীতে এবং চিরদিনের তরে হরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে জীব-বলি বন্ধ হয়ে গেল। সেইসঙ্গে নবমীতে বলিদানের পর কাঁদা মাটি বলে যে কুৎসিত কুরুচিপূর্ণ বীভৎস ব্যাপার—তাও চলে গেল। অশ্লীল গানসহ গ্রাম ভ্রমণের সময় রমণীগণেরও উপস্থিতি স্মরণ থাকে না। অমিয়ের মহা মনকষ্ট। তার পান দোষ জুটিয়াছে। একটা 'ম'কারের সঙ্গে আর একটা 'ম'কার পাইল না এই দুঃখ। গ্রামের কতক লোক প্রশংসা কতক লোক নিন্দা করতে লাগল। হরেন্দ্রবাবুকে সুখ্যাতি ও গ্লানি অগ্রাহ্য করতে অমৃত অনুরোধ কল্লেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—প্রথম দৃশ্য।

ভূতনাথ।

নিত্যানন্দের কয়েকটী ছেলে মেয়ে। বড় ছেলের নাম ভূতনাথ। প্রতিমার চেয়ে চার বছরের বড়। ছেলে বেলা থেকেই বড় দুরন্ত ও অনাবিষ্ট। ছ'বছর বয়সে যা খেতে দেওয়া হ'ত ছুঁড়িয়া ফেলে দিত। "এ দাও, ও দাও" ব'লে বায়না

ক'রত। তার মা ত জ্বালাতন। তার মুখে ভাত তুলে দিলে বের ক'রে ফেলে দেয়। এক দিন, গালে ভাত দিয়ে মা দুম্ দুম্ ক'রে দু তিনটা কীল বসিয়ে দিল। "কি কর কি কর" ব'লে নিত্যানন্দ রাগ ক'রলে, স্ত্রী বল্লে "কীলের টাক্‌না না হ'লে ও ভাত গেলে না।" নিত্যানন্দ সরে গেলেন। ভুতো লেখা পড়ায় আদবে মন দেয় না। কেবল গাছে গাছে থাকে। আজ ঘোষেদের কুল, কাল চাটুর্য্যেদের আম, পরশু পালেদের পেয়ারা গাছে উঠে কতক খায় কতক বা ফেলে দেয়। পাড়ার লোক নিত্যানন্দের নিকট নালিশ করে। তিনি শাসন করেন, কিন্তু এঁটে উঠ্‌তে পারেন না। শেষে একদিন বল্লেন "তোমাদের যা ইচ্ছে শাস্তি দিতে পার।" তারা হুকুম পেয়ে, উত্তম মধ্যম প্রহার দেয়। কিছুতেই কিছু হয় না।

ভূতনাথের মা বড় শুচীবাইগ্রস্ত। খড়্‌কে খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলা ত ফাঁক হ'য়ে গেচে। তার উপর হাত পায়ের নখ খড়কে দিয়ে পরিষ্কার ক'রে ক'রে, নখগুলি আধা সার হয়েচে। জল ঘেঁটে ঘেঁটে হাতে পায়ে এমন হাজা যে, ঘা হয়ে গেছে। ছেলেকে সদাই শাসন হয় "এই গু মারিয়েচিস্, নেয়ে আয়। এই আঁস্তাকুড়ে গিয়েছিলি, পা ধুয়ে আয়" কখন বা "হাঁড়িনীকে ছুঁলি, কাপড় কেচে আয়।" এই প্রকারে সে ব্যতিব্যস্ত। কেহ খেয়ে উঠে গেলে, বিড়াল থালার উপর উঠেচে দেখে "দূর দূর" করে, হুকুম হলো "গোবর ছড়া দে, বেড়ালের পা ধুইয়ে

দে।” সে তাই করে। এক দিন রেগেমেগে বল্লে “মা! ভাতের উপর মাছি বসে, সেই মাছি বিছানায় ও মশারিতে বসেচে, তাতে গোবর ছড়া দেবো?” মা বল্লে “পোড়ার মুকো ছেলে, ওতে কি বিছানা সগ্‌ড়ি হয়!” সকলে বলে মায়ের দোষে ভুতো খারাপ হয়ে গেল। মূর্খ হ'লে যা হয় তাই হ'লো। নিত্যানন্দের শোবার ঘর দুখানা মাত্র। এক খানায় ভূতো শোয়। ভারি ছারপোকা। চাল ও তক্তপোষ থেকে ছারপোকা বাহির হ'য়ে, সর্ব্বাঙ্গ ছেঁকে ধরে, ঘুমাতে পারে না। চৈত্র মাসে দুপুর বেলা সেই ঘরে আগুন লেগেচে। গ্রামের লোক হাঁড়ী, কলসী, মালসা, যে যা পেয়েচে নিয়ে, আগুন নিবাতে এসেচে, দেখে ভুতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়া নাচ্‌চেও হি হি ক'রে হাস্‌চে। সকলে তিরস্কার করায় বল্লে “বড় ছারপোকা হয়েছিল, সব পুড়ে গেল, তাই আহ্লাদ।”

প্রতিমার বিয়ের পর হ'তেই ভূতো ক্রমে অবাধ্য ও দুর্ব্বৃত্ত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অমিয়ের সঙ্গে জুটে একেবারে অধঃপাতে গেল। তখন তার আঠার বৎসর বয়স। তখন থেকেই নেশাখোর হ'য়ে পড়েচে। অমিয়ের সঙ্গে খুব ভাব এবং সতত আসা যাওয়া চলেচে। একা অমিয় একশ, তাতে ভূতনাথ জুটেছে, আর রক্ষা নাই। পানাসক্ত ও ইন্দ্রিয় সেবায় সতত মত্ত। দুজনে বাড়ী থেকে চলে গিয়ে, তিন চারদিন কোথায় ডুব মারে যে, সন্ধান পাওয়া যায় না।

প্রতিমা পায়ে ধরে কাঁদে ও বলে "আমার কি দোষ ?" কে কার কথা শুনে।

ভুতোর জ্বর হ'ল। দুতিন দিন পরে কবিরাজ আসিলেন। তিনি বৈষ্ণব-মন্ত্রের উপাসক। নাড়ী পরীক্ষা ক'রে বল্লেন "নবজ্বর, রসের পরিপাক হ'লেই জ্বর ত্যাগ হবে। কৌটা থেকে ওষুদের বড়ী দিয়ে বল্লেন "তেফড়িঙ্গে পাতার রস দিয়ে সকালে একবড়ি খাবে" ও আর একরকম বড়ী বৈকালের জন্য দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভূতনাথের মনে হ'ল, বৈষ্ণব ব'লে কবিরাজ বিল্বপত্র বল্লে না। তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে বল্লে "কবিরাজমশাই! বেলপাতা না পেলে, কুকুরমূতোর পাতার রস দিয়ে খেলে হ'বে না ?" কুকুরে তুলসী গাছ দেখলেই তাতে প্রস্রাব ক'রে। সেই জন্য কৌতুক ক'রে লোকে তাহাকে কুকুরমুতোর গাছ বলে। কবিরাজ রাগ ক'রে "দূর বেল্লিক" বলে চলে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমৃত ও অমিয়।

উভয় ভ্রাতার সম্মুখে নানা প্রলোভন উপস্থিত হ'তে লাগ্‌ল। উভয়ের মনে ষড় রিপুর সংগ্রাম চলেচে। তার মধ্যে একটা এই। কৃষ্ণনগরে একাকী থাকা কালে,

অমৃতের বাসার নিকট এক পতিতা যুবতী থাক্‌ত। সে পরমাসুন্দরী। নিজের ঘরের জানেলা থেকে অমৃতকে দেখতে পেত। অনেক প্রকার হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী ইঙ্গিত ক'রত। অমৃতের দৃষ্টি দৈবাৎ তার দিকে পড়্‌লে, তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরাইয়া লইত। সুবিধা না বুঝে, নিরাশ মনে, রমণী একদা তা'র ঝির হাত দিয়া একটা চিঠি অমৃতকে পাঠায়। উত্তরে অমৃত লিখিল "পিশাচী, আমার ত্রিসীমানায় আসিও না।" মিল্‌টনে পড়েছিল, সয়তান (Satan) যিশুকে প্রলুব্ধ করিলে, তিনি বলেছিলেন "Get thee behind me" সেই কথা মনে পড়ায় কলম দিয়া ঐ রকম বাহির হ'য়ে গেল এবং তৎদণ্ডে সে বাসা ছেড়ে দিয়ে, একটী ভাল পল্লীতে উ'ঠে গেল।

অমিয় ইস্কুল ছেড়েচে, কুসংসর্গ ছাড়ে নাই। জীবন-পথে চ'লতে চ'লতে বিভীষিকা দেখলেই যুদ্ধে পরাজয় হয় ও ডুবে যায়।

হরেন্দ্র একদিন ক্ষোভে স্ত্রীকে বল্লেন "জ্যোতিষীদের এত গণনার ফল কি এই !!" স্ত্রী বল্লেন "সবই আমাদের কপালের দোষ।" হরেন বাবু বল্লেন "ও কথার কোনও অর্থ নাই। আমাদের অদৃষ্টগুণে, প্রতিমার কপালের লেখাগুলা মুচে গেল !" দেখেশুনে হরেন বাবু ও তাঁর পত্নী মনস্তাপে দিন দিন রোগা হ'য়ে যেতে লাগলেন। হরেন্দ্রবাবুকে ক্রমে রোগে ধরিল। মানুষের মতো মানুষ, এত মনঃকষ্ট সহ্য হ'বে কেন ? শয্যাগত

হলেন। অমৃত সেবাশুশ্রূষা করেন ও কত রকম ক'রে বুঝান। অমিয় বাপের ত্রিসীমানায় যায় না, খোঁজ খবর লয় না, দেখা-শুনা করা ত দূরের কথা। অবশেষে মৃত্যুর কোলে গিয়ে সকল দুঃখের অবসান হ'ল।

একটা মস্ত বাঁধ ভেঙ্গে গেল। অমিয় এখন স্বাধীন। পিতার সম্পত্তির অর্দ্ধেকের অধিকারী। তাকে আর পায় কে? শ্বশুর মুরুব্বি হয়ে দাঁড়াল। তার পরামর্শে অমিয় বিষয়, বাড়ীঘর, ভাগ বাটওয়ারা ক'রে নিবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌ল। সময় কারো কথা না মেনে, কুটিল গতিতে চলেচে। তখন তার পঁচিশ বৎসর মাত্র বয়স। অমৃতের নিকট ভাগের কথা পৌছিবা মাত্র, গ্রামের পাঁচ জন প্রবীন ভদ্রলোকের মধ্যস্থতায়, সমুদায় বিষয় চুলচিরে দুভাগ কর্‌লেন। অমিয়ের যে ভাগ ইচ্ছা পচন্দ ক'রে নিতে বলায়, সে যে অংশ নিতে সম্মত হলো, তার উপর নিজ অংশ হইতে আরও কিছু দিয়া, ভাইকে সন্তুষ্ট কর্‌লেন। বসত বাড়ী দুখণ্ড হ'ল, মধ্যে প্রাচীর উঠিল। দুস ংস হ'লে, মা অমৃতের সংসারে রইলেন। এখন খুব সুবিধা, অন্যত্র যাবার আর দরকার হ'ল না। গ্রামের ভিতর এক বাগান বাড়ীতে, এক রক্ষিতাকে নিয়ে, অমিয় ও ভূতো ডুবে গেল। অমিয় বাড়ীতে প্রায়ই আসে না। এক দিন দৈবি এসেচে। সন্ধ্যার পর প্রতিমা স্বামীর পা জড়াইয়া, চক্ষের জলে তাহা ভিজায়ে, কাতর বচনে বলিল "আমার কি অপরাধ, আমায় ত্যাগ

কল্লেন কেন? আজ এ পা ছাড়্‌ব না, আজ যেতে দেব না।” পাষাণহৃদয় নরাধম, জোর ক’রে পা ছাড়্‌য়ে, বেগে ঘর থেকে বেরয়ে গেল। সমস্ত রাত ফুলে ফুলে কেঁদে প্রতিমার চোখ মুখ ফুলে গেল। সোণার অঙ্গে কে যেন কালী মাখয়ে দিয়েচে। একথা মায়ের কাণে যেতে, তিনি আর বরদাস্ত করতে পার্‌লেন না। খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করে বিছানা নিলেন। অমৃত ও বড় বৌ কত বুঝান, কিছুতেই মন প্রবোধ মানে না। প্রতিমাও প্রায় শ্বাশুড়ীর কাছে এসে বলে “মা! আপনি আমার জন্য কেন এমন কর্‌চেন? আমি সব সইচি, আপনিও সহ্য করুন।” ক্রমে তাঁর শরীর দুর্ব্বল হ’তে লাগ্‌ল এবং দুমাসের মধ্যেই তিনি স্বামীর সঙ্গ লইলেন।

অমৃতের ও লক্ষ্মীর মন দুঃখের সীমা রইল না। ভাইয়ের অধঃপতন দেখে, বাপ মা অল্প দিনের মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ কর্‌লেন। যেখানে গিয়েচেন, তথা হ’তে কেহ ফিরে না, বা তাঁদের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। কি করেন, উপায় নাই। সময়ে সব দুঃখ শোক কমে যায়। তার উপর অমৃতের কাজ বিস্তর। ইস্কুল, চিকিৎসালয়, গ্রামের রাস্তা ঘাট, হাট বাজার নিয়ে সতত ব্যস্ত। স্নান আহারেরও অবকাশ অতি কম। শোকতাপ ভুলে থাকবার বেশ উপায়। ক্রমে চিত্ত শান্ত হ’তে লাগ্‌ল। পরোপকার জীবনের ব্রত, সুতরাং সময় কাটাবার খুবই সুযোগ। লক্ষ্মী একটী মেয়ে ও একটী

ছেলে এবং সংসার নিয়ে একরকমে সব ভুলে থাকতে পারলেন। কিন্তু প্রতিমার জন্য প্রাণ নিয়ত কাঁদে ও দেবরের দুর্দ্দশা দেখে বুক ফাটে। অমৃত নিকটবর্ত্তী গ্রামে ভ্রমণ করেন ও দেখে শুনে বেড়ান। কার কি অভাব অনুসন্ধান করেন ও গোপনে সাধ্যমত মোচন করিবার চেষ্টা করেন।

ভগবানের খেলা বুঝা ভার। ভূতো আর হাসে না, ভাল ক'রে খায় না। অমিয়ের কাছে বড় একটা যায় না। অমিয় ডেকে পাঠালেও যায় না। যদিচ একবার যায়, তার কথা মতো কাজ ক'রে না। কেহ ব'লে "ছোঁড়ার কি রকম হয়েচে।" কেহ ব'লে "কুকর্ম্ম ক'রে ক'রে মনস্তাপ হয়েচে, মানুষের মন চিরদিন সমান যায় না, হয়ত আবার শোধরাবে।" কেহ বলিল "নেশা ক'রে ও ওরকম হ'য়ে গেছে।" সবই সম্ভব। তারপর আর দেখা পাওয়া যায় না। অমিয় প্রাণের বন্ধুর জন্য ভেবে অস্থির। চারিদিকে লোক পাঠায়, খোঁজ খবর নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—তৃতীয় দৃশ্য।

অমৃতের মহত্ত্ব।

একদা গ্রাম থেকে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে, পথ দিয়ে চলেচেন। দে'খ্‌তে পেলেন মাদুরে জড়ান, একটা বাঁশে বাঁধা, মড়া পথের ধারে গাছে ঠেস দেওয়া রয়েচে ও একটি লোক, দীন বেশে সেই খানে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে রয়েচে।

অমৃত। তোমার সঙ্গে আর কেউ নেই ?

লোক। আজ্ঞে ! একজন ছিল, আস্‌তে, আস্‌তে তার ব্যাম হ'ল ও বাড়ী ফিরে যেতে বাধ্য হ'ল।

অমৃত। তুমি একা কি ক'রে নিয়ে যাবে ?

লোক। আজ্ঞে ! তাই মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়েচি। ভাব্‌চি কি উপায় হ'বে।

অমৃত। শ্মশান এখান থেকে কত দূর ?

লোক। আজ্ঞে ! একক্রোশ হ'বে।

অমৃত আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন না। কি জাতি, কি রোগে মারা গিয়াছে, জানলেন না। কেবল বল্লেন "চল আমি যাচ্চি।" চাষা বেচারা, অমৃতের মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক হ'য়ে রইল ও যেন আকাশের চাঁদ হাতে পে'ল। বাঁশের এক-ধারে অমৃত কাঁধ দিলেন, অপর দিকে চাষা কাঁধ দিল। শ্মশানে পৌঁছে শুন্‌লেন, যে টাকা পয়সা তার সঙ্গে আছে, তাতে কুলাবে না। নিজ ব্যয়ে সৎকার ক'রে বাড়ী এসে বাগানের পুকুরে স্নান ক'রে, বাড়ীর ভিতর কাপড় ছাড়্‌তে গেলেন। লক্ষ্মী বিলম্ব দেখে ভাব্‌চিলেন। সব কথা শুনে, দেবতা জ্ঞানে, স্বামীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম কর্‌লেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে।

আর এক দিন বৈশাখের শেষ সপ্তাহে, বৈকালে বেড়াতে বেড়াতে নিজ বাড়ী থেকে এক ক্রোশ দূরে গিয়ে পড়লেন। যেতে যেতে লক্ষ্য কর্‌লেন, কোন শত্রুকে আক্রমণ করবার

পূর্ব্বে, সেনাপতির আদেশে রাজ্যের নানা দুর্গ হ'তে সৈন্য সকল যেরূপ একস্থানে সমবেত হয়, সেই প্রকার খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ আকাশের তিন দিক হ'তে উত্তর-পশ্চিম কোণে জমা হচ্চে। সেই কোণে নবজলধর দেখা দিল। কাদম্বিনীকোলে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগ্‌ল। দূরে অম্বরে গম্ভীর মেঘনিনাদ শুনা যেতে লাগ্‌ল। যেন একসঙ্গে কতকগুলি বন্দুকের আওয়াজ ও আগুন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রতিমার চালের মতো মেঘাকারে বিস্তর সৈন্য সামন্ত একত্রিত। সেনাপতির ভেরীর ইঙ্গিতে, যেমন তারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হ'য়ে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি সেই জলধরের স্তর ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল। পদাতিক, অশ্বারোহী সেনাদের দ্রুত গতিতে, ধূলারাশি ও কামানের ধূম যেমন গগন আচ্ছন্ন করে, সেইরূপে প্রবল ঝটিকার সহিত ধূলিরাশি চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করিল এবং বড় বড় কামানের ধ্বনির ন্যায় অশনিপাত কড়্ কড়্ কড়াশ্ শব্দে, মাঠ ঘাটের মানুষদের চোখ ঝলসিয়া দিতে লাগ্‌ল। মাঠ পথ ছেড়ে কতক লোক গ্রামের দিকে ছুটিল, দুচার জন কি করবে ভেবে না পেয়ে, নিকটবর্ত্তী বড় গাছের তলায় আশ্রয় লইল। যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়া, উট, গরু, সেনা হত আহত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে গাছ ও গরিবের ঘর চাপা পড়ে গরু, ছাগল ও মানুষ চাপা পড়িল। বজ্রপাতে কোন গৃহ, কোন নারিকেল বৃক্ষ দগ্ধ হতেছে। নিকটবর্ত্তী একটা গাছের

তলায় অমৃত দেখলেন দুটী মানুষ শু'য়ে পড়ে রয়েচে। তাড়াতাড়ি সে দিকে গেলেন ও মাঠের দুচার জন চাষাকে নিয়ে তাদের সেবায় ছুটিলেন। দুই জন বজ্রাহতই অজ্ঞান অবস্থায়। তাড়িতের শক্তি অতি সহজে ও শীঘ্র পৃথিবী আকর্ষণ করে। সেই কারণে ডাক্তারেরা বজ্রাহতকে গর্ত্ত খুঁড়ে, তা'র গলা পর্য্যন্ত মাটি চাপা দেন ও আহতের শরীর থেকে তাড়িৎ শক্তি পৃথিবীতে গিয়ে, তাহাকে সুস্থ করে। তাই কোদাল নিয়ে অমৃত ও তিন চারিজন কৃষক ফাঁকা জায়গায় একটা গর্ত্ত খুঁড়ে, ঐ দুজনকে ধরাধরি করে গর্ত্তে বসাইয়া গলা পর্য্যন্ত মাটি চাপা দিলেন। এদিকে মুষল ধারে বৃষ্টি এসেচে। একঘণ্টা পরে একজন আহত ব্যক্তির—যার দেহে কোন চিহ্ন হয় নাই—চোখের পাতা নড়িল। তার প্রাণ আছে বুঝা গেল। ক্রমে তার সংজ্ঞা হলো। অপর লোকটির গায়েফোস্কা পড়েছে, তা'র চেতনা কিছুতেই হ'ল না। জীবিতকে মাটির ভিতর থেকে উঠিয়ে মাঠে শুয়ান হলো। ঝড় বৃষ্টি থামিলে তাহাকে বাঁশের মাচায় করে তা'র ঘরে পাঠান হ'ল। অপরটার আত্মীয় স্বজন এসে তাকেও বাড়ী নিয়ে গেল। সে বাঁচিল না। তা'র মৃত্যু ঘটিল। বিস্তর লোক জমা হলো। অমৃত বাবু সকলকে বলিলেন, "ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় গাছ-তলায় আশ্রয় লওয়ার ফল এই। মাঠে ফাঁকা স্থানে থাকা ভাল। মাটিতে শুয়ে পড়ে থাকা সব চেয়ে নিরাপদ।" এ ক্ষেত্রে কে সেনাপতি পাঠক বুঝিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—প্রথম দৃশ্য।

নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দ গরিব ব্রাহ্মণ। নেশার বশীভূত। বেশী পয়সা খরচ ক'রে নেশা ভাং খায় এমন অবস্থা নয়। গাঁজা বড় সস্তার নেশা। কিন্তু তাতে লক্ষ্মী ছাড়ে ও মানুষ পাগল হতে পারে শুনা ছিল, এই ভয়ে আফিং খায়। একটু একটু খেতে খেতে মাত্রা বেড়ে যায়। এখন সে অমিয়ের ম্যানেজার হয়েচে। অমিয় কিছুই দেখে না, শ্বশুর সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে দাঁড়া-য়েচে। সুতরাং পয়সার অভাব নাই; আফিংয়ের মাত্রাও দিন দিন বেড়ে গেল। বিষয় কর্ম্ম দেখা শুনা ক'রবে কি—সদাই চোখ বুজে ঢোলে ও অনবরত তামাক খায়। দণ্ডে দণ্ডে চাকরকে ডাক পড়্চে "ওরে রামা, শীগ্গির তামাক দে।" গড়-গড়ার নল মুখে দিয়ে, আধ ঘুমন্ত আছেই। কেবল মওতাতের পূর্ব্বে নেশা থাকে না। জামাতার খরচ যোগাতে গিয়ে, একটা একটা ক'রে তালুক বন্ধক প'ড়্তে লাগ্ল। কোনটার কালেক্টারির খাজানা দেওয়া হয় নাই, নিলামে উঠেচে। দেওয়ানি ডিক্রী হ'য়ে আর একটার নিলামী এস্তাহার জারি হয়েচে। মফস্বলের নায়েব গমস্তার উপর তাগিদ যায়। শেষে টাকা আসিল। নিলামের দিনে খাজানা দাখিল করলেই নিলাম বন্ধ হ'বে। কাল সেই দিন। আজ রাত্রে চাকর চাকরাণী ও রসুই ব্রহ্মণকে ডেকে, খুব কড়া হুকুম হলো "কাল ৯ টার সময় আহার যেন প্রস্তুত হয়।" ভোরে রাম

ডাক্‌তে ডাক্‌তে বিছানাথেকে উঠ্‌ল। উঠিয়াই "ওরে রামা শীগ্গির তামাক দে" এই বুলি। তামাক খাওয়া আর শেষ হয় না। যদি বা হ'ল "ওরে কল্‌কে শীগ্গির বদ্‌লে দে—শীগ্গির দে।" সেটা তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে পায়খানায়। আফিংখোরের পায়-খানা কি শীঘ্র হয়! কোন রকমে সেরে নিয়ে, হাত মুখ ধু'য়ে, আফিং খাওয়া হ'ল। তারপর তেল তামাক ও স্নান হ'ল। ঠাকুর ভাত বেড়ে আনিল। ভাতগুলা শক্ত, ভাল সিদ্ধ হয় নাই। তাকে ডেকে তাম্বি "ঠাকুর সে দিন ভাত পাঁক, আজ আবার চাল্। তুমি জ্বালাতন করেচ্।" ঠাকুর জোড় হাত ক'রে "আজ্ঞে! কোন দিন শক্ত, কোন দিন পাঁক, এই হরে দরে সমান ক'রে নিতে হবে।" কি করে, তাড়াতাড়ি তাই গিলে আচান হ'লে। "ওরে রামা, শীগ্গির পান তামাক দে।" পান তামাক খাওয়া হ'লে যাত্রা করতে বসিল। (রামা মনে মনে) "কেবল আমাকে তাগাদা! কথায় বলে ১৮ মাসে বছর, এর চত্রিশ মাসে বছর, সেটা মনে হয় না।" ঘরের দ্বারে একটী ব্রাহ্মণ-কুমারী পুর্ণ ঘট কাঁখে ও একজন সধবা একটা মাছ হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে। ঘর থেকে চৌকাট পার হ'তেই হাঁচি পড়্‌ল। আর যাওয়া হলো না। পুনরায় ঘরে ঢুক্‌ল। তারপর বাড়ীর সম্মুখে পাল্কীতে উঠ্‌ল। দু চার পা যেতে না যেতে সম্মুখ দিয়ে একটা দাঁড়া সাপ চলে গেল। এই অযাত্রা দেখে আর যাওয়া হ'ল না। ওদিকে মহালটা নিলাম হ'য়ে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় দৃশ্য।

নিত্যানন্দের বিষয় রক্ষার ব্যবস্থা।

অমিয়ের বিষয় একে একে সব ত যেতে ব'সেচে। কতক বাঁধা পড়েচে ও কতক নিলাম হয়ে গিয়েচে। তার খরচ চলা ভার। শ্বশুরের বিষয়-বুদ্ধি খুব। পাওনাদারদের হাঁটা হাঁটি ক'রে ক'রে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গেল। টাল মাটাল ক'রে কত দিন থামিয়ে রাখা যায়? কেহ রাগ ক'রে নিলামের ভয় দেখিয়ে চলে যায়। একজন একটা নালিশ রুজু ক'রে দিল। এটার সুদে আসলে এক লক্ষ টাকা দাবি। আর এক জন চল্লিশ হাজার টাকা পাবে। এই মহাজন জাতিতে তেলী। বড় কিছু কড়া কথা বল্‌তে সাহস করে না। নিত্যানন্দের নিকট কেবল হাঁটা হাঁটি করে। তা'র সঙ্গে দেখাই হয় না। এ কর্জ্জটা ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখাপড়া হ'য়ে রেজেষ্ট্রি হয় নাই। চোটা সুদে, শতকরা মাসিক দশ টাকা হারে সুদ দিবার করারে, নিত্যানন্দ হাত চিটায় অমিয়ের বকলমে দস্তখত ক'রে হাওলাৎ নিয়েছিল। একটা মালের খাজানার টাকার জোগাড় হ'য়ে উঠে নাই। দায়েঠেকে চার হাজার টাকা ধার ক'রতে হয়। টাকা পরিশোধ করবার বা সুদ দিবার নামগন্ধও নাই। কেবল তমাদি রক্ষা জন্য, কড়া তাগাদার চোটে, তিন বছরের মাথায় হাত চিটা বদলান হয়। এমনি ক'রে, চার হাজার টাকার ঋণ, চল্লিশ হাজার

হ’য়েচে। কোন বিষয় বন্ধক নাই, দলিলের জোর কম। তেলী বেচারি ক্রমে মাথায় হাত দিয়ে বোসে প’ড়ল। এক দিন নিত্যানন্দ বেলা নয়টায় প্রাতঃক্রিয়া সেরে, আফিংয়ের মওতাত চড়য়ে, তাকিয়া ঠেসান দিয়ে তামাক টানচে। মেজাজটা বেয়াড়া নাই। এমন সময় তেলী আসিয়া দাঁড়াল ও গলায় কাপড় দিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। তাকে আদর ক’রে ব’সতে ব’লে ঃ–

নিত্যানন্দ। এসেচ, ভালই হ’য়েচ। তোমার টাকার জোগাড় হয়েচে।

তেলী। আজ্ঞে! টাকাটা কবে পাব?

নিত্যানন্দ। দেখ্ বেটা, সুদ ছেড়ে দিতে হ’বে। বার্ষিক শত করা নয় টাকা হারে পাবি।

তেলী। আজ্ঞে! আজ্ঞে!

নিত্যানন্দ। বাপু আর কি ক’রবে বল? চার হাজারে চল্লিশ হাজার! এমন ক’রে কি বামুনের গলায় ছুরি মা’রতে হয়!

তেলী। (মনে মনে একটু ভেবে) আজ্ঞে, হিসাব করুন দেখি। তা’হলেও অনেক টাকা হ’বে। অনেক দিন হ’য়ে গেছে যে।

দুজনে মোটা মুটি হিসাব ক’রে দেখ্‌লে যে দশ হাজারের উপর হয়।

নিত্যানন্দ। এই টাকার যোগাড় হয়েচে।

তেলী। কবে পাব?

নিত্যানন্দ। দেখ, একটা জমিতে দশ হাজার বাবলা গাছের বীজ বসান হয়েচে। দশ বছরে এক একটা গাছ ১।০ পাঁচ সিকা দামে বিক্রি হ'বে। তা হলে তোমার পাওনা শোধ হ'য়ে যা'বে।

তেলী মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে দেখিয়া—

নিত্যানন্দ। এখন টাকা পেয়ে মুখে আর হাসি ধ'রচে না যে।

তেলী একটা লম্বা প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল এবং চল্লিশ হাজার টাকার দাবিতে নালিশ রুজু ক'রে দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—তৃতীয় দৃশ্য।

অমৃতের হাঁসপাতাল পরিদর্শন।

গ্রামের বাহিরে প্রকাণ্ড হাতার এক ধারে হাঁসপাতালের পাকা বাড়ী। তাহার দুই খণ্ড। এক খণ্ড পুরুষের, অপরটা মেয়েদের। আর এক ধারে বড় পাকা দোতালা বাড়ী। নীচের তলায় ডাক্তারখানা, উপরে ডাক্তার বাবুর থা'কবার স্থান। মধ্যে ফুলের বাগান। অমৃত বাবু পূর্ব্বে কোনও সংবাদ না দিয়া হঠাৎ যাইয়া পড়িলেন। তখন বেলা ৯ টা। সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা দেখে সন্তুষ্ট হ'লেন।

পুরুষদের খণ্ডে গিয়া দেখেন ডাক্তার বাবু রোগীদের দেখিতেছেন এবং রোগীদের ঔষধ ও পথ্যের বিষয় ব'লে দিচ্চেন। একটা খাটিয়ায় এক রোগী শু'য়ে আছে দে'খে ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা কল্লেন :—

এ লোকটীকে ভদ্র লোক ব'লে মনে হচ্চে। কি জাতি ?

ডাক্তার (রেজিষ্ট্রি খাতা দেখিয়া) কায়স্থ। তিন ক্রোশ দূরে দেবরাজপুর থেকে আজ দেড় মাস এসেচে।

অমৃত। কি ব্যাম? দেখচি পেট বড় ও গায়ে রক্ত খুব কম।

ডাক্তার। দু বৎসর পীলে জ্বরে ভুগে ভুগে এই রকম হ'য়েচে।

অমৃত। এর কে আছে ?

ডাক্তার। মেয়ে হাঁসপাতালে এর স্ত্রী ও দেড় মাসের ছেলে রয়েচে। প্রসবের পরেই এসেচে।

অমৃত। এই রোগীর দেড়মাসের ছেলে !

ডাক্তার। তাদের দেখবেন চলুন না।

ঐ খণ্ডের আর আর ঘর বেড়াইয়া, মেয়েদের খণ্ডে গেলেন। যে ঘরে ঐ কায়স্থের স্ত্রী ও ছেলে, বরাবর সেই ঘরে দুজনে গেলেন। দেখেন স্ত্রীর হাত, পা, পেট ও মুখ ফুলিয়াছে। শরীরে রক্ত নাই ব'ললেই হয়। ছেলেটীর অস্থিসার, শেষ অবস্থা। দেখে শুনে অবাক।

অমৃত। এদের বাঁচবার কি কোন আশা নাই ?

ডাক্তার। স্ত্রীলোকটী জ্বরে ও যকৃতে অনেক দিন থেকে

ভুগ্‌ছিল। তার উপর সসত্বা হয়। প্রসবের পর রক্তস্রাব হ'য়ে এই প্রকার অবস্থা। বাঁ'চবার আশা খুবই কম।

সেখান থেকে অমৃত বাবু আবার তার স্বামীর ঘরে ফিরে গেলেন। ডাক্তার বাবু সঙ্গে আছেন। রোগীকে অমৃত বাবু জিজ্ঞাসা কল্লেন "তোমার চলে কিসে ?"

রোগী। আজ্ঞে! মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা বেতনে সরকারী করিতাম।

অমৃত। বিবাহ করলে কেন ?

রোগী। এক মুটো রেঁদে দিবার জন্য বিয়ে করি।

অমৃত। তোমার আর ছেলে পিলে আছে ?

রোগী। আজ্ঞে আর দুই ছেলে ও একটী মেয়ে আছে।

অমৃত। তাদের বয়স কত ?

রোগী। মেয়ের নয়, বড় ছেলের সাড়ে সাত ও মেজ ছেলের ছয় বছর।

অমৃত। তাদের দেখে কে ?

রোগী। পাড়ার লোকদের ব'লে এসেচি।

ডিস্‌পেনসারীতে আসিয়া ডাক্তার বাবু বল্লেন, "ও আর কি দেখ্‌লেন ? হাঁসপাতালে একটী কাশরোগী ছিল। সে আট বছর রোগে ভুগ্‌ছিল। তার তিনটী ছেলে মেয়ে। সে সম্প্রতি মারা গেছে। আর এক কুষ্ঠরোগী হাঁসপাতালে আসে। তার দু ছেলে ও দুই মেয়ে। সে এখানে তিন মাস থেকে, দেওঘর কুষ্ঠাশ্রমে গেছে।"

অমৃত বাবু একেবারে চুপ। খানিক পরে বল্লেন "বুঝেচি, এই কারণেই আমাদের দেশের এ প্রকার শোচনীয় দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ, নির্বীর্য্যতা ও অকাল-মৃত্যু।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—প্রথম দৃশ্য।

অমিয় ঋণজালে।

যে মহাজন এক লাখ টাকার দাবিতে নালিশ করেচে, তাকে থামান যায় কি ক'রে। এই চিন্তায় অমিয় অস্থির। আর সকল দেনা, এর তুলনায় খুচ্‌রা। তাদের জন্য তত ভাবনা নাই। জনে জনে, এক এক রকম যুক্তি দেয়। শ্বশুর ইন্‌সল-ভেণ্ট নিতে বলে। তার অনেক বিভ্রাট। উপস্থিত বিষয়ের তালিকা আদালতে দিয়া শপথ ক'রে ব'লতে হ'বে "এইসব ভিন্ন আর কিছু নাই।" আদালত তাহা বিক্রয় করে পাওনাদারদের, হারা-হারি মতো টাকা দিবে। নিজের কিছুই থাক্‌বে না। সে কথাটা মনের মতো হলো না। সদর নায়েব একটু বুদ্ধিমান। সে কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডের হাতে বিষয় দিতে পরামর্শ দিল।

অমিয়। আমি ত আর নাবালক নয়, আমার বিষয় কোর্ট নেবে কেন?

নায়েব। দায়গ্রস্ত বিষয়, রক্ষা ক'রতে অক্ষম ব'লে, কোর্টে দরখাস্ত করলে নিতে পারে।

অমিয়। আমার খরচ চ'লবে কি ক'রে?

নায়েব। মশোহারা দিবে।

অমিয়। সে কত টাকা ?

নায়েব। বিষয়ের আয় ও দেনার পরিমাণ বুঝে দিবে। সে অবশ্যই সামান্য হ'বে।

অমিয়। বিষয়ের উপর আমার কোন হাত থাকবে না। কোর্টের লোক এসে সব দখল ক'রবে, আমাকে যৎকিঞ্চিৎ খরচ দিবে। তাতে আমার চ'লবে না। কোর্টের হাত তেলোয় আমি থা'কতে পা'রব না।

নায়েব। আর কোনও উপায় ত দেখি না।

অমিয়। আমলাদের সব ছাড়িয়ে দিবে, শ্বশুরের কোন কর্ত্তৃত্ব থা'কবে না। তিনি তাতে রাজি হ'বেন না।

নায়েব। তিনি যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহার ফল ত ঐ প্রকার।

মফস্বলের এক গোঁয়ার গোবিন্দ নায়েব আছে। তার নাম যদু। তার সঙ্গে যুক্তি করাই অমিয় মনে মনে স্থির করিল। তার কাছারিতে গিয়ে, দুজনে কি মতলব আঁটিল, কেহ জানিতে পারিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমৃত জমিদারীতে।

মেদিনীপুর জেলায় অমৃতের জমিদারী আছে। অনেক দিন থেকে সেখানে একবার যাবার ইচ্ছা সত্ত্বেও, নানা কারণে যাওয়া

ঘটে নাই। একা যাইবেন মনে স্থির ছিল। কিন্তু পারিবারিক অশান্তির জন্য, সস্ত্রীক যাওয়া স্থির হ'ল। এখন তাঁদের আর এক পুত্র ও আর এক কন্যা হয়েচে। বড় ছেলে চৌদ্দ ও বড় মেয়ে বার বছরের। তা'রা গ্রামের ইস্কুলেই পড়ে, বাড়ীতে থাক্‌ল। বাকি দুটী যদিচ ইস্কুলে যায়, তাদের সঙ্গে লয়ে যাওয়া হ'বে। মেদিনীপুরের সদর নায়েবের নিকট সংবাদ গেল ও সব আয়োজন শেষ ক'রে যাত্রা করিলেন। কতক পথ রেলে, কতক ঘোড়ার গাড়ীতে ও কতক নৌকায় যেতে হ'বে। শেষ পথটা খালের ভিতর দিয়া। তথায় নিজের জন্য বজরা, পাচক চাকরদের একখানা ও দরওয়ানদের জন্য আর এক খানা দেশী নৌকা ছিল। তিন দিনের দিন বজরায় উঠিলেন। বজরার পিছনে নৌকা দুখানা চলিল। কাটা খাল, এক কোমর বই জল নহে। তিন খানাই গুণে যাচ্চে। খালের ধারের বাঁধ, গুণের পথ। চাকরদের নৌকার গুণের দড়াটা দৈবাৎ ছিঁড়ে যাওয়ায়, নৌকা খানা উলটে গিয়ে একটি আঠার কুড়ি বছরের চাকর জলে পড়ে গেল। যেমন পড়া, অমনি সাঁতার আরম্ভ ও হাবুড়বু খাওয়া। তখনও সূর্য্য অস্ত যায় নাই।

বজরার মাঝি। ওরে সাঁতার কাটচিস্ ও অমন কচ্চিস্ কেন?

চাকর। না ডুবে নদীতে পড়েচি যে!

মাঝি। (হাসিতে হাসিতে) আরে! এক কোমর বই জল নয়। মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়া না!

চাকর। (দাঁড়িয়ে) তাইত!

অমৃতের স্ত্রী দেখে শুনে হাস্‌চেন। অমৃত বল্লেন, হাস্‌চ কি? বিপদে প'ড়লে, মানুষ ঐ রকম ক'রে বুদ্ধি হারায়। দেখ্‌চ না ভায়া কি করচেন।

কাছারি বাড়ী পাকা দোতালা। বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলায় মেটে দোতলা বিস্তর। এটা পাকা, বেশ বাসোপযোগী, জিনিষ পত্রে সাজান। সেখানে পৌঁছিবা মাত্র, দলে দলে প্রজারা ও মোড়লেরা নজর দিতে লাগ্‌ল। টাকা, মাছ, পাঁটা, তরিতরকারীর গাদা হ'ল। অল্প স্বল্প রেখে, বাকি সব বিতরণ ক'রতে অমৃত বাবু ব'লে দিলেন। তিনি মাছ মাংস খান না। নগদ টাকা গণিয়া নায়েব বলিল চার হাজার তিন শ। মড়লদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পল্লী সকলের রাস্তা ম্যারামত ও পুকুরের পঙ্কোদ্ধার জন্য ঐ টাকা মজুত রাখ্‌তে ব'লে দিলেন। উপস্থিত প্রজারা ধন্য ধন্য ক'রে ছেলাম ও প্রণাম ক'রে যে যার ঘরে চলে গেল।

দুক্রোশ দূরে বেলপুকুর নামে একটী গণ্ডগ্রাম তাঁর জমিদারী ভুক্ত। ভদ্রলোকের আহ্বানে তথায় গিয়া গমস্তার কাছারি বাটীতে অবস্থান কালে, এক দিন ইস্কুল দে'খ্‌তে গেলেন। তাহাতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়ান হয়। প্রথম শ্রেণী হ'তে দেখ্‌তে দেখ্‌তে, চতুর্থ শ্রেণীতে গিয়া বালকদের পড়া জিজ্ঞাসা ক'রতে লা'গলেন।

অমৃত। তোমরা Æsop's Fables (ঈসপ্‌স্ ফেবল্‌স্) পড়েচ?

এক ছাত্র। আজ্ঞে! উহা আমাদের পড়া হয়।

অমৃত। ওর বাংলা কি বই?

বালক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "কথা মালা।"

অমৃত। গল্পগুলি কি সত্য ঘটনা?

বালক। আজ্ঞে! গল্প-চ্ছলে হিতোপদেশ মাত্র।

অমৃত। দাঁড় কাক ও ময়ূরপুচ্ছের গল্প পড়েচ?

বালক। পড়েচি।

অমৃত। উহা দ্বারা কি শিক্ষা দেওয়া হয়েচে?

বালক। যা আমার প্রকৃত অবস্থা নয়, তা যদি দেখাতে যাই, ঘৃণাস্পদ হ'তে হয়।

অমৃত। একটা দৃষ্টান্ত দাও দেখি।

বালক। কালা বাঙ্গালী, সাহেবের পোষাক প'রে, তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে গেলে, সাহেবেরা যেমন ঘৃণা ক'রে।

অমৃত। ওটা ভাল হলো না। একদল লোকের নিন্দা করা হ'ল।

অন্য এক বালককে, আর একটা ভাল দৃষ্টান্ত দিতে বলিলেন।

অন্য বালক। পাপী ধার্ম্মিকের ছদ্ম বেশ প'রে, ভদ্র সমাজে বেড়ালে যা হয়।

তার পর দাতব্য চিকিৎসালয় ও বালিকা বিদ্যালয় দেখে কাছারিতে ফিরে এলেন। ক্ষণেক বিশ্রামের পরে একটী কায়স্থ ভদ্র লোক কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত।

অমৃত। কি হয়েচে গা ?

ভদ্রলোক। আজ্ঞে আমার একটী ছেলে মারা গিয়েছে, সৎকার ক'রবার লোক পাচ্চি না।

অমৃত। কেন বল দেখি ? কে কি বল্লে ?

ভদ্রলোক। এক জন বল্লে তার শরীর ভাল নয়। এক জন বল্লে তার কাজ আছে। আর এক জন বল্লে তার স্ত্রী সসত্ত্বা। এই রকম যার কাছে গেলাম, সেই একটা না একটা ওজোর কল্লে। যে লোকটী স্ত্রী সসত্ত্বা বল্লে, তাকে আমি বল্‌লাম, "মশাই আপনার স্ত্রী ত একমাস হ'ল মারা গিয়েচে।" তিনি উত্তর দিলেন "তবু"। এই শোকের ব্যাপারেও, অমৃত বাবু মনে মনে একটু না হেসে থাক্‌তে পাল্লেন না। সেই কায়স্থের সঙ্গে তার বাড়ী গিয়ে পাড়ার লোকদের ডাকালেন। সকলেই এক বাক্যে বল্লেন "উনি কারো দায়ে বাড়ী থেকে বেরোন না। সেই জন্য ওঁর বিপদে লোকে আ'সতে রাজি নয়।" যিনি স্ত্রী সসত্ত্বা ব'লে ওজর করেছিলেন, অমৃত তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন "আমার স্ত্রী-বিয়োগ হ'লে, দশ জনের কাছে যাই। দশ জনই স্ত্রী সসত্ত্বার ওজর ক'রে। এই মনদুঃখে আমি ঐরূপ বলেছিলাম।" অমৃত বাবু সকলকে মিনতি করায় ও নিজে যেতে উদ্যত হওয়ায়, লোকাভাব চলে গেল। পরদিন গ্রামের ভদ্র ও চাষাদের নিয়ে সভা করিলেন। মানুষ একাকা এক স্থানে বাস না ক'রে, কেন পাঁচ জনের সঙ্গে থাকে, তাহা ভাল ক'রে

বুঝিয়ে দিলেন। পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন চল্‌তে পারে না, একথা সকলের মনে মুদ্রিত ক'রে দিলেন। গরিবের, রোগীর ও অনাথের সেবা অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই, সকলের হৃদয়ে গেঁথে দিলেন। একটী সমিতি হ'ল। নিজ সরকার থেকে বৎসর দুশ টাকা ও সাধারণের টাকায় এক ধনভাণ্ডার করা হ'ল। ঐ টাকা পোষ্ট আফিসে জমা থাকিবে। তিন জন বিশ্বাসী লোক ট্রষ্টী হ'লেন। তাঁরা আবশ্যক মতো, সৎকার জন্য খরচ ক'রবেন নিয়ম হ'ল। শ্রমজীবীদের জন্য সান্ধ্য বিদ্যালয় হলো। সকলে হৃষ্টমনে অমৃত বাবুকে সাধুবাদ দিয়ে চ'লে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—তৃতীয় দৃশ্য।

অমিয় দুরভিসন্ধিতে।

বৈশাখের কৃষ্ণ-পক্ষের দশমী তিথি। রাত বারটার পর রামগড়ের তিনক্রোশ পশ্চিমে এক নিবিড় বনে, অমিয় একাকী গাছ তলায় ব'সে। যেন কার জন্তে অপেক্ষা করচে। ঘোর অন্ধকার। বন একেবারে নিস্তব্ধ। কেবল এক একবার জোর বাতাস গাছের মাথার উপর ও ডালের ভিতর দিয়া সোঁ সোঁ ক'রে চলে যাচ্চে। কোনও জন্তুর বা পাখীর ডাক নাই। একবার একটা কাল্ পেঁচা বিকট শব্দে ডেকে উঠল। অমিয় চম্‌কে উঠ্‌ল। সাহসে যতই

ভর দিয়া এসে থাকুক, ভয়ে বুক কেঁপে উঠ্‌ল। অস্থির হ'য়ে প'ড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘন অন্ধকার ভেদ ক'রে দেখ্‌তে লা'গ্‌ল। কেহ কোথায়ও নেই। এদিক্ ওদিকে আস্তে আস্তে পদচারণা ক'রতে আরম্ভ করল। দশমীর ক্ষয়া চাঁদ উ'ঠবে ব'লে, পূর্ব্ব আকাশে ঈষৎ আভা ফুট্‌ল। অমিয় আরও দু-এক পা এগুতে লা'গল। চাঁদ একটু ঠেলে উঠ্‌ল। বনের ভিতরটা কিঞ্চিৎ পরিমাণ পরিষ্কার হ'ল। অমিয় বিষম চিন্তায় মগ্ন। যাদের জন্য অপেক্ষা ক'রচে, তাদের না দেখে ধৈর্য্য হারাতে বসেচে। প্রাণ ভয়ে কাঁপ্‌চে। দূরে একটা গাছের ডালে সাদামতো কি যেন একটা ঝুলচে বোধ হ'তে লাগল। বুক ডুরু ডুরু করচে, তবু সাহস ক'রে দু এক পা সে দিকে যাচ্চে। দেখিল যেন গলায় দড়ী দেওয়া একটা মানুষ। আরও নিকটে গিয়ে বেশ ক'রে দেখতে লাগ্‌ল। তখন চাঁদটা আরো একটু উপরে উঠেচে। আলো বেড়েচে। হাঁ, তাইত বটে। পাপ অভিসন্ধি নিয়ে এসেচে। ভয়ে বোসে পড়্‌ল। এমন সময় যদু নায়েব এক গুণ্ডা নিয়ে উপস্থিত। অমিয়ের মনে হ'ল তাকেই ছোরা দিয়ে মারতে আস্‌চে। ভয়ে চীৎকার করে বল্লে "আমায় ছোরা মেরো না।"

নায়েব। ভয় কি! ভয় কি! আমরা।

অমিয়। (কাঁপিতে কাঁপিতে) কে, যদু?

নায়েব। আজ্ঞে! হ্যাঁ।

অমিয়। সঙ্গে কে?

যদু। হিরে লেঠেল।

তখন কাঁপুনি থা'ম্‌ল।

অমিয়। দেখচ সাম্‌নে কি ঝুল্‌চে?

যদু। কৈ! হ্যাঁ গলায় দড়ী মানুষ যে! .রাম রাম!

হিরে। চিক্কুর না হান্‌লে কেউ রাম নাম করে না।

যদু। (আরও নিকটে গিয়ে) এযে আপনার শালা ভূতনাথ।

পা ধরে নেড়ে দেখে শক্ত কাঠ। যে মতলবে ঐ খানে তিন জনের মিলন, তাব পরিণাম ফাঁসি কাটে, ঐ রকম ঝোলা, নিমেষের মধ্যে সকলের মনে জাগিল। সব কু-অভিসন্ধি ভেসে গেল। আর যাওয়া হ'ল না। তিন জনে ফিরিল।

পুলিস সংবাদ পেয়ে, পরদিন,লাশ হাঁসপাতালে চালান দিল। মৃত দেহের কোটের পকেটে একখানা কাগজ পাওয়া গেল। ভূতনাথের স্বহস্তের লেখা। এই কথা ছিল :—

আমি অমিয়ের সঙ্গে জুটে, তাহার কুকাজের বিস্তর সহায়তা করেচি। নানা রকমে সহোদরা প্রতিমার সুখের পথে কাঁটা ছড়াইয়াছি। নিজে অনেক দুষ্কর্ম্ম করেচি। মনে তাড়না এলো। যন্ত্রণা হ'তে আরম্ভ হলো। কিসের জ্বালা ভাল বুঝ্‌তে পারলেম না। ক্রমে কষ্ট বাড়্‌তে লাগ্‌ল। কিছু খেতে ইচ্ছা করেনা। ঘুম হয় না। কারো সঙ্গে কথা কহিতে, কি দেখা কর্‌তে ভাল লাগে না। যদি একটু তন্দ্রা আসে, তখনই ভয়ে চীৎকার করে উঠেচি। কখন বা ভেউ ভেউ করে কেঁদে

উঠেচি। ক্রমে যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। তাই নিবারণ জন্য আত্মহত্যা কর্‌চি। আমার মৃত্যুর জন্য আর কেহ দায়ী নহে।

বন্ধু ভবেশের জিজ্ঞাসা মতে—

অমৃত। আত্মহত্যায় পাপের গ্লানি যায় না। মৃত্যুতে আত্মার বিনাশ হয় না। সুতরাং তাহার যন্ত্রণা যাবে কোথায়? তা ছাড়া আত্মহত্যা যে মহাপাপ। তাহাতে পাপের মাত্রা বেড়ে যায়।

ভবেশ। আপনাকে আপনি মারিয়া ফেলিলে পাপ কিসের?

অমৃত। প্রাণ যিনি দিয়াছেন, তিনিই নিতে পারেন। অপর কাহারও লইবার অধিকার নাই। পরের প্রাণ বধ করা ও নিজের প্রাণ লওয়া প্রায় সমানই অপরাধ। সব শাস্ত্রের এই কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—প্রথম দৃশ্য।

অমৃত বীরভূমে।

যুগল কিশোরের আহ্বানে, অমৃত সস্ত্রীক শ্বশুর বাড়ী গেলেন। শ্রাবণ মাস, কৃষ্ণ পক্ষ। বীরভূমের সব লাল মাটি। শ্রাবণের ধারায় লাল মাটি ধুয়ে নদী নালার জল লাল হ'য়ে গেচে। অজয়, ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর প্রভৃতি নদীতে বর্ষা ভিন্ন, অন্য কালে, সামান্য জলের স্রোত বালির চড়ার উপর দিয়া এঁকে বেঁকে আস্তে আস্তে চলে। কিন্তু যেই পাহাড়ে বৃষ্টি হয়, অকস্মাৎ নদীর জল বেড়ে উঠে। রেল ষ্টেসন থেকে পাল্‌কি করে যেতে যেতে, একটা ছোট নদীর ধারে এসে

উপস্থিত। সেখানে বৃষ্টির নাম গন্ধ নাই। মাথার উপর নীল আকাশ। অথচ ফেনাময় লাল জল, নদীর গর্ভ পূর্ণ ক'রে, ছুটে নেমে আস্‌চে। বেহারারা নদী পার হ'তে সাহস করে না। একটু অপেক্ষা ক'রে দেখ'তে চায়, জল কতটা বাড়ে। এক জন জলে নামিয়া দেখ্‌ল এক কোমোর। ক্ষণেকে বাড়্‌তে পারে, বা ক'ম্‌তে পারে। প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রাম ক'রবার পর দেখা গেল এক হাঁটু জল। তখন পাল্কী অপর প্যারে পৌঁছিল। বৈকালে শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত। মহা সমাদরে যুগল কিশোর জামাই ও মেয়েকে ঘরে নিয়ে গেলেন। অমৃতের গুণগ্রামের কথা লোকে জানিত। ক্রমে অনেক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। নানা সদালাপ হ'তে লা'গল। গ্রামের অভাব ও তাহা মোচনের আলোচনা হ'তে লা'গল। চাষা মজুরদের কথা এক জন তুল্লেন। বল্লেন:— মশাই! ছোট লোকের বড় তেজ হয়েচে। ভদ্রের মান রাখে না। কাজ করবার জন্য ডাক্‌তে গেলে আস্‌তেই চায় না। যদি বা আসে বেশী মজুরী চায় ও ভাল করে কাজ করে না।

দ্বিতীয়। যা বল্লেন, শাসন না ক'রলে উপায় নাই।

তৃতীয়। আজকাল শাসনের দিন কি আর আছে? একটু কিছু বল্‌লেই ফৌজদারী আদালতে।

প্রথম। গ্রাম শুদ্ধ লোক এক হ'লে, চাষাকে জব্দ ক'রতে কতক্ষণ?

তৃতীয়। মিষ্টি কথায় ও সদ্‌ব্যবহারে কে না বশ হয় ?

দ্বিতীয়। মশাই ! লাথির ঢেঁকী চড়ে উঠে না।

প্রথম। ঠিক্ বলেচেন। সে দিন কি কাণ্ড করেচে জানেন ত ?

অমৃত। কি ক'রেচে ?

প্রথম। আপনার গমস্তা একটু কড়া লোক। চাষা মজুরেরা সে কারণে তার উপর বড় চটা। গত চড়কের দিন, চড়ক তলায় লোকে লোকারণ্য। গমস্তাও গিয়াছে। জন কতক চাষা জোর ক'রে তাকে ফে'লে তার পিট ফুড়ে দিয়েছিল। "দোহাই সরকার বাহাদুর, দোহাই জমিদার বাবু" ব'লে সে চেঁচাতে লা'গল। ঢাকের শব্দ ও "বক্রেশ্বরের শিব মহাদেব" ব'লে চীৎকার। বেচারীর কান্না কে শুনে ? তার পর পুলিস এ'সে তাকে উদ্ধার করে। পিটের ঘা শুকাতে দুমাস লা'গল।

অমৃত। কৈ একথা ত আমি জানি না।

প্রথম। আজ্ঞে ! লজ্জায় সে কথা কি আর প্রকাশ ক'রতে পারে ?

অমৃত। দেখুন তাদের গুণও আছে। যে দোষ বল্লেন সবই শিক্ষার অভাবে। শাসনের দিন আর নাই। চাষাদের ছেলে মেয়েদের পাঠশালা চাই। বড়দের জন্য সান্ধ্য ইস্কুল করতে হ'বে। সেখানে লেখাপড়ার চর্চ্চা ভিন্ন, নির্দ্দোষ আমোদ ও খেলার বন্দোবস্ত চাই। চরিত্রবান লোক তাদের সঙ্গে মিশে, তাদের শিখাতে হবে ও সৎ কথা শুনাতে হ'বে।

বাস্তবিক এক হিসাবে ধন ও শ্রম সমান। দুয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ধনী না থাক্‌লে শ্রমজীবীর চলে না, আবার শ্রমজীবী না থাক্‌লে ধনীর চলে না। অভিমান ত্যাগ ক'রে ভদ্রেরা ছোটলোকের সঙ্গে মিলে মিশে তাদের একটু তুল্‌তে হবে।

প্রথম। চাষাদের গুণত দেখতে পাই না।

অমৃত। তাদের সহ্যগুণের কথা কখন কি চিন্তা করেছেন? জমিদারের উৎপীড়ন, বান, ঝড়, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর উৎপাত তারা অকাতরে সহ্য করে।

দ্বিতীয়। ওরা অদৃষ্ট মানে তাই।

অমৃত। শুধু তা নয়। আমাদের দেশের চাষাদের সহিত ইউরোপের ছোটলোকদের তুলনাই হয় না। ইউরোপীয় ছোট লোকে গির্জ্জায় যায় এই পর্য্যন্ত। প্রকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান তাদের মধ্যে অতি বিরল। আমাদের ছোট জাতির মেয়ে পুরুষ নানারকমে জ্ঞান শিক্ষা পায়। কথ কথায়, রামায়ণ গান, পীরের গান, যাত্রা প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে ধর্ম্ম শিখে। বৈষ্ণবেরা ভিক্ষা কর্‌তে এসে গৃহস্থকে কত ভাল ভাল কথা শুনিয়ে যায়। সুতরাং ভগবানের উপর নির্ভর কর্‌তে তারা জানে।

তৃতীয়। ঠিক কথা। অমৃত বাবু যা বল্লেন, তার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শেষে সমিতি গঠন করা হ'ল। সেই সমিতি ঐ সকল কার্য্যের ভার লইলেন। টাকার অভাব হ'ল না। যে কয়েক দিন অমৃত বাবু রইলেন, পল্লীর বিবিধ হিত সাধনের যুক্তি ও পরামর্শ দিলেন।

এক রাত্রে ভুষণ বাবুব বাড়ী অমৃতের আহারের নিমন্ত্রণ হয়। সেই সঙ্গে আরও দশ বার জনের আহ্বান ছিল। ভুষণের বৈঠকখানায় কথাবার্ত্তা হচ্চে। কথায় কথায় ভূতের কথা উঠ্‌ল। কেহ বল্লেন ভূত নাই। কেহ বল্লেন, না থাক্‌লে সব দেশে ভূতের কথা আস্‌বে কেন?

ভুষণ। আমাকে ভূত দেখাতে পারেন?

গিরিশ। অবশ্যই পারি।

ভুষণ। ভয়ই ভূত দেখ্‌বার মূলে। আগে ভয় হয়। ভয়ে চক্ষু কর্ণের ভ্রম জন্মায়। এক রাত্রে বাগানে আমি একা বাহ্যে গিয়াছি। দেখি চাঁপা ফুলের গাছে সাদা কাপড় পরা একজন কে ব'সে রয়েচে। শুনা ছিল চাঁপা গাছে ব্রহ্মদৈত্য থাকে। ভয় হ'ল। ভূতে বিশ্বাস নাই। তাই সাহস করে গাছের নিকটে যেতে লাগলাম। ক্রমে একটা মানুষ ব'লে মনে হ'তে লাগল। আরও কাছে গিয়ে দেখি দশমীর চাঁদ ডুব্‌চে, তার আলো গাছে প'ড়ে ঐ ভ্রম হয়েছিল।

প্যারী। পশ্চিমে যখন রেল গাড়ী প্রথম খুল্‌ল, অল্প ইংরাজী জানা, মা-বাপ-মরা বয়াটে জ'ল-চেঁড়া পলো-ভাঙ্গা ছোক্‌রারা রেলে চাক্‌রী নিয়ে পশ্চিমে যায়। আমিও তার মধ্যে এক জন। মুঙ্গেরের নিকট জামালপুরে রেল কোম্পানির ওয়ার্কসপ (কারখানা) ও কেরাণীর আপিস। আপিসের ১০।১২জন কেরাণী আমরা এক বাসায় থাকি। সব ষণ্ডামার্ক। ভয়ডর নাই। আপনারাই রাঁধি। রাত্রে নেশাভাঙ্গ খাই। গান বাজনা করি।

বাসাটা বড় অসুবিধার। নূতন বাসাবাড়ীর সন্ধানে ফেরা যাচ্চে। একটা খালি বাড়ী দেখে, মালিককে খুঁজে বার করা গেল। ভাড়া নিবার প্রস্তাব করা মাত্র, সে বিনা ভাড়ায় দিতে চাহিল। কারণ জিজ্ঞাসায় বল্লে, ভূতের উৎপাতের জন্য কেউ টিক্‌তে পারে না। আমরা রাজি হ'য়ে রবিবার সেই বাটীতে জিনিষ পত্র নিয়ে গেলাম। সন্ধ্যার পর রাঁধা বাড়া, আমোদ আহ্লাদ হচ্চে। হঠাৎ উঠানে কি যেন ধপাস্ করে পড়্'ল। লণ্ঠন নিয়ে দেখাগেল, এক ঝুড়ি গরুর হাড়। আমরা গ্রাহ্যই ক'রলাম না। পর দিন ঠিক ঐ সময় উঠানে আবার কিসের শব্দ। দে'খলাম এক হাঁড়ি গু পড়েচে। তৃতীয় রাত্রে ছাদের উপর দুপ্ দুপ্ শব্দ। উপরে গিয়া দেখি কেউ কোথায় নাই। পর দিন বাড়ার চার ধার তদারক করিয়া দেখা গেল, পিছনে বাঁশ বন। বাঁশে উঠলে বাঁশ নুয়ে ছাতে পড়তে পারে। ব্যাপার বুঝ্‌তে বাকি রইল না। পর দিন অমাবস্যা। সন্ধ্যার পর সকলে মালকোঁচা মেরে, ছোট ছোট লাঠি নিয়ে, বাঁশ বনে তফাৎ তফাৎ থাকা গেল। ন টার পর চার জন কাচ পরা লোক ঝুড়ি হাঁড়ি নিয়ে বাঁশ বনে ঢু'কল। যেমন ঢোকা, আমরা আট জনে সেই চার ব্যাটাকে জাপ্‌টে ধরে, দড়ি দিয়ে পেছ-মোড়া ক'রে বেঁধে ফেল্‌লাম। বাড়ীর ভিতর এনে আচ্ছা ক'রে প্রহার দিয়ে, পর দিন পুলিসের হাতে। ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ চার জন খোট্টা মুসলমানকে ছয় মাস ক'রে

সশ্রম মেয়াদ দিলেন। বস্ সব ঠাণ্ডা। ছমাসের পর আমরা বদ্‌লি হ'য়ে যাবার সময়, ভাড়া দিতে গেলে মালিক জোড় হাত ক'রে আমাদিগকে ছেলামের উপর ছেলাম; এক পয়সা নিলে না।

অমৃত। ভূত এই রকম আর কি?

আর একজন। আমি একটা ঘটনা জানি। এক জনের বাড়ীতে সন্ধ্যার পর প্রতিদিন ইট, হাঁড়ি-ভাঙ্গা, মাটির ডেলা পড়্‌ত। বাড়ীর মেয়েরা ও ছেলেরা ভয়ে অস্থির। বাটীর একটী বিধবার মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা হ'তে লাগ্‌ল। সকলে বল্‌তে লাগ্‌ল, "উহাকেই ভূতে পেয়েচে, তাই এই উপদ্রব।"

দ্বিতীয়। তুমি কি বল ভূত নয়?

প্রথম। আগা গোড়া সব শুনে যাও না। সেই বিধবা বাপের বাড়ী গেল। সেখানেও ঐ মূর্চ্ছা। সবাই বল্লে, ভূত ওর সঙ্গে এখানেও এসেচে।

দ্বিতীয়। তাই ত হয়।

প্রথম। মাস কয়েক পরে মেয়েটী মারা গেল। সবাই বল্লে, ভূতে নিয়ে গেল। তার বাপেরা সঙ্গতিপন্ন। মূর্চ্ছার জন্য ডাক্তার কবিরাজ দিয়া চিকিৎসা হয়েছিল। তাঁরা বায়ু-রোগের (hystiria) চিকিৎসা ক'রে রোগ ভাল করেছিলেন।

দ্বিতীয়। ভূতুড়েরা ভূত ছাড়াইয়ে হিষ্টিরিয়া ভাল করে।

প্রথম। যখন মূর্চ্ছা (fit) হয়, রোগীকে প্রহার কর্‌লে জ্ঞান হয়। ভূতুড়েরা সেই জন্য রোগীকে মারে। তা ছাড়া ফিট্ অনেক ক্ষণ থাকে না, আপনা হতেই খানিক পরে জ্ঞান হয়।

দ্বিতীয়। তা যেন তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম। কিন্তু ইট পাট্‌কেল বাড়ীতে পড়্‌ত কেন ?

প্রথম। অনুসন্ধানে জানা গিয়েছিল, ঐ মেয়েটীর উপর দুষ্ট লোকের নজর পড়েছিল। তাদের কথা মতো না চলায়, ঐ প্রকারে উৎপাত কর্‌ত।

অমৃত। যেখানে ভূতের দৌরাত্ম্য, সেই খানেই ঐ রকম একটা না একটা কারণ থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমিয় অর্থানুসন্ধানে।

বিষয় বিভব সব ত নাশ হলো। খরচ চলে কিসে, এই চিন্তায় অমিয় অস্থির। শ্বশুর ও আমলাদের সঙ্গে গুপ্ত পরামর্শ হয়। কারও যুক্তি মনের মতো হয় না। অবশেষে যদু নায়েবকে তলব হলো।

রামগড়ের চারি কোশ উত্তর-পশ্চিম কোণে নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরে যাবার একটী বড় সরকারি রাস্তা। ঐ তল্লাটের সমস্ত লোকজন কৃষ্ণনগরে ঐ পথ দিয়া যাতায়াত করে। জমিদার, তালুকদার ও পত্তনিদারদের খাজানাও যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ রাত্রে, ঐ রাস্তায় মহা সোরগোল, চেচাচেঁচির শব্দ নিকটবর্ত্তী গ্রামে পৌঁছিল। গ্রামের লেকেরা দল বেঁধে লাঠি সোঁটা লয়ে সেই দিকে ছুটুল। গোলমালের স্থানে গিয়ে

দেখে একখানা গরুর গাড়ীতে কয়েকটা বস্তা রয়েচে ও চারজন দরোয়ান ঢাল তলোয়ার নিয়ে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্চে। আর দশ বার জন লাঠিয়াল, তাদের সঙ্গে তুমুল দাঙ্গা কচ্চে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে উভয় পক্ষের দুই তিন জন জখম হ'য়ে পড়ে গেল। চারজন লেঠেল চারটা বস্তা মাথায় করে পালাচ্চে। গাড়ীর বাকি রক্ষক ভয়ে পলাইয়া গেল। গ্রামের লোকেরা ব্যাপার দেখে আগুতে সাহস কচ্চে না। ঢাল তলোয়ার নিয়ে হিন্দুস্থানী দরোয়ান পালাচ্ছে দেখে, লাঠি-সোঁটার কর্ম্ম নয় বুঝে, তারাও পালাল। ইতিমধ্যে গরুর গাড়ীর বস্তাও পার হয়ে গেল। বস্তায় খাজনার টাকা ছিল।

পরদিন বৈকালে জেলার মাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইন্‌স্পেক্টার, সব ইন্‌স্পেক্টার বহু কনেষ্টেবলসহ দাঙ্গার স্থানে উপস্থিত। সদরে খবর গেলে, সাজসজ্জা ক'রে আসিতে কাজেই উহাদের বিলম্ব হয়েচে। তদন্ত চল্‌তে লাগ্‌ল। তিন চার দিন পরে, আট দশ জন লোক গেরেফতার হয়ে চালান গেল। প্রমাণ সংগ্রহ কর্‌তে কর্‌তে জানা গেল, অমিয় ও তার নায়েবযদু, এই খাজনা লুটের মূলে। ওয়ারেণ্ট বাহির হ'য়ে উহারাও গেরেফতার হলো ও চালান গেল। মাজিষ্ট্রেটের প্রাথমিক তদন্তে, ঐ আট দশ জন লেঠেল, যদু ও অমিয় দায়রা সোপর্দ্দ হলো। দায়রার বিচারের দিন পড়্‌লো ও আসামীদের পক্ষে কাউনসলি, উকীল, মোক্তার বহাল হলো। দায়রার জজ পাঁচ জন জুরিসহ বিচার আরম্ভ কর্‌লেন। সরকার বাহাদুরের উকীল বাবু, প্রথম বক্তৃতায়

মোকদ্দমার অবস্থা বল্লেন। রাজা রামসুন্দরের ষাট হাজার টাকার খাজনার গাড়ী যেতেছিল, দরওয়ানদের দুজনের মাথা ফাটায়ে দিলে, বাকি দুজন প্রাণ লয়ে পালাইল, এবং অমিয়ের লেঠেলেরা খাজানার টাকা নিয়ে চ'লে গেল। নায়েব দাঁড়ায়ে হুকুম দেয় ও লেঠেলরা লুট করে। অমিয় নিজে উপস্থিত থাকা প্রমাণ হলো না। কিন্তু তাহারই হুকুমে হইয়াছে সপ্রমাণ হয়ে গেল। আসামীদের কাউনসলি কোনও সাক্ষীর জবানবন্দী করিলেন না। কেবল সরকার বাহাদুরের পক্ষে সাক্ষীদের জেরা ক'রে ও তাহাদের সাক্ষ্য বাক্যের উপর বক্তৃতা ক'রে বল্লেন যে, প্রমাণ সন্তোষজনক নয় ও তাহার উপর নির্ভর ক'রে আসামীদের সাজা হতে পারে না। চতুর্থ দিনের বেলা ২॥টার সময় জজ সাহেব, উভয় পক্ষের স্বপক্ষের ও বিপক্ষের সকল বিষয় জুরিদের বুঝাইয়া দিলে, তাঁহারা খাসকামরায় যুক্তি করবার জন্য গেলেন। দর্শকগণ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, জুরিরা কি রায় দেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ৫টার সময় জুরিরা এজলাসে ফিরে এলেন। জজ সাহেবের জিজ্ঞাসামতে প্রধান জুরি (foreman) বল্লেন, তাঁরা এক মত হয়েচেন। পুনঃ প্রশ্ন মতে ফোরম্যান বল্লেন, লাঠিয়াল আটজন ডাকাতি অপরাধে দোষী। যদু নায়েব সাহায্য-কারিতা দোষে দোষী এবং অমিয় সম্বন্ধে প্রমাণ সন্তোষজনক নহে। সুতরাং আইনমতে সন্দেহের ফল তাহাকে দেওয়া গেল, সে নির্দ্দোষী। জজ ঐ রায় গ্রহণ ক'রে, প্রত্যেক লেঠেলকে দশ বৎসর ও যদুকে আট বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরের ও অমিয়কে

খালাসের হুকুম দিলেন। দর্শকবৃন্দ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে চলে গেল। এই মোকদ্দমায় অমিয়ের দশ হাজার টাকা খরচ হয়। তাও ধার ক'রে।

গেরেপ্তার হওয়া অবধি খালাস হওয়া পর্য্যন্ত, অমিয়কে হাজতে থাক্‌তে হয়। সুতরাং জেলখানায় থাকার কষ্ট, অনেকটা ভোগ কর্‌তে হয়েছিল। হাত কাটা পিরাণ ও হাটু পর্য্যন্ত পা জামা পরিবার, লোহার একখানা সরা, ভাত ও জল খাবার পাত্র। একখানা কম্বল বিছানা। একটা ছোট ঘরে শোবার স্থান। তার এক কোণে একটা গামলা মাটি পূর্ণ। রাত্রে প্রস্রাব বাহ্যে ক'রে মাটি চাপা দিতে হয়। ঘরের বাহিরে যাবার যো নাই। প্রাতে পাহারাওয়ালা চাবি খুলে ঘর থেকে বাহির করে ও সেই গাম্‌লাটা নিজকেই ছাফ কর্‌তে হয়। সন্ধ্যায় গমের খোসাশুদ্ধ মোটা আটার রুটি চারখানা ও শাকভাজা খেয়ে, সেই ক্ষুদ্র ঘরে চাবি বন্ধ থাকে। অমিয় প্রায় আড়াই মাস ঐ প্রকার ভোগ ভুগে, জেলখানার সুখ টের পায়। শরীর রোগা ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়ে যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—তৃতীয় দৃশ্য।

অমিয় রোগশয্যায়।

অমিয়ের স্বভাব দিন দিন মন্দ হইতে মন্দে চলেছে। পতিতা রমণীকে নিয়ে ইন্দ্রিয়-সেবার স্পৃহা মিট্‌চে না। এখন

গৃহস্থের কুলবধূদের উপর নজর পড়েচে। নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের কোন ভদ্র লোকের মেয়েকে টাকা গহনার লোভ দেখ্যুয়ে, তাকে গৃহ থেকে কল কৌশলে বাহির ক'রে, স্থানান্তরে লয়ে গেল। সেখানেই মাঝে মাঝে যায় ও থাকে, বাড়ী ফিরে না। মাস কতক পরে, পুরাতন হ'লে, তার সঙ্গ ভাল লাগ্‌ল না। তাকে ছেড়ে দিল। সে অভাগিনীর চিরদিনের মতো সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। এদিকে মাদক সেবনের মাত্রাও খুব বেড়ে গেচে, শরীরের উপর অত্যাচার কতদিন সহ্য হতে পারে?

ক্রমে তাহার লিভার বড় হয়ে, রোজ বৈকালে একটু ক'রে গুমোগুমো জ্বর হয় ও রাত ২॥০ টায় ছাড়ে। হল্‌দে চেহারা ও অরুচি। বাধ্য হয়ে বাটীতে এসে থাক্‌তে হলো। অমৃত বাবু, দু বেলা দেখ্‌তে যান। ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। গ্রামের ডাক্তার কবিরাজ দেখ্‌চে। রোগ বিশেষ হচ্চে না। কল্‌কাতায় গিয়ে চিকিৎসা করান ঠিক হলো। প্রতিমা আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, পতির কাছে থেকে, সদা সর্ব্বদা সেবায় নিযুক্ত। লক্ষ্মী ঐখনেই থেকে, প্রতিমার সাহায্য করেন। নিত্যানন্দ কল্‌কাতায় বৌবাজার ষ্ট্রীটের ধারে, একটা দোতলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে, রোগীকে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে প্রতিমা অবশ্যই গেলেন ও চাকর বাকর গেল। বড় বড় ডাক্তার নিযুক্ত হলেন। তাঁদেরই ঔষধ খাওয়া হয়। কিন্তু নাড়ী পরীক্ষা করবার জন্য একজন আধা বয়িসি কবিরাজ কালীঘাট থেকে নিত্য আসেন। তাঁর নাড়ীজ্ঞান খুব। লোকটি বড় কৃপণ ও গরজে

পরের কথা মনে স্থান পায় না। হাঁটিয়া আসা যাওয়া করেন। কিন্তু চটি জুতাটা পায়ে না দিয়ে, হাতে ক'রে আনিয়া, অমিয়ের বাসার কলে, আগে পা ধুয়ে, তবে জুতা পায়ে দিয়ে উপরে যান। বৈটকখানায় অনেক রকমের লোক নানা কথাবাত্রা কয়। কবিরাজ এক ধারে একটা বালিস ঠেস্ দিয়ে চোখ বুজে থাকেন। কোন কথা কন না। কেবল মধ্যে মধ্যে "হরি যা কর" বলেন। ক্রমে রোগীর সুরাহা দেখা দিল। রোগ উপশম হ'তে লাগ্‌ল। আহারে রুচি বাড়িল। গায়ে একটু ক'রে বল বৃদ্ধি হ'তে লাগ্‌ল। গাড়ী ক'রে গড়ের মাঠে দুবেলা হাওয়া খেতে যাবার ব্যবস্থা ডাক্তারেরা কর্‌লেন। ক্রমশঃ ভাল। গাড়ী থেকে নেমে, মাঠে অল্পস্বল্প হাঁটিতে পারিল। আত্মীয় স্বজনের আনন্দের সামা রহিল না। রামগড়ে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা অমিয়ের হ'ল। নেশার দ্রব্য ছোঁবার ডাক্তারদের হুকুম নাই। প্রায় তিন মাস কল্‌কাতায় থাকা হলো। এখন সকলের মুখে হাসি দেখা দিল।

এই সময় অমৃত বাড়ী থেকে প্রতিদিন, তারে অমিয়ের, সংবাদ লইতেন। একদিন একজন কর্ম্মচারী তারে খপর দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আনিরার জন্য তার-আপিসে প্রেরিত হয়। বাড়ী থেকে ঐ আপিস দু-কোশ। লোকটা ফেরে না। অমৃত ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। রাত হলো, তবুও আসে না। নানা দুশ্চিন্তায় অমৃতের ভাল ঘুম হলো না। পরদিন প্রাতে লোকটা তারের

জবাব নিয়ে উপস্থিত। অমৃত তাড়াতাড়ি খাম খুলিয়া দেখেন "ভাল, বাড়ী ফিরিবার বন্দোবস্ত হচ্চে"।

অমৃত। তোমার এত দেরী কেন হলো? কাল এলেনা কেন?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে! ভাল আছেন, তাই জল্‌দি না এসে, আমার বাড়ী হয়ে এলাম।

অমৃত। (রাগ সম্বরণ ক'রে) ভায়ার পীড়ার জন্য ভাবনা হয়েছিল তোমার, না আমার?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে! আপনার।

অমৃত। তবে আমায় সংবাদ না দিয়ে, ভাল খপর পেয়ে বাড়ী চলে গেলে কেন?

কর্ম্মচারী। ছোট বাবু ভাল আছেন, তাই।

অমৃত। তুমি অতি নির্ব্বোধ। তুমি জান্‌লে ভাল, এ দিকে আমার গায়ের রক্ত শুখয়ে গেল, তার কি?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে ঐটা ভুল হয়েচে।

অমৃত। (স্ত্রীকে) এক একটা লোক এইরূপ আহাম্মোক থাকে।

এক দিন নিত্যানন্দ, রহস্য ক'রে কবিরাজকে বল্লে "কবিরাজ মহাশয়! জুতা থাক্‌তে খালি পায়ে আসা যাওয়া করেন, কল্‌কাতার পাথুরে রাস্তায় পা ক্ষয়ে যাবে যে।" কবিরাজ কোনও উত্তর দিলেন না। অমিয়ের বাড়ী যাবার বন্দোবস্ত হ'ল। কবিরাজকে বিদায় দিবার সময় উপস্থিত। কল্‌কাতার অনেকগুলি ভদ্রলোক

উপরের বৈঠকখানায় ব'সে, নিত্যানন্দের সঙ্গে গল্প গুজব হচ্চে। কবিরাজ রাস্তার ধারে বারেণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণেক পরে বৈঠকখানায় ঢুকে—

কবিরাজ। কর্ত্তা! শিগ্গির উঠে আসুন, উঠে আসুন!

নিত্যানন্দ। কি হয়েচে কবিরাজ মশাই?

কবিরাজ। একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌বেন আসুন।

নিত্যানন্দ ও আরও দু চার জন "কি কি" ব'লে বারেণ্ডায় যেতে না যেতে—

কবিরাজ। ঐ দেখুন একটা টিকি চ'লে যাচ্চে।

নিত্যানন্দ। টিকি চ'লে যাচ্চে কি?

কবিরাজ। আজ্ঞে! একটা লোক কল্‌কাতায় বরাবর আছে, কিন্তু জুতা পায়ে না দিয়া হাঁটায়, উহার পা থেকে সব শরীর ক্রমে ক্ষয়ে গিয়ে, এখন কেবল টিকিটিতে ঠেকেচে। সেই টিকিটা হেঁটে চলেচে।

বৈঠকখানার সব লোক, হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। নিত্যানন্দ বুঝিল, সেদিনকার জ্যুতো হাতে ক'রে চলার কথার উত্তর। কবিরাজকে বেশ পারিতোষিক দিয়ে ও এক জোড়া নূতন জুতা সহ বিদায় দেওয়া হ'ল। ভাল দিন দেখে অমিয়কে লয়ে সকলে দেশে ফিরিল।

এত দিন অমিয়ের অসুখের জন্য, নিত্যানন্দ বাসাবাড়ীর বাহিরে যাবার অবকাশ পায় নাই। বাড়ী ফিরিবার দু একদিন আগে,বউবাজারে কয়েকটা দরকারী জিনিষপত্র কিনিতে যায়।

পথে যেতে দেখিল, এক বাড়ীতে খুব কান্নাগোল হচ্চে। শুনিয়াই বুঝিল মড়া কান্না। পাশের বাড়ীতে বাজনা বাদ্দি এবং আমোদ আহ্লাদ হচ্চে। জিজ্ঞাসায় জানিল, ঐ বাড়ীতে বিয়ে। পাড়াগেঁয়ে নেশাখোর লোক, তবুও নিত্যানন্দ অবাক্ হয়ে গেল। মনের আবেগ সম্বরণ করতে না পেরে, বিয়ে বাড়ীতে ঢুকে, বাবুদের বলিল—“মশাই! পাশের বাড়ীতে মড়া-কান্নার রোল, আর আপনাদের বাড়ী বিবাহের আনন্দ উৎসব, বাদ্য ভাণ্ড!!”

বিয়ে বাড়ীর কর্ত্তারা। তা কি হবে? আমাদের বিয়ে কি বন্দ হবে?

নিত্যানন্দ। বিয়ে বন্দ করতে বল্‌চি না, ঢোল রোসন-চৌকি অনায়াসে বন্দ করতে পারেন। পাশের বাড়ীর লোকে-দের বুকে এই বাদ্য, নিশ্চয়ই যেন শেল বিঁধ্‌চে।

তাহার কথা কেহই কাণে পুরিল না দেখে, নিত্যানন্দ মনে মনে বলিল “কল্‌কাতার মানুষ শিক্ষিত, সভ্য ও ভদ্র শুনে-ছিলুম, তাহাদের শিক্ষাকে, সভ্যতাকে ও ভদ্রতাকে বাজে আসি।”

অমৃতবাবু ভাইয়ের আরোগ্যসংবাদে খুব খুসি। বাড়ী পৌঁচেচে সংবাদ পেয়ে, স্ত্রী পুরুষে তৎক্ষণাৎ দেখ্‌তে গেলেন ও ঘরে লয়ে গেলেন। এখন কোন নেশা নাই। মনটা ভালই আছে। অমৃত ও লক্ষ্মী মাঝে মাঝে কতই হিতকথা বলেন। ভাব গতিক দেখে মনে আশা হলো, এইবার স্বভাব পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে। স্বামীকে

সন্তুষ্ট রাখবার উপদেশ প্রতিমাকে দিবার আবশ্যক ছিল না। তথাপি কথার ছলে, নানারূপ পরামর্শ দিতে লক্ষ্মী ত্রুটী করেন নাই। অমৃতও ভায়াকে নিজে ও গ্রামের ভদ্র লোকের এবং ডাক্তার কবিরাজদের দ্বারায়, অনেক সদুপদেশ দিতে লাগ্‌লেন। এখন শরীর সুস্থ হয়েচে। একটু একটু নেশা করবার ইচ্ছায় সিদ্ধি আরম্ভ। তার পর ক্রমে ক্রমে সব এসে জুটিল। বাড়ীতে আর থাকা হয় না। যে সেই—সকলের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। দুষ্প্রবৃত্তির প্রবল বন্যার মুখে জেলে ডিঙ্গী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—প্রথম দৃশ্য।

নিত্যানন্দের কালী পূজা।

অমিয়ের সংসারে কর্ত্তা হয়ে, নিত্যানন্দের দু-পয়সা হয়েচে। অমিয়ের পুনঃ পতনে তার দুঃখ কিসের? সে যে প্রকৃতির লোক, তার মনে ক্লেশ আস্‌তেই পারে না। অমিয়ের ত কথাই নাই। নেশাখোরদের নেশা করবার ওজোরের অভাব হয় না। আজ বড় বাদ্‌লা, আফিংএর মাত্রা একটু বাড়ান যাক্। আজ পুত্রের আত্মহত্যার শোক, একটু বেশী আফিং খেয়ে শোক চাপা দিতে হ’বে। তার ওপর অমিয়ের আবার সাবেক দশা। বাড়ীতে কালী পূজা ক’রে অন্যমনস্ক হওয়া যাক্। শ্বশুর-বাড়ীর পূজায়, অমিয় অবশ্যই যাবে। দুরাচারেরা নেশা, নাচ, গান বাজনা ক’রে নিজেদের মনকে ভুল্‌য়ে রাখ্‌তে চায়। অনুতাপকে আস্‌তে দেয় না।

অমিয়ের মনস্তুষ্টির জন্য, বাই নাচের বন্দোবস্ত হয়েচে। প্রতিমাকে পূজাবাড়ী যাবার জন্য অনুরোধ করলে, সে যেতে অস্বীকার। অনেক কাকুতি মিনতি ক'রেও পিতা, কন্যাকে রাজি করতে পাল্লে না। তার ওসব আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগ্‌বে কেন? সে মরমে মরে আছে। কারও সঙ্গে বড় একটা কথাবাত্রাই নাই। থেকে থেকে চোখ দিয়ে কেবল জল গড়ায়। "যথা তরু, তীক্ষ্ণ সর সরস শরীরে বিঁধিলে, কাঁদে নীরবে।"

শাক্তের পূজা। নেশা খুব চলেচে। এক দিকে পূজা আরম্ভ, ওদিকে বৈঠক খানায় খুব মজলিস্ জমে গেছে। একজন বল্‌চে "এমন না হ'লে কালী পূজা!" অপর এক জন বল্লে একি দেখ্‌চ। বর্দ্ধমান জেলায় কালীপূজায় কল্‌সী ক'রে ভাঁটি মদ আসে। তার গায়ে সিঁদুরের পুতুল আঁকা ও গলায় জবাফুলের মালা। কল্‌সীকে চারিদিকে ঘিরে, পুরুষেরা ব'সেচে এবং অন্দরেও মেয়েরা ঐ রকম ক'রে ব'সেচে। নেশার ঝোঁকে সবাই মত্ত। বলিদান হ'য়ে গেল। আসরে নাচ আরম্ভ হ'য়েচে। বৈঠক খানায় একটা চাকর কর্ত্তার পা টিপ্‌তে টিপ্‌তে, ফোঁস্ ফোঁস ক'রে কাঁদ্‌চে।

কর্ত্তা। কাঁদ্‌চিস্ কেন?

হরে চাকর। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আজ্ঞে! আপনার একটা পা নেই।

কর্ত্তা। পা নেই কি রে?

উপস্থিত লোকেরা। পা কোথায় গেল ?

কর্ত্তা। দেখ্ দেখ্ পা কে নিয়ে গেল ?

লোকেরা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) একি হলো, কর্ত্তার একটা পা হার্‌চে।

চাকরেরা এঘর ওঘর খুঁজতে লা'গল। অন্দরে খবর পৌঁছিল। সে খানেও কান্না সুরু হলো। বাইরে এক জন বল্লে "হয়ত নৈবিদ্দির সঙ্গে চলে গেছে।" যত বামুন বাড়ীতে, নৈবিদ্দি গিয়াছিল, সব বাড়ীতে লোক ছুট্‌ল। এই গোল মালে নাচ ভেঙ্গে গেল। এতক্ষণে কর্ত্তার নেশার ঝোঁকও একটু কমেচে। পাশ ফির্‌তে গিয়ে দেখে, দুটা পাই ত আছে। তখন বাহিরে আন্দরে কান্না থাম্‌ল ও সব গোল মিট্‌ল।

নিত্যানন্দের বৈঠক খানায় উপস্থিত আর এক ব্যক্তি বল্লে, "আমি একটা ঘটনা বলি শুন। বাঁকুড়া জেলায় এক শাক্তের বাড়ী নবমী পূজার দিন, মেয়ে পুরুষ, চাকর বাকর, মায় গুরু পুরোহিত, সব নেশায় বিভোর। বৈঠকখানার মজ্‌লিসে, এক জন কাঁদো কাঁদো সুরে বল্লে, "কর্ত্তা শুনচেন, কালী বাবু মারা গেচেন।"

কর্ত্তা। অ্যাঁ বল কি ? (কান্না)

উপস্থিত সকলেও কান্না জুড়ে দিল। বাড়ীর ভিতর সংবাদ পৌঁছিবা মাত্র, সেখানেও কান্না। পূজার চণ্ডীমণ্ডপে গুরু পুরুতও কাঁদ্‌তে লাগল। এমন সময় একজন সাদা

চোখ লোক এসে, কান্না দেখে অবাক্। কি হয়েছে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কালী বাবু কে?"

কর্ত্তা। তাত জানি না।

তখন কান্নার গোল থেমে, একটা হাসির রোল উঠ্‌ল। মাতালের পুজো এই প্রকার।

এই সকল কথা অমৃত বাবুর কাণে উঠ্‌তে বাকি রইল না। তাঁর মনোবেদনার সীমা নাই। নিজ ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের প্রধান ও বিচক্ষণ ভদ্রলোকদের নিয়ে যুক্তি পরামর্শ কর'তে লাগ্‌লেন। তন্মধ্যে ভবেশ ও দীনেশ তাঁর বাল্য বন্ধু। তাঁহারা সুশিক্ষিত চরিত্রবান ও সুবক্তা। রামগড়, হরিহরপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী দশ বার খানা গ্রামের লোককে লয়ে, মাদক-নিবারিণী এক সভা কল্লেন। সভা, মাদক সেবনের কুফল বর্ণনা করে চটি বই, হাটে বাজারে, গ্রামের গৃহস্থদের বিনামূল্যে বিতরণ ক'রতে লাগল। ভবেশ দীনেশ প্রভৃতি বক্তাদের, নিয়ে অমৃত পল্লীপল্লীতে হাট বাজারে ও মেলায় যাইয়া, সহজ কথায়, নেশার দোষ, নেশা-খোরদের শরীর, মনের অবস্থা এবং তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারদের আজীবন দুঃখ দারিদ্র্যের কথা বল্‌তে আরম্ভ ক'রলেন। এক এক দিন অমৃতের, ভবেশ ও দীনেশের, তেজোপূর্ণ সৌম্য মূর্ত্তি, অদম্য উৎসাহ, কাতর সরল প্রাণের বর্ণনায়, জনসাধারণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হ'য়ে চোখের জল না ফেলে থা'কতে পার্‌ত না। ঐ সব গ্রামের লোকেরা জুটে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করায়, আবগারীর দোকান ঐ সকল গ্রাম থেকে উঠাইয়া দেওয়া হলো।

আর একটা কাজ করা স্থির হলো। নেশার বশীভূত লোকদের বাড়ী গিয়া তাদের হাতে পায়ে ধ'রে হোক্, বু'ঝয়ে হোক্, টাকা দিয়ে হোক্,যেমন ক'রে হোক্,নেশা নিবৃত্তি ক'রতে হবে। তদনুসারে ভবেশ বাবু একদিন, এক গুলিখোরের বাড়ী উপস্থিত। গল্পের ছলে নানা উপদেশ দিয়া বল্লেন, "বাপু এ নেশা ছাড়। এর পরিণাম রক্ত বাহ্যে ক'রে মরা।" লোকটা বল্লে, "আমি রক্ত বাহ্যে ক'রতে ক'রতে ম'রব, তুমি না হয় ছানা বড়া, রসমুণ্ডি বাহ্যে ক'রে মরো।" মাস কয়েক পরে, তার রক্ত আমেশা ব্যাম হয়েচে শুনে, অমৃত বাবু তাকে হাঁসপাতালে আনালেন। ডাক্তার বাবু গুলির বদলে তাকে একটু একটু আফিং খেতে দিলেন। অমৃত রোজ তাকে সঙ্গে ক'রে বেড়াতে যেতেন ও কথায় কথায় নানা সদুপদেশ দিতেন। ভাল আহার দিতেন ও ক্রমে আফিংও ছাড়াইলেন। তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের তত্ত্বাবধান ও অভাব দূর করলেন। পরে তাকে আপনার জমিদারী সেরেস্তায় চাক্‌রি ক'রে দিলেন।

একজন ব্রাহ্মণ, বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ—নাম গোপাল। ভারি গাঁজা খায়। তাকে লোকে সুঁটি গেজেল বল্‌ত। গাছে, গাঁজা সোঁটা সোঁটা হয়। সমস্ত দিন ও রাতে সে এক সোঁটা গাঁজা খেতো, তাই তার নাম সুঁটি গেজেল ছিল। সে বড় মজার কথা বল্‌ত ও লোকে তার কথা শুনে, খুব হাস্‌ত। সে সুন্দর গান করতেও পার্‌ত। সেই জন্য বাবুদের মজ্‌লিসে তার বেশ আদর। লোকটা অমৃত বাবুর কাছে আস্‌তে

আরম্ভ করচে। কোথায় অমৃত বাবুর সমিতি তাকে গাঁজা ছাড়াবে, না তার কথা শুনে সকলে হেসেই বাঁচে না। একদিন ভবেশ তাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "গোপাল, তুমি স্নান কর না কেন ?" সে উত্তর দিল "বাবা! পাতকুয়ার দড়ী কত দিন টেঁকে ও ঝাড় লণ্ঠনের দড়ীই বা কত দিন যায় ?" আর একদিন পুঁক্তি ভোজনে বসচে, পরিবেষণকারী বল্লে—"তুমি দই খাবে! গলা ধরে যাবে যে!" গোপাল বল্লে—"বাবা, এ পাকা সাঁকো।"

কিছুদিন পরে সে বাবুদের কাছে, বিবাহ করবে ব'লে টাকা চাহিতে এসেচে। দীনেশ বল্লেন,—"গোপাল, তোমার শিবের সংসার, গাঁজাই তোমার প্রধান জিনিষ। ভিক্ষেটিক্ষে ক'রে নিজের পেট চালাও। তার ওপর বিয়ে ক'বে তুমি সংসার চালাবে কি ক'রে ?" গোপাল উত্তর দিল, "জান না বাবা! একটা পায়রা কুটো বয়, আর একটা বাসা বাঁধে।" সকলে হাস্য সম্বরণ করতে পারলেন না। অমৃত, ভবেশ ও দীনেশ তাকে ছাড়্লেন না। আপনাদের কাছেই সর্ব্বদা রাখ্লেন, গাঁজা ছাড়াবার জন্য একটু একটু আফিং ধরালেন এবং বহু যত্নে অনেকদিন পরে, তাহাও ছাড়ালেন। দুধ, ঘি, রুটী, লুচি খেতে দিতেন। ক্রমে তার স্বভাব একেবারে পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। তখন সে গান ক'রে, মিষ্ট কথা ব'লে, পাঁচ জনের মনোরঞ্জন ক'রে, দু'পয়সা উপার্জ্জন করতে লাগ্ল। সমিতিও তাকে অর্থ সাহায্য করতে লাগ্লেন। তার একটা

গমস্তাগিরি চাকুরি অমৃত বাবু ক'রে দিলেন। তখন সে বিয়ে ক'রে সংসারী হলো।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় দৃশ্য।

সমাজব্যাধি।

একটা ঘটনা।

রামগড় থেকে দু'ক্রোশ উত্তরে একটা বড় রকম বাঁশ বন। তার মাঝখানে আম কাঁটালের বাগান। তার মধ্যস্থলে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। রাখাল ছেলেদের গতি বিধি সর্ব্বত্র। বিশেষ জ্যৈষ্ঠমাসে আম কাঁটাল চুরি ক'রে খেতে লোভ সামলাতে পারে না। যদিচ বাগানটা ভাল বেড়া দেওয়া ঘেরা ও একজন মালীও থাকে, তথাচ ছেলেদের উৎপাত বন্ধ করবার যো নেই। কোনও সময় হয় ত মালী অনুপস্থিত, অথবা রোদের সময় ঘুমাইয়ে আছে। সুযোগ রাখাল ছেলেরা ছাড়ে না। এক দিন দুপুর বেলা, মালী তার ঘরে ঘুমাচ্চে, ছেলেরা বাগানে ঢু'কে, এ দিক ও দিক ঘুরে বেড়াচ্চে। পূর্ব্ব দিন সেই ফাঁকা জায়গার মাঝখানে কতকগুলা পাতা ও গাছের ডাল চাপা দিয়ে ডাঁসান আম লুকিয়ে রেখেছিল। আজ তাহা খুঁজে বাহির করতে গিয়ে দেখে একটা চাপা দরজা এবং সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। মালীর ভয়ে, তাড়াতাড়ি দরজাটাকে পূর্ব্ববৎ

পাতা ডাল চাপা দিয়ে, অন্য ফলের চেষ্টায় গেল। মালী জানতে পেরে "কেবে" ব'লে যেমন চীৎকার করা, অমনি কোন্ দিক্ দিয়ে সব পালিয়ে গেল।

অমৃত বাবুর বড় ছেলে জিতেন্দ্রিয় পরোপকারী ব'লে খ্যাত। দায়ে পড়িলেই লোকে তাঁকে জানায়। একদিন প্রাতঃকালে বেড়াতে বাহির হয়েচেন। একটী অপরিচিত ভদ্রলোকের মতো কাঁদিতে কাঁদিতে, তাঁর সম্মুখে উপস্থিত।

জিতেন। কি হয়েচে গা?

লোকটী। আজ্ঞে! আমার বড় বিপদ।

জিতেন। তোমার নাম কি?

লোকটী। চৈতন্য।

জিতেন। তোমরা?

চৈতন্য। আমরা স্বুবণ বণিক। আমার যুবতী স্ত্রীকে চুরি ক'রে নিয়ে গেচে।

জিতেন। কখন্?

চৈতন্য। ভোর রাত্রে।

জিতেন। তুমি কোথায় ছিলে?

চৈতন্য। কাঁকুড় তরমুজ ক্ষেতে চৌকী দিবার জন্য রাত তিনটায় ক্ষেতে গিয়েছিনু। রোদ উঠ্লে বাড়ী এসে দেখি ঘরে বৌ নেই।

জিতেন। চুরি করে নিয়ে গেছে বুঝ্লে কিসে?

চৈতন্য। আজ্ঞে! ঘরের দরজা ভাঙ্গা দেখ্লাম এবং

পাশের বাড়ীর লোকেরা বল্লে, তারা একটা গোঁ গোঁয়ানি শব্দ শুনে বেরিয়ে দেখে, পাঁচ সাত জন লোক কা'কে যেন তুলে নিয়ে ছুটচে। তারা তখন আট দশ রসা দূরে, তাতে আবার অন্ধকার, সুতরাং চিনতে পারে নাই। আমাদের বাড়ী এসে দেখে দরজা ভাঙ্গা ও বৌ নেই।

জিতেন বুঝিলেন, রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণের ব্যাপার। চৈতন্যকে সঙ্গে লয়ে তৎক্ষণাৎ থানায় গেলেন ও চৈতন্যকে দিয়ে রোজ নাম্‌চা করালেন। দারোগা, ছয় জন কনষ্টেবল ও জন কতক চৌকাদার নিয়ে তদন্তে বেরুলো। কোন পথ দিয়ে দস্যুরা গেছে, এক রকম বুঝতে পারল। যেতে যেতে রাখাল ছেলেদের মুখে উক্ত গুপ্ত দরজার কথা শুনে, বাঁশ বনের ভিতর দিয়ে, আম কাঁঠালের বাগানে ঢুকল ও বাগানের মধ্যে কনষ্টেবল চৌকাদারদের পাহারায় রাখিল। প্রথমেই মালীকে ধরে পেড়' পেড়া। কথা না পাওয়ায়, তাকে প্রহার দিতেই, সে গুপ্ত দরজা দেখাইয়া দিল। পুলিশ দরজা ভেঙ্গে দেখে সুড়ঙ্গ। তাহা দিয়া গিয়ে দেখলে একটা পাকা ঘর, তার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখে, একটা স্ত্রীলোক মুখে কাপড় বাঁধা মেজেয় পড়ে আছে। চোরেরা অন্য সুড়ঙ্গ দিয়ে যেমন বাগানে এসেচে, অমনি গেরেফ্‌তার ক'রে পেচ্‌-মোড়া ক'রে বাঁধা। চৈতন্য বলিল ঐ তার স্ত্রী বটে। বন্ধন মুক্ত হয়ে ও উদ্ধারকারীদের দেখে, তার ধড়ে প্রাণ এল। তাকে ঘরে নিয়ে গেল। চৈতন্য ভদ্র গৃহস্থ। মান সম্ভ্রম আছে।

অপমান ভয়ে জিতেন ও পুলিশকে কাকুতি মিনতি ক'রে তদন্ত বন্ধ রাখ্তে অনুরোধ কর্লেন। উহাঁরা সকল দিক্ ভেবে সম্মত হলেন। কিন্তু মুসলমান গুণ্ডা গুলাকে জব্দ করা চাই। এ মামলায় না হোক, অন্য রকমে দমন করতেই হবে মনে ক'রে পুলিশ উহাদিগকে বদমাইসিতে চালান দিল। জমি জমা নাই বা চাকুরি মজুরি করে না। অথচ সচ্ছল ভাবে সংসার চালায় কি ক'রে। সিঁদ্, চুরি, ডাকাতি উহাদের পেষা। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা রুজু হ'লে বিচারে তিন বছর ভাল চরিত্রে থাক্বার জন্য প্রত্যেককে তিন শত টাকার জামিন দিবার হুকুম হলো। না দিতে পারিলে তিন বৎসর জেলে পচিতে হবে। জামিন দিলেও প্রতিরাত্রে চৌকিদার ডাকা মাত্র কাছে হাজির হ'তে হ'বে। ওরা নামজাদা বদ্মায়েস। কে জামিন হবে? কেহই সম্মত হলো না। কাজেই শ্রীঘরে গেল। জিতেন ও পুলিশ গোপন অনুসন্ধানে জান্তে পাল্লেন যে ঐ গুপ্ত ঘর অমিয় প্রস্তুত ক'রে অনেক কুকার্য্য করে। তাহারই অনুচরেরা এই মেয়ে চুরি করেছিল। জিতেন্দ্রিয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই প্রকার ছেলে ও মেয়ে চুরি এ অঞ্চলে বন্ধ হয়ে গেল। পুলিশ সেই গুপ্ত ঘর ভেঙ্গে ফেলে মাটিচাপা দিল।

কি আশ্চর্য্য! পৃথিবীর সকল দেশে পাপিষ্ঠদের উৎপাতে জনসমাজ ব্যতিব্যস্ত। তারা ষড় রিপুর হাত থেকে আপনাদিগকে রক্ষা করতে অক্ষম। কাম ও অর্থলোভ দমনের অভ্যাস করে না—চেষ্টাও নাই। সেই জন্য রাজা তাদের উপর খর দৃষ্টি

রাখেন এবং কঠিন শাস্তি দেন। তথাপি এ প্রকার উপদ্রব চির দিনই চলে আসচে। মানুষ যত দিন থাকবে পাপও চলবে।

আর একটা ঘটনা।

রামগড়ের ছয় ক্রোশ দক্ষিণে অমরাবতী গ্রাম। মাঠের মাঝখানে একটা বড় পুকুর। পাড় জঙ্গল পূর্ণ। পাশের গ্রাম সমূহ হইতে সকালে বিকালে মেয়েরা খাবার জল আনে। সেই কারণে যাতায়াতে চারি পাড়ে একটা ক'রে সরু পথ হ'য়ে গেছে। বৈশাখ মাসে, এক দিন, বেলা চারিটার সময়, ঝড় বৃষ্টি, হয়। আকাশ পরিষ্কার হইলে, সূর্য্য অস্তের পূর্ব্বে, জন কতক, স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে, পশ্চিম পাড় দিয়া জল আনতে যাচ্চে। পাশের জঙ্গলের ভিতর,ছোট ছেলের অস্পষ্ট কান্না কাণে গেল। কল্সী রেখে জঙ্গলে ঢুকে দেখে, একটি বছর পাঁচেকের ছেলে, গোঁ গোঁ ক'রে কাঁদ্চে। তার নিকটে গরুর পায়ের নীচেকার একখানা হাড় পড়ে রয়েচে। ছেলেটীর গলা ফুলে রয়েচে। বুঝতে বাকী রইল না। কোন পাষণ্ড, ছেলের গায়ের গহনার লোভে, ঐ হাড় দিয়া, তার গলা ডলেচে ও মরে গেচে মনে ক'রে গয়না নিয়ে পালিয়েচে। মেয়েরা বাৎসল্য বশে, ছেলেটীকে ধরাধরি ক'রে, সেই শুঁড়ীপথে এনে, মুখে চোকে জল দিল। এবং আঁচল ছিঁড়ে-তাহা ভিজায়ে, গলায় পটি বেঁধে দিল। ইতি-মধ্যে আরও মেয়ে এসে জুটল। গোলমাল হ'লে, জন কতক পুরুষও জড় হ'লো। থানায় খবর পৌঁছিলে, দারোগা চৌকিদার

এসে ছেলেটাকে ডুলি ক'রে হাঁসপাতালে লয়ে গেল। ছেলের অভিভাবকেরা, অনেকক্ষণ তাকে না দেখে, ব্যাকুল হয়ে ইতস্ততঃ খুঁজে বেড়াচ্চে। ব্যাপার শুনে হাঁসপাতালে গিয়ে দেখে তাদেরই ছেলে বটে।

পুলিশ তাদের এজেহার লিখিল। সরু ক্ষয়া একছড়া রূপার গোট কোমরে, হাতেও ঐ রকম রূপার বালা দুগাছা ছিল। ইহারই লোভে কোন দুর্বৃত্ত এই কাজ করেচে। অনুসন্ধানে সাক্ষী পাওয়া গেল যে, হরিমুচির সঙ্গে বালককে বেলা ৪ টার সময় দেখিয়াছিল। বালক, মুড়ির মোয়া খেতে খেতে তার সঙ্গে যাচ্চে। পুলিশ হরিকে ধরে আচ্ছা ক'রে মার দিতে, সে সব কথা ব'লে ফেলিল ও বালা এবং গোট বাহির ক'রে দিল। গ্রামের মোড়ল ও পঞ্চায়েতের সাক্ষাতে, হরে কবুল করে গহনা মাটীর নীচে থেকে বের করে দেয়। ম্যাজিষ্ট্রেট এই সব প্রমাণে হরের দোষ সাব্যস্ত ক'রে, তাকে দায়রা সোপর্দ্দ ক'রলেন।

জজ সাহেব বড় হৃদয়বান ও ধার্ম্মিক ছিলেন। রায় দিবার সময়, তাঁর মুখ চোক লাল হয়ে উঠিল। মনের আবেগে নিজের দাড়ী টানিতে টানিতে, হিন্দি ভাষায় বল্লেন "হামারা বড়া আপ্‌সোষ হে হাম্ তোম্‌কো ফাঁসী দেনে সেক্‌তা নেই। তোমারা কাম্ তোম্‌ত করচুকা থা। মরগিয়া খেয়ালে, তোম্, মাল লেকে চলা গিয়াথা। লেখনে খোদা মেহেরবানি করকে ল্যাড়কাকো বাঁচায় দিয়া। পানি হুয়া, ঠাণ্ডা বাতাস আকে ল্যাড়কাকো জিয়া রাখা। ফাঁসী

তোমার হক্ সাজা। মরা নেই, তোমরা ফাঁসী হোগা নেই, এই মেরা দুখ।" আমার বড় দুঃখ যে, আমি তোমাকে ফাঁসী দিতে পারলেম না। তোমার কাজত তুমি ক'রে চুকেছিলে। ম'রে গেছে বুঝে, তুমি গহনা নিয়ে পালিয়েছিলে। বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে সে বেঁচে ছিল। ফাঁসী তোমার উপযুক্ত দণ্ড। মরে নাই "সেজন্য তোমার ফাঁসি হবে না" এই আমার দুঃখ। প্রাণ না লইলে কাহারও প্রাণদণ্ড আইন অনুসারে হয় না। কাজেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিয়া এজলাস থেকে নেমে গেলেন। কি ভয়ানক কাণ্ড! কি অমানুষিক হত্যা-চেষ্টা! সামান্য আট দশ টাকার গহনার লোভে, অসহায় দুর্ব্বল শিশুর উপর মানুষ এই প্রকার অত্যাচার করতে পারে, স্বপ্নেও ভাবা যায় না। জিতেন্দ্রিয় এই মকদ্দমার তাবৎ ব্যয় বহন করেন। তার যত্ন না থাকলে দুষ্টের দমন হতো না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—তৃতীয় দৃশ্য।

পরিমল।

অমৃতবাবুর বড় মেয়ের নাম পরিমল; বয়স এখন ষোল। বিয়ের কথা উঠেছে। পাড়ার একটা মেয়ে অমৃতের বাড়ী সর্ব্বদা আসা যাওয়া করে। সে লক্ষ্মীর খুব ঘনিষ্ঠ। তাকে দিয়ে পরিমল মাকে জানাইল, সে বিয়ে ক'রতে রাজি নয়। লক্ষ্মী কথাটা গ্রাহ্যই ক'রলেন না। ঘটক ঘটকীর আমদানী

হয়েচে ও সম্বন্ধ আসচে। সেই পড়্শী একদিন পরিমলকে সংবাদ দিল, কাল তাকে দে'খতে আস্‌বে। তখন সে মাকে মনের ভাব ব'লে পাঠালে। মা শুনে পরিমলের প'ড়বার ঘরে গিয়ে একখানা কেদারায় ব'সে বল্লেন—

"তুই কি বল্‌চিস্? ও কি আবার একটা কথার মতো কথা? হিন্দুর ঘরের মেয়ে, আজীবন আইবুড়ো থাক্‌বি?"

পরিমল। কেন এটা কি নূতন? কোনও হিন্দুর মেয়ে কুমারী অবস্থায় দিন কাটায় নাই কি? আমাদের দেশে কুলীন বামুনের মেয়েরা আইবুড়ো ম'রচে যে!

লক্ষ্মী। সেটা কৌলীন্য প্রথার দোষে। সমান ঘরের বর যোটে না, সেই জন্য। কুল ভাঙ্গবার ভয়ে নীচু ঘরে ভাল পাত্র পেলেও বিয়ে দেয় না।

পরিমল। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা কি করেচেন? মহাভারত কি পড় নাই?

লক্ষ্মী। সে কালের কথা ছেড়ে দে। আজ কাল কোন ঘরে চিরকুমারী আছে?

পরিমল। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক কুমারীর কথা পড়া যায়। ভারতেও কত ইউরোপীয় রমণী বিয়ে না ক'রে কেবল সেবাব্রত নিয়ে জীবন কাটাচ্চেন। পুরুষ মনে কল্লেই বিয়ে ক'রতে পারে। সবাই ত করে না। সকল নরনারীকেই যে বিয়ে করতে হ'বে, তার কোনও মানে নাই ও নিয়মও নাই। বিয়ে না ক'রে, জীবন কি সৎকাজে ব্যয়

করা যায় না? বিবাহ করাই কি মহামূল্য মানব-জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য?

লক্ষ্মী। ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; সংসার একটা প্রধান আশ্রম। ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারী হ'তে হ'বে, ইহাই তাঁর সৃষ্টির নিয়ম।

পরিমল। ওটা বড় ভুল। যাদের সন্তান হয় না তারা কি করে? বাল-বিধবারা জীবন কাটায় কি রকমে? নিজের ছেলেমেয়ে না রইল তাতে কি? সমাজে কত পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ অনাথিনী রয়েছে; ছেলেমেয়ের অভাব কি?

লক্ষ্মী। আপন ছেলেমেয়ে ও পরের ছেলেমেয়েতে প্রভেদ অনেক। তোদের ছেলেবেলায় পাড়ার এক বুড়া বৈষ্ণবী আমাদের বাড়ীতে আসত। তোদের একটাকে কাঁধে বসায়ে উঠানে নাচ্‌ত ও গান ক'রে বল্‌ত:—

"আলুর মায়ের চালুরে, মুতে কাদা করে,
এ ধন যার ঘরে নেই, সে কিসের গরব করে",

বাস্তবিক; ছেলে মেয়ের চেয়ে কি আছে এ সংসারে?

পরিমল। তা বটে। কিন্তু আলুর মায়ের চালু যতক্ষণ হেসে খেলে বেড়ায় ততক্ষণ। অসুখ হ'য়ে বিছানা নিলে, মায়ের চোখ ছানাবড়া হয়। আর যদি চালু একবারে চোখ বোজে—তখন যত হাসি তত কান্না।

লক্ষ্মী। যা হোক, পরের ছেলে ও আপনার ছেলে তুলনাই হয় না।

পরিমল। প্রভেদ আমাদের নিজের রচনা। মনে ক'র্‌লেই পরকে আপনার করা যায় ও তাদের উপরও সমান মায়া মমতা পড়ে। আমাদের দেশের আচার ও সংস্কার দোষে, কত দুঃখী, রোগী ও পতিত বালকবালিকা র'য়েচে। সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী নর নারী আমাদের দেশে এসে, আমাদের কালো ঐ সব বালক বালিকাদের নিয়ে কি না করচেন ? কত যত্ন। ভাল খাইয়ে পরাইয়ে, ভাল বাড়ীতে রেখে, ভাল বিছানায় শুয়াইয়ে, লেখাপড়া, শেলাই বুননি শিখাইয়ে, বুকে ক'রে রাখ্‌চেন। তাদের বাপ মা যা ক'রতে পা'রত না, তা করচেন। দে'খলে চোখ জুড়ায়—তাঁদের পূজো ক'রতে ইচ্ছা হয়। আমরা কি আমাদের দেশের গরীব দুঃখীদের কিছুই ক'রব না ? কেবল আপনার লইয়াই ব্যস্ত থা'কব ?

লক্ষ্মী। তুই চিরকুমারী থা'ক্‌বি মনে ক'র্‌চিস ? চরিত্র ঠিক রা'খ্‌তে পা'র্‌বি ত ?

পরিমল। ধর্ম্মে মতি থাক্‌লে, মনের বলে মানুষ কামনা-স্রোতের প্রতিকূলে যেতে পারে।

লক্ষ্মী। তুই পার্‌বি ?

পরিমল। সে কথা এখন ব'লবার সময় নয়। যদি পারি, খন সকলের আশীর্ব্বাদের পাত্রী হবো।

লক্ষ্মী, সেদিন আর কোন কথা না ব'লে, উঠে গেলেন। সময় মতো স্বামীকে সব খুলে বল্‌লেন। তিনি একটু ভেবে-চিন্তে বল্লেন—

"পরিমল এখন বালিকা। বুদ্ধি পাকে নাই। আরও কিছু দিন যা'ক্, মতিগতি ফিরতে পারে।"

লক্ষ্মী। ষোল বছরের মেয়ে হলো, আর কবে সুমতি হ'বে? আরও কতদিন থুবড়ো থাক্‌বে? এর পর সমাজে কি আর বর মি'ল্‌বে? কেউ বিয়ে ক'রতে চাইবে না।

অমৃত। আজকাল পনের ষোল বছরের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। দু'বৎসর পরে আঠারতেও বিয়ে আট্‌কাবে না। ও বিয়ে ক'রতে চাইলে, পাত্রের অভাব হবে না। এখনকার ছেলেরাও অল্প বয়সে বিয়ে করতে রাজি নয়। দুদিন পরে ব'লবে উপার্জ্জনক্ষম না হ'লে, পায়ে বেড়া দিবে না। তখন তাদেরও সাতাশ আটাশ হবে। তখন কি বার চৌদ্দ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে সাজ্‌বে? কাজেই বড় মেয়ে প'ড়তে পাবে না।

সেদিন এই পর্য্যন্ত হ'ল। লক্ষ্মী দ্বিরুক্তি না করে নিজ কাজে চ'লে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—প্রথম দৃশ্য।

অমিয় মৃত্যুশয্যায়।

অমিয় ঋণ-জালে জড়িত। শ্বশুরের দ্বারা কোন কুল কিনারা হলো না। একে একে নালিশ ও ডিক্রী হ'তে লাগল, ও সব বিষয় নিলাম হয়ে গেল। বাগবাগিচা পর্য্যন্ত বিক্রী হয়ে গেল। অমৃত অতি গোপনে খুব বিশ্বাসী দূত-

সম্পর্কীয় জমিদারদের বেনামীতে কিনিয়া রাখিলেন এবং তাঁরাই খাজানা পত্র আদায় করতে লাগলেন। কেহ বুঝিতেও পারিল না। ওদিকে অমিয়ের শরীর ভগ্ন হয়েচে। সেই পতিতার ঘরে শয্যাগত। রোগ বেড়ে উঠায়, চাকর আসিয়া প্রতিমাকে সংবাদ দিল। বেচারি কি ক'রে, লক্ষ্মীকে জানাল। তিনি অমৃতের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, বাড়ীতে আনাই স্থির ক'রলেন। পাল্কি ক'রে যখন বাড়ীতে পৌঁছিল, জ্বরে অজ্ঞান অভিভূত। ডাক্তার কবিরাজ দেখে বিকার বল্লেন। চিকিৎসার ও সেবার কোন ত্রুটি নাই। অমৃত ও লক্ষ্মী নিজের মহল ছেড়ে, রাত দিন অমিয়ের খণ্ডে রইলেন, কেবল আহারের সময় নিজেদের বাড়ী যান। বিকারে প্রলাপ আরম্ভ হ'ল। কথা জড়াইয়া গেছে। দু বাড়ীর সব লোক জন রোগীর কাছে। এক একবার রোগী ভয় পেয়ে চমকে উঠচে। (জড়ান সুরে) "কে ও ! আমায় ধ'রে বেঁধো না, মেরো না" বলে চীৎকার।

লক্ষ্মী। ও কেউ নয়, তুমি চুপ কর। ভয় কি ?

অমিয়। (জড়ানো সুরে) দেনার জন্য যে মহাজনকে খুন ক'রতে যাচ্ছিলাম, সে আমায় বেঁধে নিয়ে যেতে আস্‌চে।

লক্ষ্মী। না না। ভয় কি ? আমরা এত লোক থা'কতে তোমায় নিয়ে যেতে পারে ?

অমিয়। (কাঁদুনে ও লম্বা কথায়) মাথায় লাঠী মারে যে, ওগো আমায় বাঁচাও।

অমৃত। (চোকে মুখে বরফ জল দিয়ে কপালে হাত বুলাতে বুলাতে) ওকে তাড়িয়ে দিয়েচি।

অমিয়। গেচে? আঃ বাঁচলুম। (খানিকক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে থেকে আবার) জোড়া হাতে ও কে গো! আ……মি তো……মা……র ধ……র্ম ন……ষ্ট করেচি। আ……মায় ক্ষমা কর। বু……কে [illegible]।

অমৃত বরফ জলে মাথা, কপাল ও চোখ ধোয়াতে রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, ক্ষণেক পরে আবার চীৎকার। কাঁদিতে কাঁদিতে টেনে টেনে "ও……মা……অমৃত……দাদা আমাকে গলায় দড়া……দিয়ে [illegible]" ব'লে চুপ। দশ মিনিট পরে আবার বকুনি "[illegible] কাছে, ঐ যে যমদূত আমাকে নিতে এসেছে, দাদা আমায় রক্ষা কর।"

অমৃত। (কাতর স্বরে) ডাক্তার বাবু, একটা কোন ওষুধ দিন না।

ডাক্তার। কি ওষুধ দিব? এ রোগের ঔষধ নাই, অসচ্চরিত্রদের বিকারের প্রলাপ প্রায় এই প্রকার দেখা যায়।

অমৃত। (ব্যাকুলতা সহকারে) প্রলাপের একটু ওষুধ দিন না!

ডাক্তার। বরফের থলি মাথায় দেওয়া হোক। একটু ওষুধ দিচ্চি।

সেই প্রকার করায় ক্ষণিক শান্ত হ'ল। কিন্তু বিকারী রোগীকে থামায় কে? ছেড়ে ব'সে উঠল। সকলে ধরাধরি

ক'রে বিছানায় শুয়াইয়া দিল। মূর্চ্ছা হ'ল। জ্ঞান হ'তে বলিয়া উঠ্‌ল ঃ—'প্রতিমা! তুমি আমাকে মারতে আস্‌চ! মাপ কর আমায়। আমি তোমার নিকট অনেক রকমে অপরাধী।'

প্রতিমা চোখে কাপড় দিয়ে ঘর থেকে বাহিরে গেলেন।

লক্ষ্মী। প্রতিমা কি তোমায় মারতে পারে? তুমি অমন করচ কেন?

অমিয়। সে মা'রবে ও যমদূত আগুনের কুণ্ডে ফেলে আমার মাথায় ডাঙ্গস মা'রবে। প্রাণ যা···য়। আঃ—বাঁ···চি না।

ক্ষণেক নিস্তব্ধ ও তার পর পুনরায় ঔষধ সেবন করান হ'ল। লক্ষ্মী বাহিরে গিয়ে প্রতিমাকে লয়ে এলেন এবং বল্লেন,—তুমি একবার বল যে ক্ষমা ক'রলে, তাতে যদি প্রলাপ থামে।

উহারা ফিরে এসে দেখ্‌লেন রোগীর জ্ঞান হয়েচে। ডাক্তার বল্লেন "অমন হয়।"

অমিয়। প্রতিমা, বৌদি, দাদা! তোমরা বল আমায় মাপ ক'রলে। তা হ'লে কতকটা শান্তিতে ম'রতে পারি।

(অমৃত, লক্ষ্মী এক সঙ্গে) আমরা তোমার কোনও অপরাধ কখনও লই নাই। তুমি স্থির হও, আমরা তোমায় অভয় দিচ্চি। প্রতিমা কপালে হাত বুলাতে বুলাতে তাই বল্লেন। রোগী চোখ মুদিল। আর খুলিল না। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। সব জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হলো। চারিদিকে অশ্রুধারা বহিল।

প্রতিমা অনেক দিন থেকে আপন মনকে প্রস্তুত ক'রে রেখে

ছিলেন। তিনি কাঁদিলেন না। পর দিন হ'তে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা তাঁর কাছে আসা যাওয়া ক'রতে লা'গল। তিনি তাদের কাছে মনের চিরসঞ্চিত বেদনা ও দুঃখ কাহিনী বলেন। বিবাহ হ'য়ে অবধি এক দিনের তরেও সুখী হন নাই। পরমারাধ্য পতিকে এক বারও পান নাই, তবু সেই দেবমূর্ত্তি হৃদয়াসনে বসাইয়া পূজা করে এসেচেন। হিন্দু সাধ্বীসতীর, পতি ভিন্ন আর কি ধন আছে। অপরের কাছে আপন মনের জ্বালা ও সন্তাপ বলিলে প্রাণ অনেকটা জুড়ায়। তাই তিনি প্রতিবেশিনাদের নিকট বলেন। এক জন বলিল "ওসব কথা তোলা পাড়া ক'রে কষ্ট বাড়ে বই কমে না। ভুলে যাওয়াই ভাল।" প্রতিমা বল্লেন "বলে লাভ আছে বই কি ?

"বরিষার কালে, সখি প্লাবন পীড়নে,
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারিরাশি দুই পাশে, তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমৃত বায়ু পরিবর্ত্তনে।

এখন আর দুভাইয়ের দুই সংসার রইল না। লক্ষ্মী আপনা-দের বাড়ীতে প্রতিমাকে আনলেন। অমিয়ের খণ্ডে চাবি তালা প'ড়ল। কেবল একজন দরয়ান রক্ষক রইল। দুই জনেরই

অতি সুন্দর প্রকৃতি। যেন দুই সহোদরা। প্রতিমার দুঃখে লক্ষ্মী দুঃখী ও শোকে শোকাতুরা। অমৃতের মনস্তাপের সীমা নাই একে একমাত্র সহোদরের স্বভাব দোষ ও ব্যবহারে পিতামাতার দুঃসহ মনকষ্ট ও অকাল মৃত্যু, তার ওপর ভ্রাতৃবিয়োগ ও ভ্রাতৃবধূর দুর্দ্দশা। মন খারাপ হ'লে শরীরও অসুস্থ হয়। কিছুই ভাল লাগে না। কোনও কাজে মন বসে না। তার সঙ্গে ক্ষুধামান্দ্য ও অনিদ্রা। কাজে কাজেই কিছুদিনের জন্য জলবায়ু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হ'লো। বরাহনগরে, গঙ্গার ধারে, এক বাগানবাড়ী ভাড়া ক'রে সপরিবারে তথায় গেলেন। কেবল দুটী ছেলে বাড়ীতে রইল। এমন রমণীয়স্থানে থাকতে থাকতে চিত্তের শান্তি অনেকটা ফিরে আ'সতে লা'গল এবং দিন দিন শরীর স্বচ্ছন্দ বোধ ক'রতে লাগলেন। লক্ষ্মী প্রতিমা প্রভৃতি সকলেরই বিশেষ উপকার হ'ল। অমৃত দুবেলা গঙ্গার ধারে বেড়ান, কোন কোন দিন বজরা করে সকলকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গায় হাওয়া খেতে যান। বাগানের নিকট একটা বড় বাঁধা ঘাট ছিল। তার চাদনার দুপাশে গঙ্গাযাত্রীদের থাকবার ঘর। সন্ধ্যায় কোন দিন সেই ঘাটে গিয়ে বসতেন ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মগ্ন হতেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কিছু জানা ছিল এবং বাড়ী ছেড়ে যখন কোথাও যেতেন, ঐ ঔষধের বাক্সটী সঙ্গে থাকিত। বাগানের আশপাশের লোকদের কারও পীড়া শুনিলে, রোগীর বাড়ী গিয়া ঔষধ ও প্রয়োজন হ'লে পথ্যের দ্রব্যাদি দিতেন। ক্রমে জানা জানি হ'ল যে একজন বড় মানুষ অথচ পরোপকারী

ও দয়াবান্ ঐ বাগানে এসেছেন। এক সন্ধ্যায়, ঘাটে গিয়ে দেখেন, কয়েকজন পুরুষ, একজন লোককে তীরস্থ ক'রচে। ঘরের দ্বারে গিয়ে জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, প্রায় তিন ক্রোশ দূর হ'তে ওরা এসেছে। উহারা রোগীর আত্মীয় বা স্বজনও নহে, প্রতিবেশী মাত্র। ব'ল্লেন "রোগীকে দে'খতে পারি কি?" সঙ্গের লোকেরা আপত্তি ক'রল না। দেখে এক জনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে, ঔষধ দিলেন ও পথ্যের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। পরদিন দেখে বুঝলেন তা'রা তাঁ'র কার্য্যে সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু ঔষধ খাওয়ায়। পাঁচ সাত দিন হয়ে গেল, ব্যারাম কিছুই উপশম হ'ল না। এক দিন ওদের মধ্যে এক জন, বাগানে তাড়াতাড়ি গিয়ে অমৃতকে ডাকিল। তিনি তৎক্ষণাৎ গেলেন।

অমৃত। কি হয়েচে?

এক জন। দেখুন দেখি, বোধ হয় হ'য়ে এসেছে।

অমৃত। (নাড়ী পরীক্ষা ক'রে) কৈ না। নাড়ী ত ভাল। আজ মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখ্‌চি না।

আর এক জন। আজ্ঞে না। এর চেয়ে ও আর ম'রবে না। যতদূর ম'রবার মরেচে। বলেন ত আমরা অন্তর্জ্জলি করি।

অমৃত। বল কি! জিয়ন্ত মানুষকে জলে চুব্‌ইয়ে মারবে? অমন কাজ কখনও করোনা। যদি কর, পুলিশে খবর দিব।

লোকেরা। আমরা বাড়ী ছেড়ে অনেক দিন রয়েচি। আর ত আমরা থাক্‌তে পাচ্চি না।

অমৃত। তাই বলে কি মানুষ খুন করবে? এনেছিলে কেন?

এক জন। আজ্ঞে! কে জানে এত ভোগাবে।

অমৃত। খবরদার, সাবধান। (মনে মনে) কি সর্ব্বনাশ! দেশাচার কি ভয়ানক! এই রকম বোধ হয় আরও হ'য়ে থাকে।

পুলিশ ডাকাইয়া রোগীকে বরানগরের হাঁসপাতালে পাঠায়ে দিলেন।

এক জন ভিন্ন আর সকলে বাড়ী ফিরে গেল। এক মাসের মধ্যে রোগী প্রায় সুস্থ হ'ল। অমৃত নিজ ব্যয়ে তাকে তার বাড়ী পাঠায়ে দিলেন। সেখানে আপনার বল্‌তে এক খুড়তুত ভাই ও তার স্ত্রী। তারা গঙ্গাযাত্রা-ফেরত রোগীকে, তীর্থ ঘুরে না এলে, ঘরে নিতে অসম্মত। সংবাদ পেয়ে, অমৃত তাকে লোক ও টাকা সঙ্গে দিয়ে কাশীতে এক ধর্ম্মশালায় পাঠায়ে দিলেন। তার বয়স প্রায় ষাট হয়েছিল। সে আর দেশে ফিরিল না। কাশীবাস ক'রল। বেচারীর স্ত্রী বা সন্তান ছিল না।

একই স্থান রোজ রোজ ভাল লাগে না। ভিন্ন ভিন্ন জায়গা দেখিবার ইচ্ছায়, অমৃত একদিন গঙ্গা পার হ'য়ে, বালির রেল ষ্টেশনে বেড়াতে গেলেন। কত গাড়ী আসা যাওয়া করছে। তখন চতুর্থ শ্রেণীর, অর্থাৎ বেঞ্চবিহীন গাড়ী ছিল। অশিক্ষিত লোকে উহাকে "দাঁড়া গাড়ী" বলিত। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়ার আয়ে, রেল কোম্পানী বড় মানুষ। অথচ এই দুই শ্রেণীর গাড়ীর আরোহীদের দুর্গতি দেখে, অমৃত বাবু অবাক্। যেই গাড়ী এসে দাঁড়ায়, অমনি মেয়ে পুরুষ, ছেলে পুলে, পুঁটলি পাঁট্‌লা নিয়ে, তৃতীয় ও দাঁড়া গাড়ীর দরজার কাছে

যায়। কিন্তু দেখে, দাঁড়াবার স্থান নাই, ঢুকিবার যো নাই। এষ্টেশনের খালাসীরা, লোকগুলোকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ঠুলে ঢুকিয়ে দিয়ে কপাট বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। কা'রো হাত, কা'রো পা চিমটে গিয়ে, রক্ত বেরুচ্চে। এষ্টেসনের লোকেদের মায়া দয়া নেই। ছাগল গরুর প্রতিও ঐ প্রকার ব্যবহার মানুষ করে না। একটা ছোট জাতির স্ত্রীলোক, দড়িতে ঝোলান, মোয়া ও বাতাসাপূর্ণ হাঁড়ী হাতে ও বগলে এক জোড়া নূতন ঝাঁতলা মাদুর নিয়ে বহু কষ্টে, কোন গতিকে দাঁড়া গাড়ীতে ঢুকল। বেচারি মেয়ের বাড়ী যাবে। কামরাটা লোকে পরিপূর্ণ। দাঁড়াবার স্থান নাই। কারও গায়ে মাদুর লাগ্‌লে, সে ব'লে উঠে "আরে মাগী বোস্ না।" যে দিকে একটু সরে দাঁড়ায়, সেই দিক হতেই ধমক "আরে মাগী বোস্‌না।" বেচারির কাপড়ের খুঁটে টিকিট খানি সযতনে বাঁধা হাতের মুটোয়। বার বার ঐ প্রকার ধমক খেয়ে, কাঁদুনে স্বরে, বাঁধা টিকিট খানি দেখাইয়ে বল্‌লে "বাবা, আমার দাঁড়া গাড়ীর টিকিট।" সে জানে ঐ টিকিটে দাঁড়াইয়া যেতে হবে, ব'সতে পাবে না। কামরার লোক, না হেসে থাক্‌তে পার্‌ল না। শেষে পাঁচ জনের দেখা দেখি ব'সল।

অমৃত দেখে শুনে হতভম্ব। পয়সা দিয়ে এইরূপ দুর্গতি!! বাগানে ফিরে গিয়ে রেল কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে ও গবর্ণমেণ্টকে লেখালেখি ক'র্‌লেন এবং ভদ্র লোকদের দ্বারা অনেক দস্তখতযুক্ত দরখাস্ত পাঠালেন। কিছু দিন পরে দাঁড়া গাড়ী উঠে

গেল ও প্রত্যেক ট্রেণে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী বেশী দেওয়ায় যাত্রী-দের কষ্ট কতক নিবারণ হলো। বাগানে প্রায় চারি মাস থেকে অনেকটা সুস্থ হ'লেন এবং সপরিবারে বাড়ী ফিরে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—তৃতীয় দৃশ্য।

প্রতিমা।

অমিয়ের দেনায় বিষয় ত সব গিয়েছে। অবশিষ্ট ভদ্রাসন বাড়ী নীলামে উঠিল। পঞ্চাশ হাজার টাকায় অমৃত নিজ নামে কিনিয়া রাখিলেন।

প্রতিমার এখন ত্রিশ বৎসর বয়স। অমৃতের সংসারভুক্ত, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেচেন। ধনীদের বাড়ীর অল্পবয়স্ক প্রায় সকল বিধবাই, পেড়ে কাপড ও হাতে গহনা পরে। রাত্রে লুচি, দুধ, ক্ষীর, সন্দেশ, আহার ও খাটে শয়ন করে। প্রতিমার শুধু হাত, থান কাপড় পরা ও মেঝেতে সামান্য বিছানায় শয়ন। স্বহস্তে নিরামিষ পাক ক'রে আহার। রাত্রে চিঁড়া ও মূড়ি প্রভৃতি সামান্য জলযোগ মাত্র, এবং সংসারের কাজ কর্ম্ম ক'রে সময় কাটান। দু'জায়ে একত্র বসা দাঁড়া ও কথাবার্ত্তা হয়। অমৃত একদিন লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতিমা কি ক'রে জীবন কাটাতে চান জেনেছ কি ?" লক্ষ্মী কোন দিন ও সব কথা পাড়েন নি। স্বামীর অনুমতি পেয়ে জিজ্ঞাসা করা স্থির ক'রলেন। বৈশাখের

জ্যোৎস্নায় ছাতের উপর দুজনে আছেন, প্রতিমা আপনা হ'তেই আগে বল্লেন।

"দিদি! কি করে দিন কাটাব তাই ভাবি।"

লক্ষ্মী। (সুযোগ পেয়ে) আমিও তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রব ক'র্‌ব মনে করি, পাছে তুমি কিছু মনে কর ভেবে বলা হয় না; বাবু বলেন, অমিয় এক সময় কি ভেবে, পুষ্যিপুত্র নেবার অনুমতি পত্র লেখা পড়া করে রেজেষ্ট্রী করেছিল। তাই তুমি কর না। তাহ'লে সংসারী হ'তে পার।

প্রতিমা। যার বিষয় সম্পত্তি আছে, সেই পুষ্যিপুত্র লয়। আমার কি আছে দিদি?

লক্ষ্মী। তোমার সব বিসয় আছে। বাবু বেনামী ক'রে কিনে রেখেচেন। আর দেনা নাই। সব শোধ হয়েছে। এখন তোমার বিষয় তুমি নিয়ে নূতন ঘরকন্না পাত, ইহাই তাঁর ইচ্ছা। তা হলে যেমনটী ছিল, ঠিক তেমনি না হোক, স্বচ্ছন্দে—আনন্দ মনে জীবন কাটাতে পা'র্‌বে।

প্রতিমা। দিদি তুমি ও কি ব'ল্‌চ? একবার ভেবে দেখ দেখি। ভগবান ত আমায় সব দিয়েছিলেন। রূপবান স্বামী ও ঐশ্বর্য্য পেয়েছিনু। তাতেও যখন ঐহিকের সুখে বঞ্চিত, বেশ বুঝ্‌চি, তাঁর ইচ্ছা অন্য প্রকার। তা না হ'লে সব দিয়ে, আবার নেবেন কেন? এত দেখে শুনে, যদি ফিরে ফিরতি সুখ-স্বপ্ন দেখি, তবে আর হ'ল কি? জোড় কলমের গাছ আর পুষ্যিপুত্র সমান। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান।

পুষ্যিটা কুড়ান বিষয় পেলে দু'দিনে বওয়াটে হ'য়ে সব উড়িয়ে দিতে পারে!

লক্ষ্মী। আমার এক ছেলেকে নিতে পার।

প্রতিমা। তারা ত আমার আছেই, আবার পুষ্যি নিতে হবে কেন? তা ছাড়া, খাল কেটে বান আনা। ভাসুর মশাইয়ের অবর্ত্তমানে, দুই ভাইয়ে সব বিষয় পাবে। কিন্তু ছোটকে যদি পুষ্যি নেই, হয় ত হাতে বিষয় পেয়ে, এখনই তাঁর সঙ্গে বিবাদ ক'রবে।

লক্ষ্মী। তবে তুমি কি ক'রবে?

প্রতিমা। আমি কিছুই চাই না। ভাসুর মশাই সাহায্য ক'রলে আমি ভাল কাজে দিন যাপন ক'রতে পারি।

লক্ষ্মী। কি বল না? তিনি তোমার জন্য সব ক'রতে প্রস্তুত।

প্রতিমা। যদি এই বাড়ীর একখণ্ড ছেড়ে দেন ও কিছু কিছু খরচ দেন, আমি তাতে বিধবাশ্রম ক'রতে পারি এবং তাদের সেবায় জীবন শান্তিতে কাটাতে পারি।

লক্ষ্মী। এ ত বেশ কথা। তিনি তাই ক'রবেন।

অমিয়ের খণ্ডে আশ্রম হ'ল। একটী বালবিধবা নিয়ে আশ্রম খোলা হ'ল। একটী দুটী ক'রে ত্রিশজন জুটল। নানা প্রকার শিল্প, শেলাই, বোনা ও সেবাশুশ্রূষার কাজ শিখান হ'তে লা'গল। যারা ভাল লেখাপড়া শিখিল, তাদের বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী ও যারা সেবার কাজে পটু, তাদের

কতককে হাঁসপাতালে নর্স এবং কতককে গৃহস্থের বাড়ী রোগীর সেবায় নিযুক্ত করা হ'তে লাগল। আশ্রমের প্রস্তুতি শিল্প-দ্রব্য বিক্রয় ক'রে বেশ আয় আরম্ভ হইল। অমৃতের জমিদারীতে প্রায় পনেরটা হাঁসপাতাল ও দেড় শত মেয়ে ইস্কুল। প্রত্যেক হাঁসপাতালে তিন চার জন নর্স ও প্রতি ইস্কুলে পাঁচ ছয় জন ক'রে শিক্ষয়িত্রীর দরকার। তদ্ভিন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে রোগীর সেবার জন্য আরও নার্স চাই। এ সমস্ত, আশ্রম থেকে হওয়া সুকঠিন। তথাপি যতদূর সম্ভব, কাজ চল্‌তে লাগ্‌ল। এই সকলে অমৃতের মহা আনন্দ ও অকাতরে ব্যয়। তা ছাড়া আশ্রমবাসীদের সেবা আছে। প্রতিমার অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রম।

নবম পরিচ্ছেদ—প্রথম দৃশ্য।

শরৎশশী।

যুগলকিশোরের বড ছেলে শরৎশশী, লক্ষ্মীর চেয়ে তিন বৎসরের বড়। ইংরাজী লেখা পড়া বেশ শিখেছেন। তখনকার দিনে ইংরাজী জানা যুবকেরা হোটেলে গিয়ে নিষিদ্ধ আহার ক'রতে সাহস করিত না। বিশেষ, পাড়াগেঁয়েদের সমাজকে আরও ভয়। শরৎ লুকাইয়া গোয়াল বাড়ীর একটা ঘরে বাবুরজি দ্বারা মুরগী রসুই করাইয়া আহার করেন। তা যুগল ও তাঁর স্ত্রীর জান্‌তে বাকি রইল না। একটা পুরাণ চাকর, রসুয়ের যোগাড় করে।

সে খুব গাঁজা খায়। টিকি আছে, ও "বাবা শম্ভুনাথ" এ কথা মুখে লেগেই আছে। অথচ বাবুদের প্রসাদ বৃথা যায় না, সে অতি তৃপ্তির সহিত খায়। তার সকল বিষয়েই ভিট্‌কেলমি। ন্যাকা সেজে থাকে। যেন কিছু জানে না, বুঝে না। ঐ রসুই ঘরকে সে "ভোগের ঘর" বলিত। একদিন যুগলবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা কল্লেন "হ্যারে ভোগ খায় কেরে ভোলা ?

ভোলা। দাদাবাবু ও তাঁর বন্ধুরা।

গিন্নি। হ্যাঁরে ভোলা! যে রসুই করে ও কি জাত ?

ভোলা। মা! ও নৈকশ্য কুলীন।

গিন্নি। সে কি রকম ?

ভোলা। ও ছিল মুসলমান, এখন খৃষ্টান হয়েচে। (গিন্নি হাসিলেন) একদিন কতকগুলা ডিম হাতে ক'রে ভোলা ভোগের ঘরের দিকে যাচ্চে। গিন্নি দেখে জিজ্ঞাসা কল্লেন, ও কিসের ডিম রে ভোলা ?

ভোলা। ভগমানের ডিম মা, খুব ভাল। মুরগীর ডিম বুঝে তিনি না হেসে পাল্লেন না।

অমৃতবাবু ও সবের দিকে যান না; সেজন্য শরতের বড় দুঃখ। ভগিনীপতি অনেকদিনের পর এসেচেন, ভাল মন্দ পাঁচ রকম ক'রে খাওয়াবেন, তা হয় না। মনদুঃখে একদিন বল্লেন,—অমৃত! মাছ মাংস না খেয়ে বাঁচ কি ক'রে ?

অমৃত। বেঁচে ত আছি।

শরৎ। আচ্ছা ভায়া! খেতে কি দোষ ? ভগবানের

সৃষ্টিতে, সব বড় জীব ছোটকে খায়। সাপ, মাচ, ছোট সাপ মাচ খায়। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুদের ত কথাই নাই। শিকারী পক্ষীরা জিয়ন্ত পাখী ধ'রে খায়।

অমৃত। পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবেরা যা করে, মানুষ কেও কি তাই ক'রতে হ'বে? তবে আর তাদের সঙ্গে মানুষের তফাৎ কি?

শরৎ। মাছ মাংস না খেলে, শরীরে বল হয় না। সিঙ্গি বাঘের সঙ্গে তুলনায়, মোশ গরুর জোর কত কম?

অমৃত। মোশ গরুর বল কি কম? হাতীর কত জোর। হনুমানের বল কত।

শরৎ। গোরাদের সঙ্গে আমাদের তুলনাই হয় না।

অমৃত। সে বাঙ্গালী ও উড়েদের সঙ্গে। তারাও ত মাছ মাংস খায়। পশ্চিমে অনেক ছোট বড় জাতি মাচ মাংস আদপে খায় না। তারা কি কম বলবান? জাপানিরা আমাদের মত ভাত খায়। অথচ তারা পৃথিবীর মধ্যে একটা ক্ষমতাশালীজাতি। তা ছাড়া, শুধু শরীরের দিকে দে'খলে হবে না। শরীর ছাড়া মানুষের আর এক দিক আছে। তার আধ্যাত্মিক ভাব আছে। আহারের সহিত আত্মার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কোন আহারে পশুভাব, অপর কতক আহারে দেব-ভাব বর্দ্ধিত হয়। মানুষকে দেব-ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হ'বে। আমাদের শাস্ত্রে সাত্বিক ও আসুরিক আহারের কথা অনেক আছে।

শরৎ। ঠিক কথা। আমি ওটা ভাবি নাই। উহা চিন্তা ক'রার বিষয় বটে।

ভোলার বাড়ী যুগলের বাড়ী থেকে চার কোশ পশ্চিমে। মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বিল আছে! সেটা উত্তর দক্ষিণে আট কোশ লম্বা ও পূব পশ্চিমে এক কোশ চওড়া। তাতে মোটা ধান হয়। বৈশাখ মাসে ধান বুনিতে হয়। কারণ, আষাঢ় শ্রাবণে জলে পরিপূর্ণ হয়। ধান গাছ বড় হতে থাকে ও জলের গভীরতাও বাড়িতে থাকে। বিলের মাঝখান দিয়ে একটা জাঙ্গাল অর্থাৎ রাস্তা আছে। তার উত্তরে, বিলের দুকোশ এবং দক্ষিণে, ছয় কোশ। জাঙ্গাল বাধিবার সময় তার দক্ষিণ পাশ থেকে মাটি কেটে লওয়া হয়েছিল। সেটা যেন একটা খালের মতো। বর্ষাকালে ও অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ঐ খালে ডিঙ্গি করে মানুষ বিল পার হয়, রাস্তা হাঁটা বাঁচিয়া যায়। কোন বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে অধিক বৃষ্টি হ'লে, বিল জলে পূর্ণ হ'য়ে, হ্রদ বিশেষ হয়। চারা ধান গাছ ডুবে গিয়ে পচে যায়। দক্ষিণে বাতাসে বড় তুফান হ'য়ে ঢেউ গুলা জাঙ্গালের গায়ে বেগে আঘাত করে। সুতরাং তখন খাল দিয়া নৌকা যাওয়া বিপদজনক হয়। মাঠের উপর দিয়ে নৌকা যাতায়াত করে। ঐ বৎসর বিলের ঐ প্রকার অবস্থা। চাকরটা পূজার সময় বাড়ী যাচ্চে ও নৌকায় বিল পার হচ্চে। নৌকা লগি মেরে চলেচে। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক ঘিরেচে। তার উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। হুহু হুহু ক'রে দক্ষিণে বাতাস বইচে। বিলে বেশ তুফান উঠেচে। চাকরটার ডিঙ্গিতে এক ব্রাহ্মণ ছিল।

চাকরটার গ্রামের আরও দু কোশ পশ্চিমে ব্রাহ্মণের গ্রাম। বিলের অপরপারে কোনও গৃহস্থের বাড়ী সে রাত কাটাবে। ব্রাহ্মণ তুফান দেখে ভয়ে আকুল। চাকরের ভয় নাই। সে জানে নৌকা ডুবিলে মাঠের উপর এক কোমর জল। ব্রাহ্মণ অনেক দিন পরে আশ্বিন মাসে বাড়ী যাচ্চে। পরিবার বর্গের পূজার কাপড় সঙ্গে আছে। প্রাণভয়ে মাঝে মাঝে বল্‌চে "জয় মা দক্ষিণে কালী। রক্ষা কর। নিরাপদে ঘরে গিয়ে তোমায় পাঁটা দেবো।" ভোলা বল্‌চে "আর দক্ষিণে কালী! কাল এই বিলে মড়া হয়ে ভাসবো।" বামুনের আরও প্রাণ কাঁপিতে লাগ্‌ল। বুঝি আর স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখা ভাগ্যে ঘটে না। আবার "জয় মা দক্ষিণে কালী, বাঁচাও মা। তোমায় জোড়া পাঁটা দেবো।" চাকরটা বলিল "আর ঠাকুর, জোড়া পাঁটা দেবে কে? বাড়ী পৌছিলে ত! কাল উপুড় হয়ে ভাসবো ও ডাঁড় কাগে পিট ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাবে।" পৈতা হাতে জড়াইয়া ব্রাহ্মণের কান্না। মাঝি কত বুঝাতে লাগ্‌ল; তবু বামুনের মন প্রবোধ মানে না। চাকর মজা দেখ্‌চে ও মনে মনে হাস্‌চে। কোনও রকমে পরপারে ডাঙ্গায় পা দিয়ে, চাকরটা বল্লে, "আঃ বাঁচলুম! ঠাকুর, জোড়া পাঁঠা একা একা খেও না, আমায় কিছু মাংস পাঠিয়ে দিও।"

ব্রাহ্মণ। তোকে দেবো বই কি, তুই আমাকে ত মেরেছিলি!

রাতটা কারো বাড়ী, কাটিয়ে পর দিন বাড়ী গিয়ে, সে জোড়া পাঁটার পরিবর্ত্তে, ছোট সরায় দুটা চিনির ডেলা সন্দেশ দিয়ে, দক্ষিণে কালীর পূজা দিল। একেই বলে "ভারে মেনে, সরায় শোধ।"

নবম পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় দৃশ্য।

পিতা কন্যায়।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুবছর কেটে গেল। পরিমল এখন আঠার বছরের। তার বিবাহের কথা আবার উঠ্‌ল। স্ত্রী-পুরুষে কথা হ'তে লাগ্‌ল! অমৃতের ইচ্ছা, লক্ষ্মী এক বার পরিমলের মন বুঝেন। তদনুসারে তিনি পরিমলের সঙ্গে কথা ক'য়ে বুঝলেন, তার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয় নাই। অমৃত নিজে ব'লবেন স্থির হ'ল। রাত্রে আহারে বসে, ঝিকে দিয়ে পরিমলকে ডাকালেন। লক্ষ্মী সেখানে আগে থেকেই আছেন।

অমৃত। পরিমল! তুমি আমার কাছে আস না? খাবার সময় একবার এসে দেখ শুন না। দিন দিন এমন হচ্চ কেন?

পরিমল। আসি ত। তবে দুবেলা আসি না বটে। মা থাকেন, আমার থাক্‌বার তত আবশ্যক মনে করি না।

অমৃত। তুমি এত ব্যস্ত কিসে?

পরিমল। পড়া শুনা ও পুজো আহ্নিক আছে এবং কাকিমার সঙ্গে থেকে তাঁর কতকটা সাহায্য করি।

অমৃত। মা বাপ, ভাই ভগ্নিদের প্রতিও ত কর্ত্তব্য আছে।

পরিমল। আছে বৈ কি? যত দূর পারি, তাও ত করচি। মা কি বলেন না?

অমৃত। শুনতে পাই সব। তবে তোমাকে সংসারী করতে পারলে, মনে আরও সুখ পেতে পারি।

পরিমল। (লজ্জাবনত মুখে) আমি কি সংসারী নই? গৃহ ধর্ম্ম করচি, বনবাসী হইনি ত?

অমৃত। তা ত ক'রচ। কিন্তু নিজের সংসার পাতবে না?

পরিমল। (সলজ্জায়) আমার সে প্রবৃত্তি হয় না। এ কি নিজের সংসার নয়?

অমৃত। তা ঠিক। বিয়ে ক'রে শ্বশুর ঘরে সংসার করা ও বাপের বাড়ী থেকে গৃহী হওয়া, অনেক প্রভেদ।

পরিমল। সকলকেই বিয়ে করতে হবে, আমি মনে করি না। তা ছাড়া আরও বিস্তর কাজ আছে। কাহাকে কাহাকেও সেবা দ্বারা পরকে আপনার করতে হবে। পৃথিবীতে কত গরীব দুঃখী, অনাথা রয়েচে, তাদের কষ্ট দূর করবার জন্য কতক লোককে ব্রতী হ'তে হবে। সে দিন গ্রামের হাঁসপাতালে গিয়ে কি দেখ্‌লেন মনে আছে ত? সব নর

নারীকে বিয়ে ক'র্‌তেই হবে, এই সংস্কার আমাদের দেশে এত দৈন্য ও দুরবস্থা এনেছে। সে দিন শুনে আশ্চর্য্য হলাম, একজন তার হিজ্‌ড়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। জামাই যখন জান্‌তে পার্‌লে, তখন আর বিয়ে না করে; সন্ন্যাসী হ'য়ে চলে গেল। পুরুষত্ব-হীন এক যুবার বিয়ে হয়। তার স্ত্রী আত্মহত্যা করে। ভিখারীরা ভিক্ষা কর্‌তে আসে। দেখ্‌চেন ত, এক একজন কাঙ্গালিনীর কাঁধে একটা কোলে একটা, হাতে ধরা একটা ও সঙ্গে হেঁটে আসে দু'তিনটা ছেলে মেয়ে।

অমৃত। তোমার সম্বন্ধে ওসব কোনও কথা খাটে না। বিয়ে ক'র্‌তে তোমার বাধা কি ?

পরিমল। কাউকে কাউকে দৃষ্টান্ত দেখায়ে সমাজকে বুঝাতে হ'বে যে, বিয়ে করাই জীবনের সার কাজ নয়। সবাই যদি বিয়ে ক'রে, নিজের লইয়াই বিব্রত থাকে, পরের দুঃখ দারিদ্র্য দূর কর্‌বে কে ? কেহ অর্থ দ্বারা, কেহ বা সামর্থ্য দ্বারা ঐ কাজ করবে। তা না ক'র্‌লে পৃথিবী শ্মশান হবে যে।

অমৃত। বহুদিনের সঞ্চিত পুণ্য, নিমেষে ক্ষয় হয়ে যেতে পারে, এ কথা যেন মনে থাকে।

পরিমল। পৃথিবীতে এত সাধু জীবন, এত ত্যাগ দেখে যদি অচল অটল থাক্‌তে না পারি, তবে এ ছার জীবন থাকা না থাকা সমান।

অমৃত। (আর কোন কথা না ব'লে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন) তুমি কি কর্‌তে চাও ?

পরিমল। আমি অনাথ আশ্রম খুলে শত শত পুত্র কন্যার মা হ'তে চাই।

স্ত্রী পুরুষে যুক্তি ক'রে স্থির করলেন যে, পরিমলের মতে এখন মত দেওয়াই ভাল। তার পর দেখা যাবে কি হ'তে কি হয়। গ্রামের প্রান্তরে প্রশস্ত স্থানে একটা পাকা বাড়ী হলো। তার দুখণ্ড। একটা বালিকাদের, অপরটা বালকদের জন্য—বড় বড় অক্ষরে দুই ফটকের মাথায় লিখে দেওয়া হ'ল। মধ্যস্থলে দোতলা দুইটী ঘর পরিমলের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল। একটা দুটী ক'রে পিতৃমাতৃহীন দুর্ভাগা বালক বালিকা জুটিতে লাগিল। তাদের নিয়ে থাকাই পরিমলের কাজ। ভাল ভাল লোকের সার্টিফিকেট দেখে বালক বালিকা নির্ব্বাচন করা হইত। ক্রমে দেশ বিদেশ হইতে প্রকৃত দুঃখী অনাথে আশ্রম পূর্ণ হ'য়ে গেল। অমৃত ও লক্ষ্মী মধ্যে মধ্যে গিয়া দেখে শুনে আসেন। পরিমলের সৎকাজে তাঁরা সন্তুষ্ট হ'লেন। তাঁদের দুই ছেলের ও ছোট মেয়ের বিবাহ দিয়ে তাদের সংসারী করলেন।

নবম পরিচ্ছেদ—তৃতীয় দৃশ্য।

অমৃত সমুদ্রপথে।

অমৃত, ভবেশ ও দীনেশকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে পুষ্করিণী ধারে সন্ধ্যায় বসে সদালাপ করছেন। কিসে অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধার করা যায়, সে বিষয়ে কথা উঠ্‌ল।

অমৃত। আমাদের দেশ ত মজিতে বসেচে। নমঃশূদ্র, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি জাতির উপর আমাদের ব্যবহারে তা'রা কতক মুসলমান ও কতক খৃষ্টান হচ্চে। হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। আদম সুমারিতে (সেন্‌সন্ জানা) যাচ্ছে, হিন্দু-জাতি মরণোন্মুখ। কি উপায় অবলম্বনে এর গতিরোধ করা যেতে পারে ?

ভবেশ। ইংরাজ-রাজত্বে পথ অনেকটা পরিস্কার হচ্চে। ইংরাজী শিক্ষায়, তাঁহাদের আচার ব্যবহারে ও রেল-ষ্টীমারের দৌলতে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও অস্পৃশ্য একত্রে যাচ্চে। ছয় মাসের পথ দু'দিনে অতি সস্তায় যাওয়া যায়। এমন সুবিধা কেহ ছাড়্‌তে চায় না। কাজেই অধ্যাপক ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে স্বষ্টে চোক্ কান্ বুজে, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বাধ্য হ'য়ে যাতায়াত কর্‌চে। এক দিকে মুসলমান অপর দিকে ম্যাতবরের গা ঘেঁসে বস্‌তে হচ্চে। ব্রাহ্মণের জাত্যা-ভিমান কাজেই আর রক্ষা করা দায় হ'য়ে পড়েচে।

অমৃত। তা ঠিক। কিন্তু পতিত জাতির প্রতি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের দৌরাত্ম্য কিছুই কমে নাই। রেলে, ইষ্টীমারে শুধু যাওয়া আসা দেখ্‌লে কি হ'বে ? একবার চল না মান্দ্রাজ, দেখ্‌বে কি ভয়ানক ব্যাপার! বঙ্গদেশের অনেক জেলাতেও উচ্চ বর্ণদের অত্যাচার বড় কম নয়।

দীনেশ। চোকে না দেখ্‌লে, সব বুঝা যায় না। দেশভ্রমনে প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মাবে। চল একবার বের হ'য়ে পড়া যাক্।

অবশেষে প্রথমে মান্দ্রাজ যাওয়াই স্থির হ'ল। উদ্যোগ আয়োজন হ'তে লাগল। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে তিন বন্ধুতে ষ্টীমারে যাত্রা কর্‌লেন। কল্‌কাতা ছেড়ে, যতই দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের দিকে জাহাজ যেতে লাগ্‌ল, গঙ্গার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন হ'তে চলিল। দামোদর নদী, রূপনারায়ণে প'ড়ে চওড়া হ'য়ে, গেঁয়োখালিতে গঙ্গায় মিশেচে। ঐ মোহনা বেশ প্রশস্ত ও বালির চড়াপূর্ণ। অনেক জাহাজ ওখানে মারা গেচে। সেই জন্য জাহাজ সকলকে, অতি সতর্ক হ'য়ে, ঐ স্থানে যাওয়া আসা কর্‌তে হয়। একজন খালাসা নিয়ত জল মাপ্‌চে ও হেঁকে জলের গভীরতা বল্‌চে। তার পর ডায়মণ্ড-হারবারে পৌঁছিলে, গাংয়ের পরিসর তিন কোশ দেখা গেল। এঁকে বেঁকে ষ্টীমার যতই নেমে যেতে লাগল, ততই গাং চওড়া। সাগর দ্বীপের নিকট গাংয়ের এক পার থেকে অপর পার একটা কালো রেখার মতো বোধ হলো। গাংয়ের মধ্যে মধ্যে সাদা, লাল ও সবুজ রংয়ের বয়া ভাস্‌চে। ঐ গুলি নাবিকের পথ-প্রদর্শক। সাগর দ্বীপে একটা উচ্চ আলোক-স্তম্ভ আছে। তার মাথায় একটা লণ্ঠনের ভিতর উজ্জ্বল দীপ। লণ্ঠনের আধ খানার কাঁচ কৃষ্ণ ও আধখানার সাদা বর্ণের। লণ্ঠন ঘুরিতেছে। সুতরাং দীপটা একবার দেখা যায়, আর বার অদর্শন হয়। দূর থেকে নাবিকদের দীপটা দেখবার সুবিধার জন্য ঐ প্রকার ব্যবস্থা। একবার অদর্শন হ'লে, শীঘ্র দীপটা দেখা যায়। লণ্ঠনের সমস্ত কাঁচ সাদা হ'লে, সব সময় দেখিতে পাওয়া যায় না।

জল মাপা বন্ধ নাই। ক্রমে সাগর-সঙ্গমে। সেখানে কূল কিনারা নাই। জল কাদা ঘোলা। বঙ্গোপসাগরে পড়েও অনেক দূর পর্য্যন্ত ঐ ভাব। সমুদ্রের নীল জল তখনও নাই। তিন চার কোশ দক্ষিণে গিয়া, তবে নীলাম্বু দেখা গেল। অগ্রহায়ণ মাসে সমুদ্র স্থির। বেলা ৪ টার সময় তথায় জাহাজ পৌঁছিল। তৎদণ্ডে সব সাহেব মেম সমুদ্রের জলে স্নান কর্‌বার জন্য,স্নানের ঘরে গেল। ৫ টার পরেই সূর্য্য অস্তগামী। কি মনোহর দৃশ্য! বিশাল জলধি গর্ভে সূর্য্যদেবের প্রবেশ এই প্রথম দেখে', তিন বন্ধুতে মুগ্ধপ্রায়। অনন্ত আকাশ, অনন্ত-প্রায় সাগরে মিশেচে ও সূর্য্য নীল জলে ঢুকে যাচ্চে, এ সুরম্য দৃশ্য দেখবার জিনিষ। তাঁদের মনে হ'তে লাগ্‌ল এ দর্শনে জীবন সার্থক হলো। এত দিন যেন কিছুই দেখা হয় নাই। অনন্তের মহিমা হৃদয়ে জাগরূক হ'য়ে উঠ্‌ল। জাহাজের ছাতে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের শয়নস্থান। অগ্রহায়ণ মাসে হিমের ভয়ে, বঙ্গদেশের লোক মহা ভীত। কিন্তু সাগরবক্ষে হিম নাই। নির্ম্মল উন্মুক্ত বায়ু সেবন কর্‌লে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। সেই জন্য সাহেব, মেম, বালক বালিকা সকলে সামিয়ানার নীচে, সুখে নিদ্রিত। অমৃতেরাও তিন জনে সেই খানে। তাঁরা সূর্য্যোদয় দেখবার অভিলাষে ভোরে উঠে ব'সে আছেন। আবার সেই প্রাণভুলান দৃশ্য। নীল জলে, নীল আকাশ ঠেকে রয়েচে এবং সেই মিলন স্থানে লাল-মূর্ত্তি দিনমণি, জলধিগর্ভ ভেদ করে ঠেলে উঠ্‌চে। আহা! এ যিনি দেখেন নাই, তাঁর যেন বিধাতার

রাজ্যের আসল বস্তুই দেখা হয় নাই। বন্ধুরা কি ভাবে মগ্ন হ'য়ে গেলেন, তাঁরাই জানেন। এই মহা আনন্দের দিন কোথায় দিয়া যে কেটে গেল, তাঁরা জান্‌তেই পারলেন না। সাত দিনের দিন মান্দ্রাজ বন্দর দূর থেকে দেখা গেল। ক্রমে নিকবর্ত্তী হ'য়ে, স্পষ্ট দেখা যেতে লাগ্‌ল। কত জাহাজ মাস্তুল পতাকা বুকে করে দাঁড়িয়ে রয়েচে। অতি সাবধানে ষ্টীমার বন্দরে প্রবেশ কর্‌চে। বন্দর অতি বৃহৎ। কল্‌কাতার বন্দর তার কাছে কোথায় লাগে। কলকাতার বন্দর, গঙ্গা নদীর ভিতর, আর মান্দ্রাজের বন্দর ভারত-সমুদ্রের ধারে। দুইয়ে তুলনাই হয় না। জেটিতে অমৃতের এক আত্মীয় যোগেশবাবু গাড়ী সহ উপস্থিত ছিলেন। উহাঁদের দেখে, উৎফুল্লচিত্তে, সঙ্গে করে গাড়ীতে চড়িয়া, তাঁর বাসায় লয়ে গেলেন। সাত দিন জাহাজের আহার খেয়ে, বিরক্ত হ'য়েছিলেন। আজ বাঙ্গালীর খাওয়া পেয়ে, প্রাণ বাঁচ্‌ল—পরিতৃপ্ত হলো।

দশম পরিচ্ছেদ—প্রথম দৃশ্য।

মান্দ্রাজ সহরের আচার।

আহার বিশ্রাম অন্তে, পর দিন প্রাতে নগর দেখ্‌তে আত্মীয়ের সঙ্গে তিন বন্ধু বাহির হ'লেন। তাঁরা যা দেখ্‌তে এসেছেন যোগেশ বাবু জানেন। তাই ইংরেজ টোলায় না গিয়ে, ঐ দেশীয় লোকের পল্লীতে গেলেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ

বর্ণের লোকের চলিবার পথ, ইদাঁরা, পুষ্করণী পৃথক। সে পথ দিয়া বা সে ইদাঁরা ও পুকুরের ত্রিসীমানায় অস্পৃশ্য বর্ণের যাবার অধিকার নাই। একজন গরিব লোককে চার 'পাঁচ জনে ধরে' মার্‌চে। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় যোগেশ বল্লেন ও লোকটা বোধ হয় নূতন এসেচে। ও না জেনে, কোন নিষিদ্ধ ইদাঁরার জল নিচ্ছিল, তাই এই শাস্তি। আর এক দিকে নিষিদ্ধ পথ দিয়া একজন পঞ্চমা যাইতেছে দেখিয়া কতকগুলি লোক, তার গলা ধাক্কা দিয়ে, হাত ধ'রে হিড়্‌হিড়্ করে টেনে নিয়ে যাচ্চে। যদি বিশেষ দরকারে, নিষিদ্ধ পথ দিয়ে যেতে হয়,ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে যাবার নিয়ম। ও লোকটা তা করে নাই। ভ্রমণকারীরা দেখে শুনে হতভম্বা! ইংরেজ-রাজত্বে এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে, একি সম্ভবপর! যোগেশ বাবুর মুখে তা'পর বিস্তারিত শুনিলেন যে, মোট চার কোটী মান্দ্রাজার মধ্যে পনের লক্ষ পঞ্চমা, অর্থাৎ পতিত অস্পৃশ্য। তার মানে পাঁচ জনের মধ্যে একজন লোক উচ্চ বর্ণের। তাদের চল্লিশ ফুটের মধ্যে পঞ্চমা যাইতে পারে না। এক জন শিক্ষিত পঞ্চমা, মিউনিসিপ্যাল কমিসনার নির্ব্বাচিত হ'লে, বাকি সকলে পদত্যাগ করেন। বহু কষ্টে ও চেষ্টায় ইস্তফা পত্র ফেরৎ লইতে তাঁহাদিগকে স্বীকৃত করা হয়েছিল। হাইকোর্টে একটা মোকদ্দমায় প্রকাশ যে, ওখানে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত আছে। চাষা মজু-রেরা সব, উচ্চ বর্ণের চাকুরী করে। খতের লিখিত মেয়াদ মধ্যে কর্ম্মত্যাগ করবার যো নাই। পঞ্চমারা নিজেদের চাষের উৎপন্ন

দ্রব্য বাজারে উচিত মূল্যে বিক্রয় করিতে পায় না। নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল উচিত মূল্যে কিনিতে পায় না। কোন জিনিস কিন্‌তে হ'লে, মুদীর দোকানের ২০ হাত দূরে, রাস্তায় পাত্র রেখে দূরে থাক্‌তে হয়। মুদী সেই পাত্রে জিনিস দিয়ে যায়। গভর্ণমেণ্টের স্কুলে পঞ্চমারা পড়িতে পারে না। তাদের স্কুল পৃথক। যোগেশ বল্লেন, prejudice dies hard. কুসংস্কার শীঘ্র যায় না। সহরের আর যাহা যাহা দেখিবার ছিল, পরদিন তিন জনে দেখ্‌তে বাহির হলেন। হাইকোর্টে যাইয়া দেখেন, সাহেব জজের সঙ্গে মান্দ্রাজী জজ, বৃহৎ পাগ্‌ড়ি মাথায় শুধু পায়ে ব'সে আছেন। ন্যাড়া মাথায় মোটা শিখাটিকী ঝুল্‌চে। রাস্তায় পুরুষদের কাছা দেওয়া নাই ও অবাধে ঘোড়ার গাড়ীর দরজা খুলে মহিলারা যাওয়া আসা করচে। হেটেও কত ভদ্র নারী যাচ্চেন। এগুলি উঁহাদের চোখে নূতন বোধ হলো। নরনারীরা সরিসার তেল মাখেও না খায়ও না। নারিকেল তেল খায় ও গায়ে মাথায় মাখে। নারিকেল বৃক্ষ ওঅঞ্চলে বিস্তর ও বড় বড়। অতি সস্তা। পুরুষদের লম্বা শিখা ও মেয়েদের লম্বা চুল পরিষ্কার রাখিবার জন্য ঐ তেল ব্যবহার হয়। ভদ্রেরা নিরামিষ আহার করেন। বেশ বিন্যাস ও কাপড় পরার ধরনও বঙ্গদেশের সঙ্গে মিলে না। সাত আট দিন থেকে, তিন বন্ধু কল্‌কাতা মুখে যাত্রা করলেন। মান্দ্রাজে যাওয়ার সময় অত লক্ষ্য করেন নাই। ফিরিবার সময় দেখেন, জাহাজের গতি মাপিবার দুই প্রকার যন্ত্র আছে। দড়ীর মুখে একটা পিতলের

শিশি। তার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। তাহা জলে ফেলে, ঘড়ী ধরে এক মিনিট রেখে, সেটা তুলিয়া জল কতটা প্রবেশ করেচে দেখে, গতি নিরূপণ হয়। বেশী জোরে গেলে অধিক, কম জোরে গেলে, অল্প জল ঢুকে। তার মাপ আছে শিশির গায়ে। আর একটা হচ্চে নাটাইয়ে দড়ী জড়ান। দড়ীর মুখে একটা চৌকা তক্তা বাঁধা। জলে তক্তাটা ফেলে দিয়ে, ঘড়ী খুলে এক মিনিট পরে কত দড়ী খুলে গেছে দেখে, গতি বুঝা যায়। তা ছাড়া দিক্‌দর্শন-যন্ত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাহা না থাক্‌লে জাহাজ গম্যস্থানে যেতেই পারে না। কাপ্তেনের সম্মুখে ও যে হাল ফেরায় তার নিকট ঐ যন্ত্র একটা ক'রে আছে।

অগ্রহায়ণে উত্তুরে বাতাস। সামান্য মেঘ ক'রে বাতাসের জোর হ'তে, সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালায় সুশোভিত হ'য়ে উঠ্‌ল। তরঙ্গের মাথা সাদা ফেনা হ'য়ে ভেঙ্গে পড়্‌চে। সেই সঙ্গে জাহাজও উঠ্‌চে ও নাম্‌চে, হেল্‌চে ও দুল্‌চে। ডেকের উপর বেড়াবার যো নাই। প'ড়ে যেতে হয়। বিছানায় শুয়ে থাকা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, তবুও ভ্রমণকারীদের বমী হ'তে লাগ্‌ল। আহারের ঘণ্টা দিলে আহার কর্‌তে কেহই গেলেন না। কেবল বমন, খাবে কে? সাহেব মেমেদের অনেকের ঐ ভাব। অতি অল্প লোকের ভাবান্তর হয় নাই। অমৃত বাবুদের কষ্ট হলো। বাতাস দু ঘণ্টার পর নরম হলো ও জলধি স্থির মূর্ত্তি ধর্‌ল। তখন গা বমী বমী গেল ও ক্ষণেক পরে সকলে আহার করিল। কল্‌কাতায় পৌঁছে অমৃতেরা বাড়ী গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় দৃশ্য।

তিন কর্ম্মবীর পূর্ব্ববঙ্গে।

কয়েক দিন বিশ্রামান্তে, অমৃত, ভবেশ ও দীনেশ পূর্ব্ববঙ্গে পতিত জাতির অবস্থা দেখ্‌তে গেলেন। উহাঁরা চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বার লোক নন্‌। যশোহর জেলায় বাগআঁচড়া একটী বড় গ্রাম। তথায় প্রায় চারশ ঘর নমঃশূদ্রের বাস। তাদের লেখাপড়া শিখিবার কোন ইস্কুল নাই। গ্রামের ভদ্রলোকদের বাসস্থান হ'তে পৃথক জায়গায় তাদের বাড়ী-ঘর। উলু খড়ের ছাউনি ও দরমার বেড়া দেওয়া ছোট ছোট নীচু ঘরে বাস। ঐ সকল ঘরে রোদ, বাতাস প্রবেশ করবার পথ নাই। একে জমি সেঁতা, তাতে ঘরের পোতা আধ হাতের বেশী উঁচু নয়। ঘরগুলিও শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। এখানে সেখানে, এমুখো ওমুখো। মধ্যের রাস্তাও সেইপ্রকার বাঁকাচোরা। সেগুলি বর্ষার জল ও বাড়ীর ময়লা জল নির্গত হ'বার পথ মাত্র। সুতরাং গ্রীষ্মকালেও তাহা দিয়া গমনাগমন অতি কষ্টকর—বর্ষাকালে তাহাতে এক হাঁটু কাদা। বলা বাহুল্য, গ্রামের স্বাস্থ্য শোচনীয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে মেয়ে, পুরুষ, বালক-বালিকারা প্রায় বারমাসই ভোগে। পীলে ভরা পেট। হাত পা সরু সরু। গায়ে রক্ত কম হেতু পাণ্ডুবর্ণ। আহা! দেখে তিন জনের চোখে জল এলো। উহাদের জমি জমা নাই। অপরের ক্ষেতে খাটিয়া কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বলিতে লজ্জা হয়,

আমাদের দেশে এত সুশিক্ষিত লোক আছেন, কেহই তাদের দিকে চাহেন না। হিন্দু সমাজ তাদের ঘৃণার চোখে দেখে, তাদের ছায়া মাড়ালে স্নান কর্‌তে হয়। পাদ্‌রী সাহেবদের কৃপায় তাদের মনে একটু আশার আলো আস্‌চে। বিস্তর টাকার প্রয়োজন। সুতরাং কাজ তত অধিক হচ্চে না। কয়েকটা পরিবার খৃষ্টীয়ান হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের অবস্থাও তথৈবচ। একটা সামান্য পাঠশালায় গুটি ২০।২৫ ছেলে পড়ে। ঐ পরিবারগুলির বিশ্বাস, আচার ব্যবহার পূর্ব্ব মতোই আছে। গির্জায় যায়, অথচ দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখলেই প্রণাম করে। বন্ধুত্রয় সরস্বতী পূজার বিসর্জ্জনের দিন গিয়াছিলেন। খৃষ্টানদিগকে প্রতিমা প্রণাম কর্‌তে দেখে, দীনেশ জিজ্ঞাসা কল্লেন "তোমরা না খৃষ্টান? তোমরা ঠাকুরকে প্রণাম কর্‌চ?" এক জন বল্লে "খৃষ্টান হয়েছি কি সাধে? হিন্দুরা আমাদের স্পর্শ কল্লে আমাদের ছাওয়া মাড়ালে অপনাদিকে অপবিত্র মনে করে। জমিদার খাজনা নিয়ে জমি দেয় না। খেতে পাই না। পেটের দায়ে ধর্ম্ম ছেড়েচি! তাতে কি—ঠাকুর দেবতাকে ভক্তি করব না? পাদরী সাহেব ও মেমেরা আমাদের কাছে ব'সেন, আমাদের সঙ্গে দুটা কথা কন, আমাদের জন্য পয়সা খরচ করেন। কাজেই তাঁদের কথা শুন্‌তে হয়। তা ব'লে ঠাকুর দেবতাকে কি ছাড়্‌তে পারি?"

তিনবন্ধু বুঝিলেন লেখাপড়া না জানায় মনের ভাব ও বিশ্বাস পূর্ব্ববৎই আছে। সংস্কারের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাঁহারা

ভদ্র পল্লীতে গিয়া, এক ভদ্র লোকের আশ্রয়ে, তাঁর অতিথি হলেন। তাঁহাদের দেখে আরও ভদ্রলোক আসিয়া জুটিল। অস্পৃশ্য বর্ণের দুরবস্থা, তাদের উদ্ধারের উপায় ইত্যাদি বিষয় আলাপ হ'তে লাগ্‌ল। তাহাদিগকে তুলিতে না পাল্লে হিন্দুজাতির পতন অনিবার্য্য, এ কথা সকলকে বুঝাইবার জন্য বিবিধ যুক্তি ও তর্ক হইতে লাগিল। তার পর একজন অর্থের অভাবের কথা বলিলেন। অমৃতবাবু সে বিষয়ে তাঁদের চিন্তা না করতে বলায়, কতক পরিমাণে তাঁদের উৎসাহ দেখা গেল। বাবুরা ঐ গ্রামের জমিদারকে অনুনয় বিনয় ক'রে গ্রামটী পত্তনি লইলেন। বিলক্ষণ মুনফা দেখাইলে তবে সম্মত হলেন। বাড়ী ফিরে এসে, ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করিলেন। মাঘ মাসে কুলী মজুর সহ ইঞ্জিনিয়ার বাবু গিয়া, সোজা চওড়া চওড়া রাস্তা মায় নরদামা প্রস্তুত করাইলেন। পল্লীর চেহারা বদ্‌লে গেল। রাস্তা ও নরদামায় যাহাদের ঘর গেল, তাদের নূতন ঘরবাড়ী হলো। পল্লীর মাঝখানে উচ্চ প্রশস্ত ভূখণ্ডের উপর বালক বালিকাদের জন্য দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত হলো। দাতব্য চিকিৎসালয়ও করা হলো। পাদ্রী সাহেবেরা দেখে শুনে আনন্দ অনুভব করিলেন।

নমঃশূদ্রদের বুঝাইয়া খৃষ্টানদিগকে স্বজাতিতে পুনঃ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত করালেন। অখাদ্য কিছু খায় নাই। নুন ভাত জোটে না, ইঁদুর অখাদ্য মাংস কোথায় পাবে। কেবল খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা হয়েচে, এই দোষ। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সে দোষ খণ্ডন হ'য়ে গেল। বন্ধুদের ব্যয়ে ভোজে সকলে একত্রে আহার করিল।

বন্ধুদের অক্লান্ত চেষ্টায়, অর্থ সমাগম হ'তে লাগ্‌ল। অমৃত বাবু নিজ তহবিল হইতে অনেক টাকা দিলেন।

ওখানকার বন্দোবস্ত একরকম শেষ ক'রে ওঁরা বাখরগঞ্জ জেলায় গেলেন। সেখানে অনেক নমঃশূদ্র, রুহিদাস (মুচি) হাড়ী ও ডোমের বাস। তাদের দুর্গতির অবধি নাই। সুন্দরবনের নিকট গ্রাম সমূহ অতি নিম্নভূমিতে। বর্ষাকালে কাদাময়। গরু ছাগল রাখাও দুঃসাধ্য। মানুষ কেমন ক'রে সে সকল স্থানে বাস করে, বুদ্ধির অগম্য। জমিদারের ও রাজকর্ম্মচারীদের সে দিকে দৃষ্টি নাই। বন্ধুরা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডিভিজনের কমিসনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁদের একবার নিয়ে, ঐসকল গ্রামের অবস্থা দেখালেন। তাঁরা গবর্ণমেণ্টের সহিত লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্টের, অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধার সমিতির ও সাধারণ লোকের অর্থদ্বারা ঐ সকল গ্রামের ভিতর দিয়া খাল কাটা হইল। সেই মাটীতে অনেক জমি উচ্চ ও বাসোপযোগী হলো। তদ্দ্বারা স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হলো। স্কুল পাঠশালা ও দাতব্য চিকিৎসালয় হলো। এই সকল কার্য্য আরম্ভ হবার আগে, বন্ধুদের ঐখানে অবস্থিতি কালে, একটা ঘটনা দেখে তাঁহারা স্তম্ভিত হয়েছিলেন।

সামান্য অবস্থাপন্ন এক চাঁড়াল, পিতৃ শ্রাদ্ধে পাক করা পিণ্ড দিবে শুনিয়া, গ্রামের উচ্চবর্ণের লোকেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে, তালুকদারের নিকট গিয়ে নালিস করে। তালুকদারের বাড়ী নিকটেই। তিনি ব্রাহ্মণ। শুনিয়া তাল পাতার আগুনের

মতো জ্বলে উঠিলেন। হৃতজ্ঞান হ'য়ে, আট দশ জন দরোয়ান ও লেঠেল পাঠালেন। দক্ষযজ্ঞ পালার অভিনয়। ঐ সকল গুণ্ডারা শ্রাদ্ধের তাবৎ দ্রব্যাদি লণ্ডভণ্ড ক'রে, পাক করা পিণ্ড টান মেরে ফেলে কুকুরকে দিল এবং ঐ চাঁড়াল ও পুরুতকে মেরে বেঁধে তালুকদারের বাড়ী নিয়ে গেল। তাঁর হুকুমে উহাদিগকে জুতাদ্বারা প্রহার ক'রে আটক ক'রে রাখা হলো। পুলিশ যাইয়া তাদের বন্ধন মুক্ত করে ও ফৌজদারী অদালতে মোকদ্দমা রুজু করে। বিচারে তালুকদারের ও লেঠেলদের মেয়াদ ও জরিমানা হ'য়ে গেল। কি দৌরাত্ম্য !! বন্ধুত্রয় ব্রাহ্মণ হইলেও এ কালেও ব্রাহ্মণের এত আধিপত্য দেখে অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন এবং পতিত বর্ণের উদ্ধারকল্পে আরও দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন।

সংবাদ পত্রে এই ব্যাপার প্রকাশিত হ'লে, মহা আন্দোলন আরম্ভ হলো এবং তাহার ফল আশাপ্রদ বিবেচিত হলো। চারিদিকে সভা সমিতি। সমাজসংস্কারকেরা ভারতের নানাস্থানে গিয়া অনুন্নত জাতিদের অবস্থা, দেশের কত অনিষ্টকারী তাহা প্রচার কর্‌তে লাগ্‌লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা নিবারণের বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইতে চলিল। মানুষের উপর মানুষের এত উৎপীড়ন কখনই পৃথিবী সহ্য কর্‌তে পারে না। আমেরিকায় ও আফ্রিকায় আদিমবাসীদের উপর অত্যাচারের জন্য আমেরিকাবাসীদের আপনাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। আমাদের দেশের লোক অতি নিরীহ, তাই মুখ বুজে অকাতরে সব সহ্য ক'রে আস্‌চে। কিন্তু অবিচার ও অমানুষিক অত্যাচার অধিক কাল চল্‌তে পারে না। সময়

স্রোত ফিরাইয়া দেয়। মানুষের চোক্ ফুটাইয়া দেয়। স্বার্থপরতা এ সকলের মূলে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সুসভ্য জাতিরাও স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া যায়। আমাদের দেশেরত কথাই নাই।

দশম পরিচ্ছেদ—তৃতীয় দৃশ্য।

শরৎশশী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে।

ভারতের নানা প্রদেশ দেখবার সাধ শরতের মনে জাগিল। হিমাচলের তিন দুহিতা—প্রথমা গঙ্গা, মধ্যমা যমুনা, কনিষ্ঠা সরস্বতী—হিন্দুস্থানের উত্তর-পশ্চিম ভাগকে উর্ব্বরা ও ধনশালিনী করবার উদ্দেশ্যে, তিন ভিন্ন শিখর হইতে বহির্গত হ'য়ে দেশ ভ্রমণে বাহির হয়েছেন। আর্য্য বংশের কতক লোক মধ্য এসিয়া হ'তে এসে, এই সকল নদীর ধারে বসবাস করেন। সেই জন্য এই প্রদেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে। সময়ে, উহাদের দুধারে বড় বড় নগর নগরী হ'য়ে পড়েচে। বিবিধ বাণিজ্য ব্যবসায় ঐ সব নগরকে সমৃদ্ধিশালী করেছে। হিন্দু ও মুসলমান সম্রাটেরা আপনাদের রাজধানী ঐ সকল নদীর ধারে স্থাপন করেছিলেন। সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির, মনোহর মস্‌জিদ্, সুরম্য কবর, উত্তর পশ্চিম ভাগকে সুসজ্জিত ক'রে রেখেছে। সুতরাং দেখবার জিনিষ। দিল্লী, আগরা ও সুবিখ্যাত তাজমহল, এই যমুনা তীরে। তিন ভগিনী দৈব বিধিতে আবার প্রয়াগে এ'সে মিলিত হলেন। ইহা হিন্দুদিগের মহা তীর্থ স্থান। বর্ত্তমান এলাহাবাদ

এই যুক্তবেণীতে। এখান থেকে গঙ্গা বৃহদাকার ধারণ ক'রে পূর্ব্ববাহিনী হলেন এবং আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বঙ্গভূমিকে শস্তশালিনী করবার মানসে, পুনরায় ত্রিবেণীতে তিন ভাগে বিভক্ত হলেন। ইহা মুক্তবেণী নামে অভিহিত। যমুনা ২৪ পরগণায়, সরস্বতী হুগলি জেলায় প্রবেশ করেন। বারাণসী, পাটনা বাঁকীপুর, মুঙ্গের, রাজমহল প্রভৃতি নগর সকল যুক্তবেণী ও মুক্তবেণীর মধ্যে গঙ্গাতীরে। এলাহাবাদে যুক্তবেণীর দৃশ্য অতীব রমণীয়। মধ্যে বিস্তীর্ণ চড়া। একধার দিয়া যমুনার স্বচ্ছ জল ও অপর ধার দিয়া গঙ্গার ঘোলা জল। সঙ্গম স্থলে কতক দূর পর্য্যন্ত দুই বর্ণের জল পৃথক্ দেখা যায়।

মাঘ মাসের প্রথমে শরৎশশী দুচারটি বন্ধুসহ বাড়ী থেকে রেলে রওনা হ'লেন। নানা সহর দেখে দেখে মাসের শেষ সপ্তাহে প্রয়াগে পৌঁছিলেন। মাঘের সংক্রান্তির সময় তথায় কুম্ভমেলা হয়। কোন বৎসর হরিদ্বারে, অন্যান্য বৎসর অপরাপর তীর্থস্থানে এবং কোন সন প্রয়াগে হয়। এবছর প্রয়াগে ঐ মেলা হ'বে। প্রধানতঃ এই মেলা দেখবার আকাঙ্ক্ষায় ওখানে যাওয়া। বঙ্গদেশ অপেক্ষা পশ্চিমে ধূলার উপদ্রব বড় বেশী। বন্ধুরা গিয়ে দেখেন, সব বাড়ীঘর, গাছ পালা ধূলায় আচ্ছন্ন। দুদিন পরে মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেল এবং স্নান ক'রে প্রকৃতি পবিত্র ও নববেশ ধারণ করিল। আহা! সদ্যস্নাত বৃক্ষগুলির শাখাপ্রশাখা ঊর্দ্ধমুখে বাতাসে দুল্‌চে। যেন হাত নেড়ে আপনাদের স্থষ্টি-কর্ত্তাকে ডাকচে।

মেলায় উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন, বিস্তর সাধুসন্ন্যাসী ও বহুতর গৃহস্থের সমাগমে মেলা লোকে লোকারণ্য। বহুতর ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, সন্ন্যাসীরাও নানা পন্থী। একস্থানে শত শত নাগা সন্ন্যাসী মস্তকে জটারাশি, গায়ে ভস্মমাখা, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা ও কৌপিন পরা "হরে হরে বোম্ বোম্" শব্দ করচে। পাহাড়ে জঙ্গলে উহারা উলঙ্গ থাকে। লোকালয়ে আসবার সময় কৌপিন পরে। আর একস্থানে শত শত ভৈরবী ত্রিশূল হস্তে "জয় পার্ব্বতী কি জয়" উচ্চরবে বলচেন। তৃতীয় স্থানে হাজার হাজার গৈরিক বসন পরা, কমণ্ডলু হাতে ও পুঁথি সম্মুখে মনোমোহন স্বরে বেদগান কর্‌চে। একে মাঘের শেষ, তায় বৃষ্টি হয়ে গেচে, অতিশয় শীত। তাহাদের গ্রাহ্যই নাই। সন্ধ্যা হইতে সারা রাত্রি ধূনি জ্বেলে তার চারিদিকে ঘিরে ব'সে আছে। মধ্যে মধ্যে গাঁজা খাচ্চে। তাহাতে শীত অনেক পরিমাণে নিবারণ করে। কেহবা কণ্টক শয্যায় শু'য়ে, কেহবা দোলনার তক্তার উপরে বুক রেখে দাঁড়াইয়া আছে। কি উদ্দেশ্যে এই কৃচ্ছ্র সাধন বুঝিবার যো নাই। জিজ্ঞাসা করিলেও কাহাকে কিছুই বলে না। গৃহস্থ দর্শকেরা চড়ার উপর দরমা, মাদুর, চট ইত্যাদি সামান্য আচ্ছাদনের নীচে পড়ে আছে। চড়ার এক পার্শ্বে, বহুস্থান জুড়ে বহুবিধ পণ্যদ্রব্যে সুশোভিত দোকান বণিকেরা সাজাইয়া রাখিয়াছে এবং গৃহস্থেরা কিনিতেছে।

পণ্ডিতবর দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-সমাজের কতকগুলি প্রচারক মেলায় এসেচেন এবং চড়ার একধারে

বক্তৃতা করচেন। হিন্দি ভাষায় বলচেন এবং হিন্দুস্থানী নরনারী একাগ্র মনে শুনিতেছে। সন্ন্যাসী ও ভৈরবীরাও কতকগুলি এ'সে জুটেচে। একজন বক্তা বল্‌চেন, সমগ্র ভারতে প্রায় তিন লক্ষ সন্ন্যাসী ও ভৈরবী আছে। তারা জন সমাজের কোন কাজ করে না, অথচ সমাজের ও গৃহীদের দানে তাহাদের জীবন রক্ষা হয়। তাহারা সমাজের একপ্রকার গলগ্রহ। আলক লতা যেমন গাছের উপর থে'কে তাহার রসে নিজের শরীর পুষ্ট করে, মাটীতে তাদের শিকড় নাই, ইহারাও সেইরূপ। ইহাদিগকে সমাজের কাজে লাগাতে পারলে বিশেষ উপকার হয়। মুসলমান ফকীরের সংখ্যাও ঐ প্রকার। তাহাদের বাড়ী ঘর, স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে। সহরে ভিক্ষাদ্বারা আপনাদের খরচ চালায় ও পরিবার বর্গের ভরণ পোষণ জন্য বাড়ীতে টাকা পয়সা পাঠায়। এসব বন্ধ না করলে সমাজের ইষ্ট নাই। এই প্রকারে কয়েক জন বল্লেন। বন্ধুদের মনে হলো, কতক সন্ন্যাসীর হৃদয় স্পর্শ করচে। গৃহস্থ শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া আছে। কি ব্যাপার! দেখে শুনে উঁহারা অবাক্‌। সহরের রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দেখিলেন ৭।৮।১০ বৎসরের বালকেরা গায়ে ছাই মাখা কপ্‌নি পরা, কমণ্ডলু হাতে, বাড়া বাড়ী ভিক্ষা করচে।

শরৎ। তোমরা এই রূপে ভিক্ষা কচ্চ কেন?

এক বালক। আমাদের গুরু আছে।

দুদিন পরে এলাহাবাদের পথে ভ্রমণ করচেন। দেখলেন একটা খোলা জায়গায় বহু জনসমাগম। ভিতরে গিয়া দেখলেন

তার মধ্যে সন্ন্যাসী ভৈরবীই অধিক। আরও ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখেন যে এক সন্ন্যাসী ও ভৈরবী নিজেদের বেশ পরিত্যাগ করচে ও আর্য্য সমাজের একজন আচার্য্য তাহাদের বিবাহ দিলেন। হৈ হৈ শব্দ পড়ে গেল। লোকে বলাবলি করচে যে, ঐ দুইজন সন্ন্যাস ব্রত ত্যাগ ক'রে, আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে বিবাহিত হলো। বন্ধুরা থাক্‌তে থাক্‌তে আরও কয়েক জন সন্ন্যাসী দীক্ষা গ্রহণ করল।

শরৎশশী তথা হইতে বাড়ী ফিরিলেন না। আগরা, দিল্লী, লাহোর, অমৃতসহর প্রভৃতি স্থান দেখে ব্যাড়াতে লাগলেন। মোগল সম্রাটদের ও হিন্দু রাজাদের কীর্ত্তি কলাপ দেখে মনে আনন্দ আর ধরে না। মনে হ'তে লাগল এত দিন এসব দেখেন নাই কেন? ক্রমে আবার শীতকাল উপস্থিত। শুনিলেন এবৎসর হরিদ্বারে কুম্ভ মেলা হ'বে। দেখবার সাধ প্রবল হলো। হিমালয়ের একেবারে পায়ের তলায় হরিদ্বার। সুতরাং বড় অধিক শীত। সেই প্রকার বিছানা ও কাপড় চোপড় সংগ্রহ ক'রে সেখানে গেলেন। পর্ব্বতের দিকে চেয়ে দেখেন, খানিক দূর পর্য্যন্ত গাছ পালা। তার উপরে কেবল বরফে আচ্ছন্ন। কেবল সাদা ধপ্ ধপ্ করচে। হরিদ্বারের দুকোশ উপরে গঙ্গোত্রী। শুন্‌তে দুকোশ। কিন্তু যাওয়া দুষ্কর। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে বাঁকা চোরা পথ। উঠার ভয়ানক কষ্ট। লাঠির নীচে লোহার ফলা। সেই লাঠি ভর করে লোক যায়। নচেৎ পা হড়্‌কে নীচে প'ড়ে যেতে হয়। শরতেরা ঝাপানে

উঠিলেন। পাহাড়ের গায়ে একটা বড় রকম গর্ত্ত দিয়া শ্বেতবর্ণ ফেনাময় জল অতি বেগে নির্গত হচ্চে। এত শব্দ যে, কাছের মানুষ অপরের কথা শুন্‌তে পায় না। খুব চেঁচাইয়া বল্‌তে হয়। সেখানেও বহু সন্ন্যাসী আগুন জ্বেলে ব'সে আছে। তারা বলিল এই গঙ্গার উৎপত্তি-স্থান। হিমালয়ের শিরোদেশের বরফ গলে পাথরের ভিতর দিয়ে এ জল নামিতেছে। জলে হাত দিয়ে দেখেন যেন হাত কেটে নেয়—এত ঠাণ্ডা। স্থানে স্থানে পাথরের উপর ঘর। সেই সব ঘরে সন্ন্যাসীরা আছে। শুনিলেন সন্ন্যাসীরা আরও উপরে যায়।

এক দিন দেখেন, এক জন পুরুষ ও একজন রমণী ঊর্দ্ধশ্বাসে, উপরে উঠ্‌চে ও তাদের পিছুপিছু আরও লোক ছুট্‌চে। অগ্রের নর নারী উচ্চ স্বরে বল্‌চে "আমাদের ধরো না, আমরা সন্ন্যাস ব্রত ছেড়ে বিবাহ ক'রে গৃহী হয়েছিনু। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য এই গঙ্গোত্রীতে প্রাণ বিসর্জ্জন করব।" পিছনের লোকেরা "হাঁ হাঁ কি করো" বল্‌চে আর তাদের ধর্‌তে যাচ্চে। তারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা উঁচু শৃঙ্গে গিয়ে সেই ফেনাময় হিম জলে ঝাপ খেয়ে পড়্‌ল। পাথরে শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে জলের তোড়ে কোথায় নেমে গেল, আর দেখা গেল না। তার পর জানা গেল, এই দুই নর-নারীই গত বৎসর প্রয়াগের মেলায় আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে বিবাহিত হয়েছিল।

———

একাদশ পরিচ্ছেদ—প্রথম দৃশ্য।

বরকর্ত্তাদের অত্যাচার।

অমৃত বাবুরা মাঝে মাঝে কলকাতায় যান ও থাকেন। এক দিন প্রাতঃকালে একখানা দৈনিক সংবাদ পত্রে একটী বিবাহিত যুবতীর আত্ম-হত্যার বিবরণ এবং পর দিন করোনার কর্ত্তৃক হত্যার কারণ নিরূপণ হবে, পাঠ করলেন। বন্ধুত্রয় নিয়মিত সময়ে করোনার অর্থাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জুরি সহ এজলাসে বস্‌লেন। লোকে লোকারণ্য। সর্ব্ব প্রথমে মৃতার পিতার জবানবন্দি। তার কাহিনী লোম-হর্ষণ। বলিল "আমি কায়স্থ গৃহস্থ। কন্যার বিবাহের পাত্র পাই না। পণের এত দাবি যে, এগুতে পারি না। একটী পাত্র জুটিল, কিন্তু বরকর্ত্তা অনেক গহনা ও নগদ টাকা চাহে। তাহা আমার সাধ্যের অতীত। কি করি, বরকর্ত্তার হাতে পায়ে ধরিলাম এবং ক্রমে ক্রমে বরের পণ পরিশোধ কর্‌বো স্বীকৃত হ'লাম। মেয়েটী কালো কুৎসিত নয়। ভদ্রবংশের, চলন সই। পাত্র বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হচ্চে। বিয়ে ত হ'য়ে গেল। বাকি গহনা, ও টাকার জন্য নিত্য তাগাদা। কোথাও যোগাড় কর্‌তে না পেরে, ভিক্ষা ক'রে কিছু কিছু সংগ্রহ কর্‌তে লাগলাম। এদিকে স্ত্রী পুরুষে, বৌটিকে তিরস্কার কর্‌তে ও গালিগালাজ দিতে আরম্ভ কর্‌ল। ক্রমে ভাল ক'রে খেতে পর্য্যন্ত দেয় না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট। তোমার জামাই ত শিক্ষিত। সে তার মা বাপকে কিছু বল্‌ত না ?

পিতা। বলা দূরের কথা, স্ত্রীর মুখ দেখ্‌ত না এবং মার ধর কর্‌তে সুরু কর্‌ল।

ম্যাজিষ্ট্রেট। তুমি এসব জান্‌তে পাল্লে কি ক'রে?

পিতা। মেয়ে আমাকে দুঃখ জানায়ে পত্র লি'খত।

ম্যাজিষ্ট্রেট। তুমি পত্র পেয়ে কি কল্লে?

পিতা। একদিন মেয়ের বাড়ী গিয়ে বেয়াইকে ও জামাইকে বিস্তর কাকুতি মিনতি ক'রে বল্লাম "আমি ভিক্ষে শিক্ষে ক'রে ক্রমে দিচ্চি। একেবারে সব দিতে পাচ্চি না, সে আমার দোষ। যা বল্‌তে হয় আমাকে বল। ও অবলা বালিকা, ওকে পীড়ন কর কেন।" মশাই, বল্লে বিশ্বাস কর্‌বেন না, উল্‌টে আমায় গালি গালাজ দিয়ে, গলাধাক্কা দিয়ে, বাড়ী থেকে বের ক'রে দিল।

মাজিষ্ট্রেট। তুমি কি কর্‌লে?

পিতা। আমি ফৌজদারি আদালতের আশ্রয় নিলাম। মেয়ের প্রতি সমস্ত অত্যাচার শপথ ক'রে বল্‌লাম। আদালত, মেয়েকে হাজির কর্‌তে হুকুম দিলেন। ধার্য্য দিনে হাজির করিল না। বলিল সে পীড়িত, আদালতে আস্‌তে পার্‌বে না। আমি বিচারককে নিজে যাইয়া মেয়েকে দেখ্‌বার প্রার্থনা কল্লাম। তিনি গেলেন এবং দেখ্‌লেন লোহা পুড়িয়ে গায়ের নানা স্থানে ছেঁকা দিয়েচে। তার পর ম্যাজিষ্ট্রেট রায় প্রকাশ কর্‌বার পূর্ব্বেই, মেয়ে কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে, আগুন ধরাইয়া দিল।

করোনার ফৌজদারি আপিস হইতে সেই নথি আনাইয়া জুরিদের দেখালেন ও সব বুঝাইয়া দিলেন। জুরি একবাক্যে রায় দিলেন যে "মৃতা, শ্বশুর শাশুড়ীর ও স্বামীর অমানুষিক অত্যাচারে আত্ম-হত্যা করেচে।"

করোনার এই রায় কল্‌কাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি উক্ত তিন জনকে তলব কর্‌লেন। বিচারে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ পেলেন না। শ্বশুর ও স্বামীকে সশ্রম তিন মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

বিডন্ পার্কে সভা।

এই ঘটনায়, কয়েক জন সমাজ-সেবকের হৃদয়ে আঘাত লাগাতে, তাঁদের যত্নে বিডন পার্কে এক বৃহৎ জনসভা হবার বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে বাহির হ'লো। সহরের বড় বড় লোক ও সাধারণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বিস্তর উপস্থিত। অমৃতেরা তিন বন্ধুতে সভায় গেলেন। সমাজ-সেবকদের বক্তৃতায় শ্রোতারা খুব উত্তেজিত হ'লেন, হাততালির ধুম প'ড়ে গেল। পুত্রের বিবাহে তার অভিভাবক কন্যাকর্ত্তার নিকট কোন পণ চাহিতে পারিবেন না, প্রস্তাব স্থির হ'য়ে গেল। এই পর্য্যন্ত। কেবা কার কথা শুনে। পণ গ্রহণ যেমন চল্‌ছিল, তেমনই দেওয়া লওয়া হ'তে লাগ্‌ল।

অমৃতদের বাসার নিকট এক কায়স্থ যুবকের বিবাহ। ছেলে বি, এ, পাশ করেছে। উঁহারা শুন্‌লেন পণের কথাবার্ত্তা হচ্ছে ও কন্যাকর্ত্তা এসেছে। দীনেশ সেই স্থানে গেলেন।

পাত্রের বাপ ২॥০ হাজার টাকা নগদ ও গহনা, খাট, বিছানা, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন ইত্যাদি বাবদ ২॥০ হাজার টাকা, মোট পাঁচ হাজার টাকা চাইলেন। কন্যাকর্ত্তা একশত টাকা বেতনে কেরাণীগিরি করে।

দীনেশ। (পাত্রের পিতাকে) মশাই! সে দিনকার সভায় গিয়াছিলেন কি ?

পাত্রের পিতা। হ্যাঁ, খুব গিয়েছিলুম। খুব বক্তৃতা শুন্‌লুম। খুব হাততালি দিয়েছি।

দীনেশ। তবে আবার এত পণের দাবি কেন ?

বরকর্ত্তা। কি জান বাপু, আমার তিনটী মেয়ে পার কর্‌তে হ'বে। ছেলের বিয়েতে দেঁড়ে মুসে টাকা না নিলে মেয়ের বিয়ে দিব কি ক'রে ?

দীনেশ। তখন বরকর্ত্তাও পণ চাবে না।

বরকর্ত্তা। তা বই কি! সভা সমিতি করবার সময় এক রকম ও কাজের বেলায় আর এক রকম সবাই ক'রে থাকে।

দীনেশ। তবে সভা সমিতি ও বক্তৃতা করা কেন ?

বরকর্ত্তা। ও সব হুজুগ্‌ মাত্র। সভা টবা বক্তৃতায় পর্য্যবসিত হয়।

দীনেশ শুনে অবাক্‌। কন্যাদায়-গ্রস্ত লোকটী কত কাকুতি মিনতি কর্‌তে লাগলেন। হাতে ধরে কাঁদতে লাগ্‌লেন। পায়ে ধরা বাকি রইল। পাত্রের বাপ তবুও নরম হলো না। কনের পিতা হতাশ হ'য়ে ফিরে গেল। খুঁজে খুঁজে প্রবেশিকা পরীক্ষা

পাশ করা একটী পাত্র জুট্‌ল। তাকেও সর্ব্বশুদ্ধ ২॥০ আড়াই হাজার টাকা দিতে হয়েছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমৃত তীর্থ দর্শনে।

অমৃতের বয়স এখন ষাট ও লক্ষ্মার বাহান্ন। সংসার-ধর্ম্ম পালন ক'রতে ক'রতে মনে হ'ল, আর কেন! এখন ইষ্টচিন্তা করা ও পরলোক যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। উভয়ের মনে তীর্থ পর্য্যটনের অভিলাষ উপস্থিত। কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, পুরী, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর প্রভৃতি দেখিতে যাবার ব্যবস্থা ক'রতে নিযুক্ত। অমৃত উইল কর্‌লেন। দুই পুত্রকে বিষয় সমান অংশে দিলেন। ছোট কন্যার বিবাহ ভাল ঘরেই হয়েছিল। তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজনাভাব। প্রতিমার বিধবাশ্রম ও পরিমলের অনাথাশ্রম যাহাতে উত্তম রূপে চলে, তজ্জন্য বিষয় হইতে পৃথক পৃথক অর্থের বন্দোবস্ত করা হ'ল। উঁহাদের নিজের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা কল্লেন না। প্রতিমা ও পরিমল বল্লেন আশ্রমের ব্যয়ের ভিতরেই তাঁদের কুলান হ'বে। না হইবেই বা কেন? তাঁরা ত ব্রহ্মচারিণী। ভোগবাসনা নাই। কোনও বিলাসিতা নাই। এক জন বিধবাদের ও অপর জন অনাথা অনাথিনীদের নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে লাগ্‌লেন।

লক্ষ্মী ও অমৃত একজন কর্ম্মচারী ও জনকতক দাস দাসী নিয়ে তীর্থযাত্রা করলেন। বাড়ীর চিঠিপত্র পান ও উঁহারাও লেখেন। এই রূপে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত ক'রে দেশে ফিরে এলেন। আত্মীয় স্বজনের আনন্দের সীমা রইল না। গ্রামস্থ ও জমিদারীর ভদ্র ও ছোট জাতির মেয়ে পুরুষ তাঁদের দর্শন করতে আস্তে লাগলেন। এ'ত শুধু পুরাতন মনিবদের দেখা নয়! তাদের পক্ষে তীর্থ ও দেব দর্শন। যত লোক আসিলেন কেহই প্রতিমা ও পরিমলকে না দেখে ফিরিলেন না। তাঁদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ও স্বভাবের কমনীয়তা সকলকে মুগ্ধ ক'রে ফেলেছিল। তাঁহাদের যশ-সৌরভ চারিদিকে ছুটিয়া পড়িয়া মর্ত্ত্যকে স্বর্গপ্রায় ক'রেছে। এই পরিবারের সৎ দৃষ্টান্ত কখনই বৃথা গেল না। অনুকরণের ভাব চারিদিকে দেখা দিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ—তৃতীয় দৃশ্য।

অমৃত জীবন-সন্ধ্যায়।

বার্দ্ধক্য বশতঃ অমৃতের শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হতেছে। সঙ্গে, সঙ্গে দু'একটা রোগও দেখা দিচ্চে। কিন্তু শান্ত মূর্ত্তির ও চিত্তের প্রফুল্লতার বৈলক্ষণ্য নাই। ইষ্টচিন্তা ও দান-ধ্যানই শেষ জীবনের কাজ হ'য়ে দাঁড়াল। বিষয়-কর্ম্ম আর দেখেন শুনেন না। ছেলেরাই সব করেন। অপটু শরীর নিয়ে

বাড়ীতে থাকতে অসম্মত। বরাহনগরের সেই বাগান বাড়ীতে আবার সস্ত্রীক গেলেন। সংসারের কোনও চিন্তা মনে স্থান পায় না। ছেলে মেয়েরা ও প্রতিমা মাঝে মাঝে আসিয়া বাগানে বাস করেন ও উঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করেন। গ্রামস্থ বাল্য বন্ধুরা দু'তিনজন আসিয়া তাঁর সঙ্গে ধর্ম্ম, ইষ্টচিন্তা ও পরলোক যাবার সম্বল সংগ্রহ বিষয়ে সদালাপ ক'রে চলে যান, আবার দু'চারিজন আসেন ও ফিরে যান। শীতকালে অমৃত বৈকালে ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যায় ঘরে ফিরেন; গরমের দিন রাত্রে ৭টা ৮টা পর্য্যন্ত থাকেন। ক্রমে ঘাটে যাওয়া রহিত হ'ল। বারেণ্ডায় বসা ভিন্ন হাওয়া খাওয়ার আর উপায় রহিল না। বয়সও ৮৬ বৎসর হ'য়ে এল। আর বিছানা ছাড়া, এক প্রকার সাধ্যের অতীত। বিশেষ কোন রোগ নাই। অধিক বয়সে যা হয়, সেই সব এসেচে। লক্ষ্মীরও প্রায় ঐ প্রকার অবস্থা। কাজেই দেশ থেকে সকলে, ও ছোট ছোট পৌত্র, পৌত্রী ও প্রপৌত্র প্রপৌত্রী ওখানে আসিল। এক দিন বৈকালে বড় পুত্রকে ডেকে বল্লেন, আজ রাত্রে বোধ হয় মানবলীলা শেষ হ'বে। শ্বাস বৃদ্ধি হ'তে লাগল। আত্মীয় স্বজন বিছানার চারিধারে উপস্থিত। মুমূর্ষু বৃদ্ধ যোড় কর বুকের উপর রেখে অস্পষ্টস্বরে হরিনাম ক'রতে লাগ্‌লেন। ক্রমে বাক্‌রোধ হ'য়ে কেবল ঠোঁট নড়িতে দেখা গেল। আত্মীয়বর্গ হরিনাম গান ক'রতে লাগিলেন। অমৃত দেহত্যাগ ক'রে যে লোকে গেলেন, সেখানে দুঃখ-ক্লেশ নাই, জরা-মৃত্যু নাই এবং শোক-সন্তাপ যেতে

পারে না। অপূর্ব্ব মহা প্রস্থান দেখে শুনে বরাহনগর, রামগড়, হরিহরপুর ও জমিদারীর সর্ব্ব শ্রেণীর মেয়ে পুরুষ ধন্য ধন্য করতে লাগল। বলিল এরূপ পুণ্যবান্ মানুষের এই রকমই হওয়া সম্ভব ও হয়ে থাকে। ছয় মাস যেতে না যেতে লক্ষ্মীও স্বামীর অনুগমন কল্লেন।

উপসংহার।

রামগড়ের এক প্রবীণ ভদ্রলোক, ভবেশ ও দীনেশ একদিন সায়ংকালে অমৃত বাবুর উদ্যানের বাঁধা ঘাটে ব'সে আছেন। নানা কথাপ্রসঙ্গে, ভদ্রলোকটী বল্লেন ঃ—

আচ্ছা ভাই দীনেশ! অমৃত ও অমিয় দুই সহোদর। এক বাটীতে, এক পিতামাতার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত ও শিক্ষিত। দু ভাই এমন দুইপ্রকার হ'ল কেন, বলতে পার?

দীনেশ। শাস্ত্রে ব'লে, শ্রেয় ও প্রেয় দু ভাই আছে। শ্রেয় যে মনুষ্যকে ধরে, সে ধর্ম্মের পথে, সত্যের পথে, স্বর্গের পথে যায়। প্রেয় আপাত-মধুর সুখ সম্ভোগ, ভোগ বিলাস, ইন্দ্রিয়-সেবা-জনিত ক্ষণস্থায়ী সুখের লোভ দেখাইয়া মানুষকে পাপের দিকে, নরকের দিকে লইয়া যায়। এই দুই ভাই দু'জনকে—শ্রেয় অমৃতকে ও প্রেয় অমিয়কে পেয়ে বসেছিল। তাই দু'ভায়ের বিভিন্ন প্রকৃতি, বিভিন্ন গতি, এবং বিভিন্ন প্রকারে

তাঁরা জীবন কাটিয়ে গেলেন। এর মধ্যে বিচিত্রতা কিছুমাত্র নাই। পৃথিবীতে এইরূপ ঘটনা সতত ঘটিতেছে।

ভবেশ। তা'ত দেখ্‌তে পাই। কেন এ রকম হয়?

দীনেশ। মানুষ যন্ত্র নয়, সে পুরুষ, স্বাধীন প্রকৃতি। তা'তে দেব ভাব ও পশু-ভাব দুই ভাবই আছে। এই দুই ভাবে নিয়ত যুদ্ধ হয়। কখন দেবতার, কখন পশুর জয়-পরাজয় দেখা যায়। পশুর জয় হ'লে, কেহ নর রাক্ষস হয়, দেবতার জয় হ'লে, কেহ নর-ঋষি হন। অমৃত ও অমিয়ের জীবন এই দুই ভাবের দৃষ্টান্ত।

সমাপ্ত।